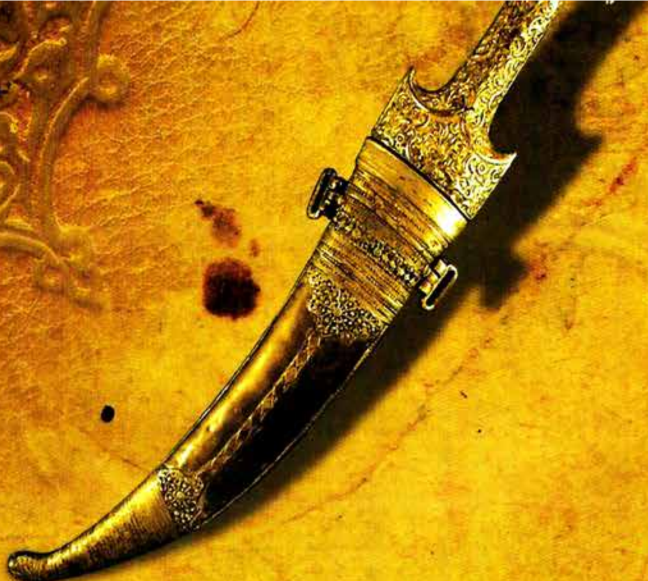

হামজার খুনি

BanglaBook.org

নাজিব কিলানি

অনুবাদ : নাজমুল হক সাকিব

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রথম প্রথম ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন, মক্কার পৌত্তলিকরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। নির্যাতনের সকল পন্থায় তিনি এবং তাঁর অনুসারীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ঠিক এ সময়ে রাসুলের পাশে এসে দাঁড়ান মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু। শুধু পাশেই দাঁড়ালেন না, তিনি রাসুল ও ইসলামের সত্যায়ন করে কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন। এ ঘটনা রাসুলকে নতুন ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নতুন করে উদ্দীপ্ত করে।

সুতরাং রাসুলের জীবনের অন্যতম অভয়াশ্রয় হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত তাঁকে নিদারুণ ব্যথিত করে। তিনি উহুদের প্রান্তরে হামজার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘোষণা করেন–হামজার হত্যাকারীকে কখনো ক্ষমা করা হবে না। যেখানেই তাকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে।

এই হত্যাকারীর নাম ছিল ওয়াহশি। মক্কার কুরাইশনেতা জুবাইর ইবনে মুতইমের ক্রীতদাস।

www.BanglaBook.org

e-store:
rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

HAMZAR KHUNI
by Najib Kilani
Translated by Nazmul Haque Sakib

Price: BDT 350.00 | US$ 12.00

ISBN 9789849347170

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441

বই সম্পর্কে

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীর নাম ছিল ওয়াহশি। মক্কার কুরাইশনেতা জুবাইর ইবনে মুতইমের ক্রীতদাস। দাসের জীবন নিয়ে অপদস্থ ওয়াহশি দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ছিল বেপরোয়া। বদর যুদ্ধের পর তার মনিব জুবাইর এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার সামনে এক লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করে। আগামী যুদ্ধে যদি সে হামজাকে হত্যা করতে পারে তবে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং সঙ্গে পাবে আরও নানা অর্থ-সম্পদ। ওয়াহশি সে প্রস্তাব লুফে নেয় এবং উহুদের প্রান্তরে পেছন থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে হামজাকে হত্যা করে।

কিন্তু ওয়াহশির পরবর্তী জীবন কীভাবে কাটে? দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সে কি সুখী হয়েছিল? স্বাধীন মানুষ হিসেবে সে কি সত্যিকারভাবে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল মক্কার মানুষের কাছে? তার প্রেমিকা, যার জন্য সে সবকিছু তুচ্ছ করতে পারতো, সে কি অবশেষে একান্ত তার হয়েছিল? ওয়াহশি কি একদিনও ঘুমাতে পেরেছিল তৃপ্তির ঘুম? এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে রচিত দারুণ এক কাহিনিকাব্য নাজিব কিলানির বিখ্যাত উপন্যাস ‘কাতিলু হামজা’ – *হামজার খুনি*।

– *সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর*

হামজার খুনি

নাজিব কিলানি

অনুবাদ : নাজমুল হক সাকিব

প্রকাশক : নবপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৮

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : কারুকাজ

মূল্য : ৩৫০ [তিন শ পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

Price: BDT 350.00 | US $ 12.00

HAMZAR KHUNI

by Najib Kilani

Translated by Nazmul Haque Sakib

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash

E-store: rokomari.com/noboprokash

ISBN: 978-984-93471-7-0

The Online Library of Bangla Books

BanglaBook.org

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার আম্মু—আমার পৃথিবী

অনুবাদকের কথা

শৈশব থেকেই আরবি ভাষার প্রতি আমার একটা অজানা ভীতি ছিল। সহপাঠীরা যখন কামিল কিলানির 'আরব্য রজনীর গল্প' নিয়ে নাড়াচাড়া করতো তখন আমি কৌশলে পালিয়ে বেড়াতাম। মাদরাসার যে কোনো আরবি অনুষ্ঠানকে সুকৌশলে এড়িয়ে চলতাম, যাতে কেউ আমার আরবিভীতির কথা টের না পায়। আরবি সাহিত্যের যে কোনো পরীক্ষা আমার জন্য ছিল আতঙ্কের মতো। আগের রাতে ঘুম হতো না। রাত জেগে অভিধানের পাতা উল্টানোর মতো বিরক্তকর কাজ আর নেই। পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে গলদঘর্ম হতাম বরাবর। সব মিলিয়ে আরবি সাহিত্য মানেই আমার কাছে ছিল এক ভীতিকর অভিজ্ঞতার নাম। তাই আরবি উপন্যাস পড়ব বা অনুবাদ করব–এমন স্বপ্ন দেখতেও আপত্তি ছিল আমার। কিন্তু কী যেন কী মনে করে সেদিন বিকেলে একখানা আরবি উপন্যাস নিয়ে বসলাম।

নাজিব কিলনি। আমার পরিচিত লেখক। পরিচিত মানে তার ছোটগল্প আর উপন্যাসের বই সতীর্থদের হাতে দেখেছিলাম আরকি। 'একটু ব্যর্থ চেষ্টা করি' এমন একটা মানসিকতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কাতিলু হামজা। হামজার খুনি। রাসুলের চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে লেখা। প্রেক্ষাপট যেহেতু পরিচিত সেহেতু বুঝতে কিছুটা সহজ হবে। তাই সাহস করে পাতা উল্টানো যায়। কিন্তু একি! পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমি কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। সেই শৈশবে কিতাবের আড়ালে লুকিয়ে হরর গল্প পড়ার মতো। পরিচিত ঘটনাকেই লেখক এমন আকর্ষণীয় বর্ণনা আর গভীর উপলব্ধি থেকে বলে চলছেন, যেন নতুন করে শুনছি। নতুন করে উপলব্ধি করছি।

উপন্যাসের মূল চরিত্র ওয়াহশি ইবনে হারব। রাসুলের চাচা হামজার খুনি। অজ্ঞতার অন্ধকার যুগে মক্কার নেতা জুবাইর ইবনে মুতইমের ক্রীতদাস

সে। অন্য দাসদের চেয়ে সে কিছুটা ভিন্ন। তার ভেতরে স্বাধীনতার নেশা। মানুষ হয়েও মানবীয় সম্মানটুকু না পেয়ে তার বুকের ভেতর বাসা বাঁধতে থাকে প্রতিশোধের পাশবিক স্পৃহা। মক্কার প্রতিটি মানুষের প্রতি তার ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ তাকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করে তোলে। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য ভুলিয়ে দেয়। আদতে একজন রক্ত মাংসের মানুষ হয়েও ভেতরে সে হয়ে ওঠে পশু।

শৈশবে কোনো গল্প বা উপন্যাস পড়লে সেটার প্রধান চরিত্রগুলো আমার ভেতরে বসবাস শুরু করতো। রাতদিন সেটা নিয়েই ভাবনা চলতো। কখনো কখনো ঘুমের ঘোরে স্বপ্নেও হাজির হতো তারা। কাতিলু হামজা পড়ে আমি যেন অনেক বছর পর শৈশবে ফিরে গেলাম। ওয়াহশি ইবনে হারবের সাথে মক্কার অলি-গলিতে ঘুরতে লাগলাম। মক্কার একজন অধিকারবঞ্চিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত দাসের চোখে পৃথিবীর নানা রঙ আমি দেখতে শুরু করলাম। কী ভেবে অনুবাদ শুরু করেছিলাম আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। কিছু অংশ অনুবাদ করে সালাউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইকে দেখালাম। বললেন, চালিয়ে যা।

হামজার খুনি। এ উপন্যাসে নাজিব কিলানি একজন ইথিওপিয়ান ক্রীতদাসের গল্প বলেছেন। অজ্ঞতার আঁধারে ডুবে থাকা একজন ক্রীতদাসের আঁধার থেকে আলোতে আসার গল্প বলেছেন। পাঠক এ গল্পের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আইয়ামে জাহিলিয়াতের মক্কা নগরীতে হারিয়ে যাবেন। একজন ক্রীতদাসের চোখ দিয়ে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, জুবাইর ইবনে মুতইম আর হিন্দা বিনতে উতবাকে দেখতে পাবেন। আঁধার থেকে আলোর যে জোজন জোজন দূরত্ব তা অনুভব করতে পারবেন খুব স্পষ্টভাবে। আপাদমস্তক অজ্ঞতায় ডুবে থাকা একজন মানুষের চোখে আলোকে কিভাবে কালো দেখায় সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন। দেখবেন একজন বদলে যাওয়া ওয়াহশিকে। অনুভব করতে পারবেন, ইসলামের প্রতি সেকালের অধিকারবঞ্চিত মানুষের আকুতি। ইসলামের আলোয় আশ্রয় নেয়া মানুষের ভাবাবেগ কতটা গভীর ছিল।

এ গল্প পড়তে পড়তে হয়তো কখনো আপনার চোখ ভিজে উঠবে। কখনো বা আপনার ভেতর একটি দীর্ঘশ্বাস তৈরি হবে। কখনো বা আপনি কালের পর্দা ছিন্ন করে সেকালের মানুষ হয়ে ওঠবেন। সর্বোপরি নাজিব কিলানির এই গল্পে পাঠক সত্যিকার আরবি উপন্যাসের স্বাদ পাবেন।

নাজিব কিলানি সম্পর্কে নতুন করে বলার মত কিছু নেই। বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তিনি মোটেও অপরিচিত নন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির মাঝেই

রয়েছে আরবীয় আভিজাত্য। রয়েছে গভীর জীবনবোধ। অনুবাদের বেলায় আমি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কখনো আমি নিজের অজ্ঞতা ও শব্দের দৈন্যতা অনুভব করেছি, সেটুকুর জন্য পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কাম্য।

অনুবাদের পুরোটা সময়ে অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তা করেছে প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহের ছোটবোন, ছোটভাই এহতেশামুল হক সাদ, লাবিব আব্দুল্লাহ, বন্ধুবর মাহমুদ আহমাদ, ফযলে রাব্বি মাকসুদ, যুবাইর আল সাদ ও আহসানুল্লাহ আশরাফ। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমার চেনা পৃথিবীতে এছাড়াও দুজন মানুষ আছেন, যাদের অনুপ্রেরণা আমাকে সবসময় সাহস যুগিয়েছে। একজন মাসিক রহমত পত্রিকার সম্পাদক ও ইসলামী পয়গাম-এর সম্পাদক মনযুর আহমদ। অপরজন সালাউদ্দীন জাহাঙ্গীর। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের ছোট করার মতো সাহস আমার নেই।

প্রথম কিছু মানেই একটু অন্যরকম আবেগ। একটু ভিন্নরকম ভালোবাসা। প্রথম অনূদিত বই হিসেবে তাই হামজার খুনির প্রতি আমার অন্যরকম ভাবাবেগ কাজ করেছে। কাজ শেষ হওয়া থেকে বই হাতে আসা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে আমি সেই প্রথম প্রেমের ঘোরে ছিলাম। প্রথম হওয়াতে দুর্বলতা ছিল, অসঙ্গতি ছিল। *নবপ্রকাশ* কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষ হাতে সেগুলো দূর করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। তারপরও পাঠক হিসেবে আপনাদের মূল্যায়ন আমার কাম্য। তাই আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমাকে কৃতার্থ করবে। আল্লাহ সকলের সহায় হোন।

–নাজমুল হক সাকিব
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রকাশকের কথা

উহুদের যুদ্ধে বিখ্যাত মুসলিম বীর হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনা ইসলামি ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু কেবলমাত্র ইসলামের আত্মোৎসর্গী বীর ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম চাচা। বয়সে দুজন প্রায় সমবয়সী ছিলেন। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিলেন মক্কার আলো বাতাসে। এ কারণে দুজনের হৃদ্যতা ছিল চাচা-ভাতিজার সম্পর্কের চেয়েও বেশি কিছু।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রথম প্রথম ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন, মক্কার পৌত্তলিকরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। নির্যাতনের সকল পন্থায় তিনি এবং তাঁর অনুসারীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ঠিক এ সময়ে রাসুলের পাশে এসে দাঁড়ান মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু। শুধু পাশেই দাঁড়ালেন না, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের সত্যায়ন করে কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন। এ ঘটনা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নতুন করে উদ্দীপ্ত করে।

সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের অন্যতম অভয়াশ্রয় হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত তাঁকে নিদারুণ ব্যথিত করে। তিনি উহুদের প্রান্তরে হামজার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘোষণা করেন–হামজার হত্যাকারীকে কখনো ক্ষমা করা হবে না। যেখানেই তাকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে।

এই হত্যাকারীর নাম ছিল ওয়াহশি। মক্কার কুরাইশনেতা জুবাইর ইবনে মুতইমের ক্রীতদাস। দাসের জীবন নিয়ে অপদস্থ ওয়াহশি দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ছিল বেপরোয়া। বদর যুদ্ধের পর তার মনিব জুবাইর এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার সামনে এক লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করে। আগামী

যুদ্ধে যদি সে হামজাকে হত্যা করতে পারে তবে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং সঙ্গে পাবে আরও নানা অর্থ-সম্পদ। ওয়াহশি সে প্রস্তাব লুফে নেয় এবং উহুদের প্রান্তরে পেছন থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে হামজাকে হত্যা করে।

কিন্তু ওয়াহশির পরবর্তী জীবন কীভাবে কাটে? দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সে কি সুখী হয়েছিল? স্বাধীন মানুষ হিসেবে সে কি সত্যিকারভাবে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল মক্কার মানুষের কাছে? তার প্রেমিকা, যার জন্য সে সবকিছু তুচ্ছ করতে পারতো, সে কি অবশেষে একান্ত তার হয়েছিল? ওয়াহশি কি একদিনও ঘুমাতে পেরেছিল তৃপ্তির ঘুম?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে রচিত দারুণ এক কাহিনিকাব্য নাজিব কিলানির বিখ্যাত উপন্যাস 'কাতিলু হামজা'। মিশরীয় ঔপন্যাসিক নাজিব কিলানি বাংলাভাষী পাঠকের কাছে খুব বেশি জনপ্রিয় না হলেও একেবারেই অপরিচিত নন। আরববিশ্বে তিনি তার একাধিক বইয়ের কারণে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে থাকেন।

তরুণ অনুবাদক নাজমুল হক সাকিব পরিশীলিত ভাষা ও অনুবাদ-দক্ষতায় *হামজার খুনি* উপন্যাসকে পাঠকের দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছেন। ভাষা প্রয়োগের দ্যোতনায় বুঝে ওঠা কঠিন–এটি তার প্রথম অনূদিত বই। তার ভাষাদক্ষতা আরও বাঙময় হয়ে ওঠুক–আমাদের প্রেরণা রইল।

নবপ্রকাশ-এর উপন্যাস প্রকাশের তালিকায় হামজার খুনি নতুন পালক সংযোজন নিঃসন্দেহে। নবপ্রকাশ-এর স্লোগান–ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস; আমরা এ স্লোগানের শক্তিতে প্রতিদিন নিজেদের বলীয়ান করছি। খুব শিগগির নবপ্রকাশ-এর প্রকাশনায় যুক্ত হবে মৌলিক ও প্রাচ্যীয় মুসলিম লেখকদের আরও অনেক নতুন উপন্যাস। আমাদের এ অগ্রযাত্রায় পাঠকের সহযোগিতা বরাবর আমাদের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।

এম. আসাদুল্লাহ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নবপ্রকাশ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নাজিব কিলানি

নাজিব কিলানি। আরববিশ্বের খ্যাতিমান এই কথাসাহিত্যিকের জন্ম ১৯৩১ সালের জুন মাসে। মিশরের পশ্চিম প্রদেশ জেফতা জেলার শেরশাবাহ নামক গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্ম তাঁর। তিনি ছিলেন তাঁর মা-বাবার প্রথম সন্তান। কৃষক পরিবারে জন্ম হওয়ায় গ্রামের আর দশটা ছেলের মত তিনিও বাবার সঙ্গে খেত-খামারে কৃষিকাজ করতেন। চার বছর বয়সে স্থানীয় পাঠশালায় যাতায়াত। আরবি ভাষার বর্ণমালার সাথে সেখানেই পরিচয়। সিরাত, নবীদের জীবনী, হস্তলিপি ও অংকসহ প্রাথমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন গ্রামের পাঠশালায়।

কৃষক পরিবারে জন্ম হলেও নাজিবের স্বপ্ন ছিল–তিনি ডাক্তার হবেন। সে লক্ষ্যে তিনি ছুটে চলেন। ভর্তি হন শহরের ইংরেজি স্কুলে। একে একে সব ধাপ পেরিয়ে ১৯৫১ সালে ভর্তি হন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে। পড়ালেখা শেষ করে ১৯৬১ সালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন মিশরের মাতৃসেবা হাসপাতালে। সেখান থেকে নিজ গ্রামেও তিনি চালু করেন চিকিৎসাসেবা।

পেশাগত জীবনে নাজিব কিলানি কুয়েত, সৌদি আরব, আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পেশায় ডাক্তার হলেও নাজিবের ভেতরে বসবাস করত একজন কবি ও কথাসাহিত্যিক। ছাত্রজীবন থেকেই উপন্যাস ও কবিতা লিখতেন। ১৯৫৬ সালে তাঁর রচিত উপন্যাস 'দীর্ঘ পথ' মিশরের সরকারি পাঠ্যপুস্তকে সংযোজিত হয়। এ উপন্যাসটি সরকারিভাবেও পুরস্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে তাঁর 'প্রতীক্ষিত দিবস' উপন্যাসটি মিশরের ভাষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করে। তাঁর লিখিত নুরুল্লাহ, রিজালুন ওয়া জিয়াব, লায়লা তুর্কিস্তান, আমিরুল জাবাল, আহলুল হুমাইদিয়্যাহ, রিহলাতুন ইলাল্লাহ, উজারাউ জাকার্তা ও আর রায়াতুস সাউদা উপন্যাসগুলো আরববিশ্বে ব্যাপক সাড়া

ফেলে। উপন্যাস ছাড়াও তিনি বহু কবিতা, ছোটগল্প, গান, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছেন।

নাজিব কিলানিই প্রথম মিশরীয় লেখক যার খ্যাতি মিশর পেরিয়ে আরব ও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথিতযশা ভারতীয় আলেম আবুল হাসান আলি নদভি বলেন, 'নাজিব কিলানি প্রমাণ করেছেন, মানুষের জীবনবোধের সাথে তাঁর সম্পর্ক কত গভীর। তিনি সমাজের নানা স্তরের মানুষের জীবনবোধকে সাহিত্যের পাতায় সফলভাবে তুলে এনেছেন।'

মিশরের নোবেলজয়ী লেখক ড. নাজিব মাহফুজ বলেন, 'নাজিব কিলানি বর্তমান সময়ে ইসলামি সাহিত্যের একজন কিংবদন্তী। তিনি তাঁর গদ্যসাহিত্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ নানা রচনায় তার প্রমাণ রেখে গেছেন।'

১৯৫৮ সালে তিনি ছোটগল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ গল্পকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে পান তহা হোসাইন পদক। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থেকে লাভ করেন স্বর্ণপদক। এছাড়াও জীবদ্দশায় তিনি নানা পুরস্কাকে ভূষিত হন।

নাজিব কিলানি ব্যক্তিগত জীবনে বিয়ে করেন কারিমা শাহিনকে। যিনি মিশরীয় লেখিকা নাফিসা শাহিনের বোন। তিনি ছিলেন চার সন্তানের জনক–ড. জালাল, ইঞ্জিনিয়ার হাসসাম, মাহমুদ মুহামি ও একমাত্র কন্যা ড. ইজজাহ।

মস্তিষ্কের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৫ সালের ৭ মার্চ ৬৪ বছর বয়সে এই খ্যাতিমান লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হামজার খুনি

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

গভীর রাত। চারদিকে ঘন অন্ধকার। অন্ধকারের চাদরে আবৃত গোটা মক্কা নগরী। দূর আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারকারাজি। তারকার মিটিমিটি আলো রাতের অন্ধকারকে যেন আরও নিবিড় করে তুলছে। শহরের দু-একটা ঘর থেকে ভেসে আসা জনচাঞ্চল্যের মৃদু গুঞ্জরণ বাদ দিলে চারদিক কেমন গুমোট, নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতার আড়ালেই লুকিয়ে আছে প্রতিশোধের আগুন। বদলা নেওয়ার তীব্র জিঘাংসা। অচিরেই আসছে সেই প্রতিশোধ আর জিঘাংসা চরিতার্থের দিন। কুরাইশের রণকাফেলা রওনা হবে মুহাম্মদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্দেশ্যে। তাদের হৃদয়ে বদরের দগদগে ক্ষত। মক্কার সূর্যসন্তানদের আত্মা তাদের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ঘন কালো এই নিঝুম রাতে শহরের বাইরে একটা খোলা জায়গায় বসে আছে এক যুবক। তার পাশেই বসা এক তরুণী। যুবক দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্চুপ। চোখেমুখে উদাসীনতার ছাপ। তার অমন উদাস ভাব দেখে মেয়েটির বিরক্তি ধরে গেল। বিরক্ত গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো তোমার, ওয়াহশি! ওভাবে নিশ্চুপ বসে আছ কেন?'

'আমার ভেতর উত্তাল এক ঝড় বইছে, নাহিলা।'

'কেন, ঝড় বইবে কেন? এই যে আমরা একান্তে কিছু সময় কাটাতে পারছি, রাতের নিশ্চুপ নীরবতায় এই যে বসে আছি একজন আরেকজনের নিশ্বাসের সমান দূরত্বে—এটা কি তোমার কাছে উপভোগ্য লাগছে না? তুমি কি চাও না এভাবেই আমরা কাটিয়ে দিই সারাটা জীবন?'

যুবক তার কুচকুচে কালো চেহারা ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। এই গভীর অন্ধকারেও সে তার চোখের পলক দেখতে পাচ্ছে। 'আমরা দাস। জগতের সবচেয়ে ঘৃণিত জীব। আমাদের জীবন সীমাবদ্ধ। পরাধীন। আমাদের কাছে জীবনটা অপমানের আরেক নাম। লাঞ্ছনা আর দুঃখের নাম। সুখ নামক শব্দটি আমরা কেবল কানে শুনতে পাই, জীবনে কখনোই তাকে ছুঁয়ে দেখা সম্ভব হয় না। তোমার সঙ্গে এই যে অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো, কত দিন স্থায়ী হবে? জীবনভর কি এভাবে অন্তরঙ্গ থাকার সুযোগ হবে? হবে না।

BanglaBook.org

আমাদের মনিবরা অমনটা কিছুতেই হতে দেবে না। সামান্য সময়ের এই সুখ দিয়ে তবে কী হবে, যদি পুরোটা জীবনের জন্য একান্ত আমার করে তোমাকে না পাই!'

মেয়েটি যুবকের একটি হাত শক্ত করে ধরল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'দেখো ওয়াহশি! দিনমান আমি মনিবের ঘরে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটি, মনিবের সব প্রয়োজন পূরণ করি। দিন শেষে এই যতটুকু সময় তোমার পাশে বসি, মনে হয় এটুকুই আমার জীবন, এ জীবনের জন্যই আমি বেঁচে আছি। সামান্য এক দাসীর জন্য এ সুখটুকুই তো যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি আর কী চাই! আমার মতো এক হতভাগিনী দাসীর জীবনে এর চেয়ে বড় সুখ আর কী হতে পারে!'

মেয়েটির কথায় হো হো করে হেসে উঠল যুবক। 'এই জীবনেই তুমি সন্তুষ্ট, নাহিলা? স্বাধীনতা চাও না? অভিশপ্ত এ জীবন থেকে মুক্তির স্বপ্ন নেই তোমার?'

'স্বাধীনতা! মুক্ত জীবনের স্বপ্ন! সে তো পাহাড়ের চেয়েও ভারী। আমাদের দুর্বল কাঁধ এ ভার সইতে পারবে না। আমরা সারা জীবন এক লোকমা খাবারের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করব আর লাঞ্ছনা আমাদের পিষ্ট করে যাবে। মনিবরা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব চালাবে। দু-মুঠো খাবারের বিনিময়ে তারা আমাদের জীবন-যৌবন নিয়ে যাচ্ছেতাই করবে। এটাই আমাদের নিয়তি। নিয়তির উল্টো স্বপ্ন দেখে কী লাভ!'

মেয়েটির কথায় হতাশার চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াহশি। নীরবে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। বেশ খানিকক্ষণ পর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার মনিব যদি জানতে পারে, এই গভীর রাতে আমার মতো তুচ্ছ গোলামের সঙ্গে তুমি এভাবে অন্তরঙ্গ সময় কাটাও, তাহলে কী হবে ভেবে দেখেছ?'

'কী আর হবে? হয়তো আমার পিঠ চাবুকের আঘাতে ঝলসে যাবে। কিন্তু এ আঘাত সহ্য করতে আমার এতটুকু কষ্ট হবে না, ওয়াহশি! তোমার হাত ধরে এই নিশ্চুপ নির্জনতায় বসে থাকাতে যে আনন্দ, যে সুখ, এর বিনিময়ে অমন আঘাত কিছুই না। আমি হাসিমুখে সয়ে নিতে পারব সব।' মেয়েটি আঙুল দিয়ে ওয়াহশির উন্মুক্ত কাঁধ আলতো করে স্পর্শ করল।

ওয়াহশি বলল, 'সত্যি বলতে কী, এই শহর আর আমার জীবনের প্রতি আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। এখানকার কোনো কিছুই আর ভালো লাগে না। মানুষ-পশু, মনিব-দাস...এসবের মধ্যে আমি অপমান আর লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু দেখি না। সবকিছুর মধ্যে শুধু বিদ্বেষ আর জিঘাংসা।'

'কিন্তু ওয়াহশি, যারা তোমার প্রতি দয়া করে, তাদের প্রতি বিরূপ চিন্তা করা কি অন্যায় নয়?'

ওয়াহশি এবার মৃদু একটা হাসি দিল, সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। মেয়েটির হাত দুটো নিজের মুঠোর ভেতর নিল সে। 'না, নাহিলা! জীবনে ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছু নেই। এখানে কেবল শক্তি আর সম্পদের খেলা। আমাদের মতো ক্রীতদাসদের সম্পদ নেই বলে আমরা ন্যূনতম মানুষের মর্যাদাটুকুও পাই না। আমাদের অপরাধ আমরা দুর্বল। তাই আমাদের হৃৎস্পন্দন থাকা সত্ত্বেও আমরা মৃত। উট-গাধারও তো একটা গুরুত্ব আছে তার মালিকের কাছে, আমাদের সেটুকুও নেই। আমরা মানুষও হতে পারিনি, পশুও হতে পারিনি।'

ওয়াহশির কথা শুনে নাহিলা অবাক হচ্ছে। আজকের ওয়াহশিকে তার বড্ড অচেনা লাগছে। তার কথাগুলো খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যে ওয়াহশি সব সময় তাকে ভালোবাসার কথা শোনাত, যার কথা শুনে তার অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, আজ সে এ কী দ্রোহের কথা বলছে! যে কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না নাহিলা। কিন্তু এ কথাগুলোও নাহিলার ভালো লাগছে। কেমন দ্রোহিত প্রেমময় লাগছে। তার স্বপ্নগুলোকে সজীব করে তুলছে কথাগুলো। নতুন করে আরও অসংখ্য স্বপ্ন গজিয়ে উঠছে তার হৃদয়-কাননে।

কিন্তু এমন কেন হচ্ছে? সবকিছু কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। শুধু ওয়াহশি নয়, মক্কার আরও অনেক মানুষের ভেতর এমন পরিবর্তন ঘটছে, একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন, চিন্তার মধ্যে একটা বিদ্রোহী মনোভাব। মুহাম্মদ নিজেকে নবী দাবি করার পর থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করছে নাহিলা। গৎবাঁধা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ যেন ভিন্ন কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মনের ভেতর একটা প্রশ্নবোধ গজিয়ে ওঠে নাহিলার। কিন্তু প্রশ্নবোধটা নিয়ে মাথা ঘামাতে তো সে এখানে এই নিশুতি রাতে আসেনি। এসেছে ওয়াহশির সঙ্গে একান্তে কিছু সময় কাটাতে, ওয়াহশির ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে নিজের দাসত্ব জীবনের গ্লানি খানিকক্ষণের জন্য ভুলে যেতে। মাথা থেকে সব ভাবনা বিদায় করে ওয়াহশির দিকে আবার মনোযোগী হয় সে, 'বাদ দাও তো ওসব। ভালোবাসার কথা বলো।'

উপহাসের হাসি হাসল ওয়াহশি। 'ভালোবাসার কথা বলে কী লাভ? এই ভালোবাসার ভবিষ্যৎ কী?'

'অত কিছু আমি ভাবতে চাই না। আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি, ব্যস। এর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে আমাদের বন্ধনকে ম্লান করতে চাই না।'

BanglaBook.org

নিজের মুঠো থেকে নাহিলার হাত দুটো ছেড়ে দিল ওয়াহশি। 'আমাদের মধ্যে যা চলছে তা যদি আমাদের মনিব জেনে ফেলে, তাহলে সবকিছু এখানেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আমরা একে অপরের সঙ্গে নির্জনে এই সাক্ষাৎটাও আর করতে পারব না–এসব কি কখনো ভাবো না তুমি?'

'যা এখনো ঘটেনি, তা নিয়ে আমি ভাবতে চাই না।'

'পিঁপড়াও কিন্তু শীতের জন্য খাবার জমা করে রাখে, নাহিলা।'

'আমি শীতকে ভয় করি না। তা ছাড়া খাবার তো আমার মনিবের ঘরে অঢেল।'

'তোমার মনিব শীতের চেয়েও ভয়ংকর।' ওয়াহশির গলাটা বেশ উচ্চকিত শোনাল এবার। শেষের কথার সঙ্গে একটা আক্রোশ ঝরে পড়ল যেন।

নাহিলা চুপ হয়ে গেল। চারপাশ নীরব, নিস্তব্ধ। খানিক পর ফিসফিস করে কথা বলল সে, 'মাঝে মাঝে আমি ভাবি কী জানো, আল্লাহ যদি এমন কোনো রাসুল পাঠাতেন, যিনি আমাদের মনিবদের থেকে কিনে নিয়ে মক্ত করে দেবেন। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কেন এমনটা করলেন না? তাঁরা বিলালকেই কেবল মুক্ত করলেন। মক্কায় কি এক বিলালই ক্রীতদাস ছিল? অবশ্য বিলালের ওপর অত্যাচারের মাত্রাটা বেশি ছিল। খুব অত্যাচার সহ্য করেছে বেচারা। কিন্তু এখন তো সে স্বাধীন। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মতো তার আর এত শঙ্কা নেই।'

নাহিলার কথা শুনে ওয়াহশি ক্রোধে ফেটে পড়ল। দাঁড়িয়ে গেল সে। চিৎকার করে বলল, 'তুমি কি এসব কথা বন্ধ করবে, নাহিলা?'

'কেন? হঠাৎ কী হলো তোমার? আমি খারাপ কিছু বললাম?'

'এসব কথা আমার ভালো লাগে না। কোথায় আমি বলছি ভবিষ্যতের কথা, দাসত্ব থেকে মুক্তির কথা, আর তুমি টেনে আনছ এখানে মুহাম্মদকে।'

রাগ ও অভিমান মেশানো কণ্ঠে নাহিলা প্রতিবাদ করল, 'আচ্ছা যাও। আমারই ভুল হয়েছে। অপরাধ হয়েছে। করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাদের মনিবের চাচা বদরে নিহত হওয়ার পর থেকে আমরা মুহাম্মদের কথা এখন আর প্রকাশ্যে বলতে পারি না। কিন্তু এ কথা তো সত্য, বিলাল বদরে কুরাইশ নেতাদের হত্যা করেছে। এটা কি অবাক করার মতো কথা নয়?'

নাহিলার কথার কোনো জবাব দিল না ওয়াহশি। মনিব জুবাইর ইবনে মুতইমের প্রস্তাবটা তার মনে পড়ছে। এখন এসব ভাবার সময় নয়। তারপরও মনিবের লোভনীয় প্রস্তাবটা সে মাথা থেকে সরাতে পারছে না। এই কদিন আগেকার কথা। তার মনিব জুবাইর ইবনে মুতইম তাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'ওয়াহশি! তোমার বর্শা চালানোর দক্ষতা সম্পর্কে আমি ভালো করেই জানি।

BanglaBook.org

তোমার নিশানা অব্যর্থ। মক্কায় তোমার এই খ্যাতি বহুদিন যাবৎ। আমি নিজেও তোমার দক্ষতার কথা স্বীকার করি। আমার বিশ্বাস, তুমিই এ কাজটি করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। তুমি যদি বর্শা হাতে সেই সাহসের পরিচয় দিতে পারো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি মুক্ত। তখন তুমি নির্বিঘ্নে ইথিওপিয়ায় (হাবশা) ফিরে যেতে পারবে। কিংবা মক্কায় স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারবে। এটা তোমার সঙ্গে আমার পবিত্র চুক্তি। ওয়াহশি, প্রতিটি জিনিসেরই একটা বিনিময় আছে। যার বিনিময় যত দামি হয়, সেটা ততই মূল্যবান হয়ে ওঠে। এটাই জীবনের ধর্ম। তুমি জানো, মুহাম্মদের লোকেরা আমার চাচা তুয়াইমা ইবনে আদিকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছে। তাকে হত্যা করেছে স্বয়ং মুহাম্মদের চাচা হামজা। আল্লাহর কসম, ওয়াহশি! তুমি যদি হামজাকে হত্যা করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে আমার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেব। তারপর তোমার ভবিষ্যৎ তুমিই নির্মাণ করবে। কিছুদিন পর আমরা মুহাম্মদের লোকদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য যাব। তোমাকেও সঙ্গে নেব। দেখব, তুমি কী করতে পারো। জীবনে এমন সুযোগ দ্বিতীয়বার আসে না, ওয়াহশি! এবার তুমি ভেবে দেখো, কী করবে!'

ওয়াহশির মনে পড়তে লাগল অতীতের কথা। যেদিন তাকে বিক্রির জন্য বাজারে ওঠানো হয়েছিল, চোখের তারায় আজও জ্বলজ্বল করছে সেই দিনটি। বাজারে অসহায়ের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রেতারা এসে দরদাম করে চলে যাচ্ছে। কেউ কিনতে চায় না। অবশেষে একজন এসে নামমাত্র মূল্যে তাকে কিনে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তার অভিশপ্ত এ দাসত্ব জীবনের সূচনা। কত কষ্ট, নির্যাতন আর বঞ্চনা! এত কিছুর মধ্যেও তার এখন বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। ভালো লাগে এই মেয়েটির জন্য। নিশুতি রাতের নীরব অন্ধকারে যে তার হাত ধরে বসে থাকে নিশ্চিন্তে। নাহিলা। এই মেয়েটির জন্য এখন তার হাজার বছর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। মেয়েটি জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে তাকে। এখান থেকেই সে পেয়েছে মুক্তির প্রেরণা–যে করেই হোক তাকে স্বাধীন হতে হবে। তারপর কাকতালীয়ভাবে পেয়ে গেল মনিবের এই প্রস্তাব।

জুবাইর প্রস্তাব দেওয়ার পর ওয়াহশির ভেতরে নানা রকম চিন্তার উদয় হয়। সে সাতপাঁচ মেলানোর চেষ্টা করে। আর দু-চারজন ক্রীতদাসের মতো সে নয়। সে সব সময় মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার ভেতরটা কেমন অস্থির মনে হয়। হ্যাঁ, মুহাম্মদ যখন প্রথম নিজেকে নবী দাবি করেছিলেন, তখনো সে এমন অস্থির ছিল। একবার ভেবেছিল তাঁর প্রতি ইমান এনে ফেলবে। কিন্তু মনিব জুবাইরকে সে ভালো করেই চেনে। সে তাকে জ্যান্ত

BanglaBook.org

রাখবে না। মুক্তি ও জীবন-দুটোকেই হারাতে হবে তখন। এসব ভেবে সে দমে গিয়েছিল। এখন তার মনিব নিজ থেকেই তার কাছে মুক্তিপণ চাইছে। ভেবে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। কিন্তু আনন্দটাকে গোপন করে কৃতজ্ঞতামাখা কণ্ঠে জুবাইরকে বলল, 'মনিব! আপনার চাচা. রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করা আমাদের সবার দায়িত্ব ছিল। যদি আপনি আমাকে মুক্ত করে দেওয়ার ওয়াদা না-ও করতেন, তবু আমি এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতাম। এ লজ্জা সেই বদরের দিন থেকে আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি হামজাকে আমার এই বর্শা দিয়ে এমন আঘাত করব, মৃত্যু তাঁকে পাকড়াও করতে বাধ্য হবে।'

জুবাইরের সঙ্গে তার চুক্তি হয়ে গেল। মুক্তির জন্য ওয়াহশি যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। প্রয়োজনে সে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করত, তবু মুক্তির স্বাদ তাকে পেতেই হবে। কারণ, গোলামির জিঞ্জির তার ভেতরকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। তার স্বপ্নগুলো চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে আছে। গোটা দুনিয়া জাহান্নামে যাক, জুবাইর আর তার চাচাসহ দুনিয়ার সবাই অভিশপ্ত হোক, তবু হারানো সেই মুক্ত জীবন তাকে ফিরে পেতেই হবে।

সে বুঝে উঠতে পারে না, কেন সে দাস হলো। তার মা তো তাকে স্বাধীন একটা মানুষ হিসেবেই জন্ম দিয়েছিলেন। ন্যায় বা অন্যায়ের কোনো সীমারেখা তার মাথায় আসে না। সত্য-মিথ্যা বা কল্যাণ-অকল্যাণের স্বাভাবিক বোধ তার লোপ পেয়ে যায়। তার কাছে মনে হয়-অন্যায়, অকল্যাণ, মিথ্যা, অবিচার সবগুলো শব্দ যেখানে একত্র হয়েছে, তার নাম দাসত্ব। সে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। এর জন্য আগুনকে সে আগুন মনে করে না। বরফকে বরফ মনে করে না। সবই তার কাছে সমান। আল্লাহ-শয়তান, জান্নাত-জাহান্নাম, ঈমান-কুফর কোনো কিছুই মুক্তির মোকাবিলায় তার কাছে ন্যূনতম গুরুত্বও বহন করে না। তার মনে হয়, সে একটি কারাগারের কয়েদি। তার চারদিকে শুধু অন্ধকার। অন্যায়, অসত্য, অবিচার। হঠাৎ এক কারারক্ষী এসে কারাগারের ফটক খুলে দিয়েছে। এখন যেকোনো মূল্যে তাকে এখান থেকে বের হতে হবে। মুক্ত পৃথিবীতে নিশ্বাস নিতে হবে। এর জন্য যেকোনো চড়া মূল্য দিতে সে প্রস্তুত।

পাশে বসে থাকা নাহিলার আওয়াজে ওয়াহশি তার কল্পনার জগৎ থেকে ফিরে আসে। মেয়েটা কপট রাগ দেখিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়, 'কী হলো? ঘুমিয়ে গেলে নাকি?'

'না, ঘুমাইনি। অচিরেই আমি স্বাধীন হয়ে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'আজ কী সব আবোল-তাবোল বকছ তুমি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিছুদিন পর আমি কুরাইশদের সঙ্গে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছি।'

'সত্যিই আমি তোমার কথার আগা-মাথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'রণাঙ্গন থেকে আমি অন্য এক মানুষ হয়ে ফিরে আসব।'

'ওয়াহশি...!'

'আমি একজন মুক্ত মানুষ হয়ে ফিরব, দেখো। তখন যা ইচ্ছা খাব, যা ইচ্ছা করব, যখন খুশি ঘুমাব, যখন খুশি ঘুম থেকে উঠব।'

'তুমি দেখি জ্বরাক্রান্ত মানুষের মতো আবোল-তাবোল শুরু করেছ, ওয়াহশি!'

'আমাদের সন্তানেরা স্বাধীন হয়ে জন্মাবে। মনিবদের চিৎকারে তারা ভীত হয়ে ছুটবে না। গোলামির চাবুক তাদের পিঠকে রক্তাক্ত করবে না। অপদস্থতা আর লাঞ্ছনা তাদের অনবরত পিষ্ট করবে না।'

ওয়াহশির দিকে বিস্ময় ভরে তাকাল নাহিলা, 'এ কীভাবে সম্ভব!'

ওয়াহশি নাহিলার চোখে চোখ রাখল। তার চোখজোড়া অশ্রুতে ভিজে আছে। চেহারায় জ্বলজ্বল করছে অজস্র স্বপ্ন। সে তার হাতের বর্শার দিকে ইশারা করে বলল, 'এই বর্শা দিয়ে সম্ভব।' তারপর একা একা বিড়বিড় করে বলে গেল, 'মুক্তি ছিনিয়ে আনতে হয়। এ জিনিস কখনো বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না। এর জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। সেই রক্ত কার, দেখার উপায় নেই; হোক কোনো ভালো মানুষের রক্ত, কিংবা কোনো দুষ্ট লোকের।'

'তুমি দেখছি সত্যিই পাগল হয়ে গেছ, ওয়াহশি! কী সব আবোল-তাবোল বকছ। মনে হচ্ছে, নিজের ভেতর গোপন কোনো পরিকল্পনা এঁটেছ তুমি। অথচ আমি এর কিছুই জানি না।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

দুই চোখে স্বপ্ন জ্বলজ্বল করছে তার। যার সঙ্গেই মুখোমুখি হচ্ছে, সবাই তাকে দেখে মুচকি হাসছে। চারদিকে তার প্রশংসা। প্রশংসার বাক্যগুলো সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের মতো ঝংকার তুলছে তার কানে। সবাই বলছে, ওয়াহশি আসছে। ওয়াহশি যাচ্ছে। ওয়াহশি খাচ্ছে। ওয়াহশি ঘুমাচ্ছে। সবখানেই ওয়াহশি। তার নিজের নাম। তার মনিব জুবাইরের গর্বের শেষ নেই। মনিবের স্ত্রীর কোমল ঠোঁটেও তার নাম। বাচ্চারা তার বাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময় ভরে তাকে দেখে। অপদস্থ, লাঞ্ছিত গোলাম আজ সম্মান আর মর্যাদার পাত্র হয়ে উঠেছে। 'হে মনিব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের ঘৃণা করি। তোমাদের মর্যাদার মুখে থুতু ছিটাই। তোমাদের সম্মান নিয়ে আমি উপহাস করি। আমার প্রেমিকা আমার দিকে মুগ্ধতার দৃষ্টিতে তাকায়। আমার প্রতি তার আস্থা বহুগুণ বেড়ে যায়। সে বলে, "ওয়াহশি! তুমি তো আজ মনিবের মতোই সম্মানের পাত্র। মনিবের মতোই মর্যাদাবান। কীভাবে তুমি এত কিছু অর্জন করলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি অধীর আগ্রহে সেই সময়ের অপেক্ষা করছি, যখন বদলে যাবে আমার সবকিছু. যখন বদলে যাবে আমার জীবন।"

'প্রিয় মনিব! আমি আপনার প্রতি অনন্তকাল কৃতজ্ঞ থাকব। আমার সামরিক দক্ষতা, শারীরিক সক্ষমতা সবকিছুই আপনার অনুগত থাকবে। আপনি আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। এখন আমি প্রমাণ করতে চাই যে কিছু কিছু কাজ আমি একজন স্বাধীন ক্ষমতাবান মানুষের চেয়েও ভালোভাবে করতে পারি। অনেক কাজই আমাকে ছাড়া পূর্ণতা পায় না। আমি একজন তুচ্ছ ক্রীতদাস ছিলাম। আপনি আমার সঙ্গে একটি পবিত্র চুক্তি করেছেন। আমি আপনার হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আপনার ও আপনার গোত্রের সম্মান রক্ষা করব। আমি কার থেকে প্রতিশোধ নেব? হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আরবের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। আল্লাহর রাসুলের চাচা। বদরের রণাঙ্গনে তিনি কুরাইশ নেতাদের কচুকাটা করেছেন। তাঁকে হত্যার জন্য আমি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছি। নিখাদ পরিকল্পনা করেছি। কোথাও সামান্য

BanglaBook.org

দুর্বলতা রাখিনি। এখানেই আমার নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। নতুবা গোলামির জিঞ্জির থেকে আমার মুক্তি মিলবে না।

'নিজেকে আমার এখন আরবের বিখ্যাত বীর আন্নারা ইবনে শাদ্দাদের মতো মনে হচ্ছে। হে আন্নারা! বনু আবাসা তোমাকে অপমান করেছিল। তোমাকে লাঞ্ছনায় পিষ্ট করেছিল। তোমার সম্মান তারা নষ্ট করেছিল। আবলার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে তারা অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল। কারণ, তুমি ছিলে ক্রীতদাস। দেখতে কালো আর কুৎসিত। আর আবলা ছিল সরদারের কন্যা। উচ্চ বংশের মেয়ে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল যে তোমার ভালোবাসা তোমার চেহারার মতো কুৎসিত নয়। তোমার রক্তের রং তাদের থেকে ভিন্ন নয়। তারা বোঝেনি যে তুমি কখনো কখনো হাজারো সরদার থেকেও মূল্যবান হয়ে ওঠো। তারা তোমার জীবন আর ভালোবাসার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেনি। কিন্তু যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড হলো, শত্রুরা আবাসা গোত্রের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করতে শুরু করল, নারীদের বন্দী করতে লাগল, তখন শাকি তোমাকে ডেকে বলল, "আন্নারা! প্রতিরোধ করো।" তুমি বললে, "ক্রীতদাস আর কী প্রতিরোধ করবে?" শাকি চিৎকার করে বলল, "প্রতিরোধ করো। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।" তার জাদুময়ী এই এক বাক্য তোমাকে এতটাই বদলে দিল, যা হাজার বাক্যের পক্ষেও সম্ভব নয়। স্বাধীনতা তোমার মধ্যে এমন এক ঐশ্বরিক শক্তি তৈরি করেছিল যে কেউ তোমাকে রুখতে পারেনি। হে আন্নারা! হে বীরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে জানি। হে মহান মুক্তিপাগল! আমি তোমাকে জানি। কারণ, আমিও তোমার মতো অপমান আর লাঞ্ছনার আগুনে পুড়েছি, চাবুকের আঘাত আর শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেছি। তবু আমি গোলামির জিঞ্জিরকে মেনে নিতে পারিনি। অপদস্থতার জীবনকে সহ্য করতে পারিনি।

'আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসেছে আমার কাছে। হ্যাঁ, অপদস্থ ক্রীতদাস কুৎসিত এই ওয়াহশির কাছে। হে মক্কার ছোট-বড় টিলা! হে পবিত্র গৃহ! শুনে রাখো, হিন্দা বিনতে উতবা নিজে এসেছে আমার কাছে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুভেজা চোখে সে আমার কাছে এসেছে। "মুসলমানরা আমার পুত্র হানজালাকে হত্যা করেছে। আমার ভাই ও পিতাকে হত্যা করেছে। সেদিন থেকে আমি চুলে তেল ব্যবহার করি না। শরীরে পানি লাগাই না। আমার গোত্রের সরদারদের রক্তের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি খুর ব্যবহার না করার ঘোষণা দিয়েছি। ওয়াহশি! তুমি যদি হামজাকে হত্যা করতে পারো, তবে তুমি আমার কাছে সোনা-রুপা, উট-বকরি যা চাইবে তা-ই পাবে। আমি তোমাকে এর উপযুক্ত বদলা দেব।"

BanglaBook.org

'হিন্দা এসেছে আমার কাছে আরজি নিয়ে। তার দুই চোখে অশ্রু। অহংকার সেই অশ্রুকে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। হিন্দার বংশমর্যাদা, তার উচ্চাসন তার সম্মানকে রক্ষা করতে পারেনি। তার রক্তের মান রাখতে পারেনি। সে সাহায্য চাইতে এই লাঞ্ছিত ক্রীতদাসের দারস্থ হয়েছে। তার দুই চোখে অশ্রু। কণ্ঠে প্রতিশোধ আর বংশমর্যাদা রক্ষার অনুরোধ। আমি চাচ্ছি এই সময় আরও দীর্ঘ হোক। হিন্দা আরও কাকুতি-মিনতি করুক। হে সরদারকন্যা! হে উচ্চ বংশের দুলালি! তুমি তোমার ওই চোখ দুটি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকো। তোমার আশার শেষ নির্যাসটুকু আমার কদমে পেশ করো। হে অগ্নিপূজকের অগ্নি! যার রক্ত আমার শিরায় প্রবাহিত, তুমি আরও জ্বলতে থাকো। হে জুবাইর ইবনে মুতইম! আসুন। আমাকে মুক্তির মূল্য আবারও বুঝিয়ে বলুন। এ যে আমার জীবনের সবচেয়ে মধুর মুহূর্ত। আমার মনে হচ্ছে, আমি জীবন-মৃত্যুর মালিক হয়ে গেছি; অন্তত হামজার জীবন-মৃত্যুর মালিক।

'হে মক্কার ষড়যন্ত্রকারী লোকেরা! প্রতিমার পায়ে কপাল ঠেকানো ছাড়া কি তোমাদের কোনো কাজ নেই? তোমাদের নেতা উতবা, শায়বা আর আবু জাহেল অভিশপ্ত হোক। সত্যিই আমি অবাক হচ্ছি সেই হামজার কথা ভেবে, যিনি তোমাদের বীর যোদ্ধাদের কচুকাটা করেছেন। তোমাদের দম্ভের পাহাড় বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। সত্যিই হামজা মহান। কিন্তু সেই মহান ব্যক্তিকেই আমি হত্যা করতে চাই। আমি হামজাকে হত্যা করে তোমাদের দৃষ্টিতে মহান হতে চাই। কিন্তু এটাই কি মহান হওয়ার উপযুক্ত পন্থা? মানুষ কি আমার দাসত্ব আর লাঞ্ছনার অতীতকে ভুলে যাবে? নাকি বলবে, এই ক্রীতদাস রাসুলের চাচা হামজাকে হত্যা করেছিল, তাই তার মনিব জুবাইর তাকে মুক্ত করে দিয়েছে? আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিয়েছে। হায়, সেই অতীতকে যদি মুছে ফেলা যেত! মক্কার মানুষগুলো বংশপরিক্রমা মুখস্থ করার ব্যাপারে পারঙ্গম। কারও পক্ষে তাদেরকে এসব ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। হোক সে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী কোনো বাদশাহ। তাই অতীত নিয়ে আমি ভাবতে চাই না। অতীতে যা থাকার তা ছিল। আমি বর্তমানের মানুষ। আমি আমার হাত আর বর্শা দিয়ে আমার ভবিষ্যতের সম্মান তৈরি করতে চাই।'

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেলা প্রস্তুত। খানিক পরেই তারা রওনা হবে মদিনা অভিমুখে। বদরের লাঞ্ছনা আর অপমানের বদলা সুদে-আসলে উশুল করতে হবে। শহরের বাইরে নির্জন একটা জায়গায় ওয়াহশি এল নাহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

BanglaBook.org

'আমি বাহিনীর সঙ্গে যাচ্ছি।'

'যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে আমি তোমার ব্যাপারে কোনো শঙ্কা করি না।'

'তা ঠিক। কপালপোড়ারা সহজে মরে না। জীবনের তিক্ততা আস্বাদনের জন্য নিয়তি তাদের বাঁচিয়ে রাখে।'

'এসব বিষয়কে তুমি কিন্তু মূলনীতি হিসেবে ধরতে পারো না।'

'তা ধরছি না। তবে আমার ক্ষেত্রে এমনটিই হয়। অন্যদের বেলায় কেমন হয় কে জানে!'

'কেন?'

'কারণ, মানুষ স্বভাবজাত মিথ্যাবাদী। আর সবচেয়ে বেশি মিথ্যা বলে তারা, যারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে দাবি করে।'

পেছন ফিরে একবার সতর্কদৃষ্টিতে তাকাল নাহিলা। এদিকটায় কেউ আসছে কি না দেখে নিল। তারপর ওয়াহশির কথার রেশ ধরে বলল, 'তুমি দেখি বিজ্ঞদের কথার কোনো মূল্যায়ন করো না।'

'হ্যাঁ, করি না তো। এগুলো আমার কাছে মর্মহীন মনে হয়।'

বেদনার্ত চোখে ডানে-বামে চকিতে একবার তাকাল ওয়াহশি। তারপর নাহিলার আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, 'জানো, এক ফোঁটা অশ্রু হাজার কবিতার পঙ্‌ক্তির চেয়েও অর্থবহ। আমার মতো এক তুচ্ছ ক্রীতদাসের মনের ভাব প্রকাশের জন্য আমি এখন কী শব্দ ব্যবহার করব? মনের ভাব আর এর প্রকাশ-মাধ্যমের মধ্যে কত ব্যবধান, দেখো!'

'আমিও তোমাকে আমার মনের ভাব বোঝানোর উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, ওয়াহশি। আচ্ছা, তুমি কি আর ফিরে আসবে না?'

'কেন নয়? অবশ্যই। ফিরে আমাকে আসতেই হবে।'

'তাহলে সতর্ক থেকে যুদ্ধ কোরো।'

ওয়াহশি হো হো করে হেসে উঠল। কোনোমতে হাসিটা থামিয়ে বলল, 'আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না।'

নাহিলা অবাক হলো। 'তাহলে!'

'মুহাম্মদ আর কুরাইশের যুদ্ধে আমি জড়াব না। সেখানে তরবারিও ওঠাব না। আমি নিজেকে লড়াই থেকে আড়ালে রাখব। তাদের লড়াইয়ের কোনো গুরুত্ব নেই আমার কাছে। তা নিয়ে আমি বেশি কিছু ভাবছিও না। আমি ভাবছি আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে, আমার গোলামির জিঞ্জির নিয়ে। আমি তো যাচ্ছি কেবল মুক্তির জন্য, মনিবের মুক্তিপণ আদায়ের জন্য। মুক্তিপণ আদায় করে আমি ফিরে আসব একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে।'

BanglaBook.org

'সত্যিই তুমি স্বাধীন হয়ে ফিরবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। স্বাধীনতার বিনিময় আমার হাতেই আছে।'

'এর মানে কী, ওয়াহশি?'

ওয়াহশি তার হাতে থাকা বর্শার ফলাটি স্পর্শ করল। চোখে-মুখে তার অপার্থিব এক আনন্দ বিরাজমান। 'আমি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থেকে তাঁকে নিখুঁত অনুসরণ করব। তারপর আমার তিরের আওতায় তিনি চলে এলেই ধনুক থেকে শোঁ করে একটা তির বেরিয়ে যাবে। আমার নিশানা অব্যর্থ। খেল এখানেই খতম। তিরের আঘাতে তড়পাতে তড়পাতে তিনি ঢলে পড়বেন মৃত্যুর কোলে। তারপর রক্তপাত আর তরবারির ঝনঝনানি থেকে আলগোছে আমি সরে আসব নিরাপদ দূরত্বে। যদি মুহাম্মদ বিজয়ী হন, তাহলে সবার আগে পালিয়ে মক্কায় চলে আসব। আর কুরাইশরা বিজয়ী হলে আমার স্বাধীনতা, সম্পদ, সম্মান–সবকিছু নিয়ে বীর বেশে ফিরব তাদের সঙ্গে। আমার কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁকে হত্যা করা। এটা নিয়েই আমি ভাবছি।'

'লোকটা কে? যাকে তুমি হত্যা করতে চাচ্ছ?'

'হামজা, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। মুহাম্মদের চাচা।'

'তুমি হামজাকে হত্যা করবে!'

'হ্যাঁ, এটাই আমার মুক্তিপণ। আমার মনিব জুবাইর আমাকে মুক্ত করার বিনিময়ে এটাই চেয়েছেন। হিন্দা ও তার স্বামী আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে সাক্ষী।'

কথা শেষ করে ওয়াহশি ফেরার জন্য পা বাড়াল। তার চলার ভঙ্গিতে বীরত্বের ছাপ। দুই কাঁধ হেলেদুলে হাঁটছে সে। মাঝে মাঝে মাথাটা আকাশের দিকে তুলছে। অন্য রকম এক ভাবাবেগ। এসব কিছুর আড়ালেও তার ভেতর সূক্ষ্ম একটা শঙ্কা দানা বাঁধতে চাইছে বারবার–ভাগ্যের অন্বেষায় বেরিয়ে নিজের জীবনের জন্য সে কোনো দুর্ভাগ্য বয়ে আনছে না তো!

তার চলে যাওয়া পথের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে নাহিলা। অবিরাম কান্নায় কোমল গালে তার অশ্রু শুকিয়ে দাগ পড়ে গেছে। অভিমান আর কষ্টে ভেতরটা তার দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। দুঃখে নিজের জিহ্বা কামড়ে ধরছে আর বিড়বিড় করে বলছে, 'হায়, ওয়াহশি এই কদিনে কেমন পাল্টে গেল। তার কথাবার্তাগুলো এখন আমার কাছে কেমন অর্থহীন মনে হয়। কেমন যেন অস্থির সে। পেরেশান। যেন ঘুমিয়েও শান্তি পায় না, জেগে থেকেও না, পানাহার তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। আমার পাশে বসলে এখন আর তার

BanglaBook.org

মন ভরে ওঠে না। সে যেন অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে। তার আর আমার মধ্যে যেন দুর্লঙ্ঘ এক প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। সে নিজেকে নিজের তৈরি এক জগতে আচ্ছন্ন করে রাখছে; যেন কোনো কারাগারে বন্দী।'

ধীরে ধীরে ওয়াহশি নাহিলার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। এখন শুধু তার চেহারাটা নাহিলার চোখে ভাসছে। জিঘাংসা আর মুক্তির স্বপ্নে চকচক করা চোখ দুটি ভাসছে। তার এলোমেলো কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এসব কিছুর পরও মুহাম্মদের কথা নাহিলার মনে পড়ছে। মুহাম্মদের ব্যাপারে নেতিবাচক অনেক কিছুই সে ওয়াহশির কাছে শুনেছে। কিন্তু তারপরও মুহাম্মদের প্রতি তার শ্রদ্ধা আর আগ্রহে এতটুকু চিড় ধরেনি।

হয়তো অচিরেই সে ওয়াহশির কথা ভুলে যাবে, তারপর মুমিন নারীদের দলভুক্ত হয়ে জীবনের নতুন স্বাদ উপভোগ করবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

মক্কা থেকে উহুদ–মাঝখানে দীর্ঘ পথ। কাফেলা অবিরাম ছুটে চলছে সেই পথ মাড়িয়ে। দিনের পর রাত আসছে। রাতের পর দিন। কাফেলার প্রধান আবু সুফিয়ান সামনে থেকে পথ বাতলে যাচ্ছে। তার বাহনের ওপর সেনাপতির ঝান্ডা মরু হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

কুরাইশ নেতারা আছে সামনের কাতারে। কাফেলা যাত্রাবিরতি করলেই বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে। উট জবাই করা হচ্ছে। মদের আড্ডা জমছে। এসব কিছুর আড়ালেও সবার ভেতর কেমন একটা শঙ্কা, অজানা এক ভয় সারাক্ষণ জাগরূক থাকে। ওয়াহশি কাফেলার মধ্যে হাঁটাচলা করে। তাদের কথাবার্তা কান ভরে শোনে। এদিক-সেদিক নজর রাখে। তার চোখে শুধু ভেসে ওঠে হামজার ছবি। সে অপেক্ষায় আছে, কখন যুদ্ধ শুরু হবে। কখন সে জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যময় দিনটির দেখা পাবে। কখন সে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করবে।

এক যাত্রাবিরতিতে কুরাইশ নেতারা বসে গল্প করছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার আওয়াজ তখন ভেসে এল ওয়াহশির কানে। সে মনোযোগী হলো হিন্দার কথায়। হিন্দা তখন বলছে, 'হে কুরাইশ নেতারা! এই অপেক্ষা খুবই সামান্য। এর পরেই মুহাম্মদের খেল খতম হয়ে যাবে। নিহত কুরাইশ নেতাদের আত্মাগুলো শান্তি পাবে। প্রতিশোধের আগুন নিভে যাবে।'

হিন্দার কথায় আবু সুফিয়ান মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকৃতি জানাল। বলল, 'প্রতিশোধের আগুন কখনো নেভার নয়, হিন্দা! তুমি কি মনে করো, মুহাম্মদ আর হামজাকে শেষ করে দিলেই সব ব্যথা মুছে যাবে? প্রিয়জনের শোক দূর হয়ে যাবে? এ অসম্ভব, হিন্দা! হয়তো আমরা আমাদের সম্মান আর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারব, হয়তো সবকিছুর প্রতিশোধ নিতে পারব, কিন্তু তোমার পুত্র হানজালার শোক, তোমার পিতা আর ভাই হারানোর শোক, প্রিয়জনের বিচ্ছেদের শোক কি তোমাকে আমৃত্যু কুরে কুরে খাবে না?'

হিন্দা বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনি সবকিছুকেই ভিন্ন করে দেখেন। আল্লাহর কসম! যদি হামজাকে নিপাত করা যায় আর মুহাম্মদকে হত্যা করা যায়, তাহলে আমার ভেতরে বিন্দু পরিমাণ কষ্টও আর থাকবে না। মৃত্যু তো

BanglaBook.org

সবার জন্যই নির্ধারিত। যে তরবারির আঘাতে মরেনি, সেও তো অন্য যেকোনোভাবে একদিন মারা যাবে। প্রতিশোধ নিতে পারলে আমি ভাবব, আমার প্রিয়জনেরা এমনিতেই মরে গেছে।'

ইকরামা ইবনে আবু জাহেল এতক্ষণ চুপচাপ দুজনের কথা শুনছিল। এবার সে শরিক হলো তাদের আলাপে, 'আমি প্রতিশোধ ছাড়া এখন আর অন্য কিছু ভাবছি না। বদরে আমার পিতার সঙ্গে যা ঘটছে, মনে পড়লেই প্রতিশোধের আগুনে পুরোটা সত্ত্বা আমার জ্বলে ওঠে। আমি অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। এটা কি কল্পনা করা যায়, একটা রাখাল শ্রেণির লোক মক্কার এক সরদারের বুকে তার নোংরা পা মাড়াচ্ছে! এ অপমান কি সহ্য করার মতো?'

প্রত্যেকেই যে যার মতো করে প্রতিশোধের কথা ভাবছে, পরস্পর ব্যক্ত করছে তাদের জিঘাংসা। ওয়াহশি থেমে থেমে সে কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মক্কার তামাম সরদারের প্রতি একটা অবজ্ঞা তার ভেতর সারাক্ষণ বিরাজমান। সে মনে মনে বলছে, 'হে কুরাইশের নির্বোধ নেতারা! তোমরা সবাই ধোঁকা আর নির্বুদ্ধিতার জালে জড়িয়ে আছ। যদি মেধা আর কর্ম দিয়ে মানুষকে বিবেচনা করা হতো, তাহলে আমিই তোমাদের সবচেয়ে যোগ্য নেতা হতাম। আবু জাহেল, উতবা, শাইবা–সবাই তো নিপাত হয়ে গেছে। তোমরা এবার নিজেদের কথা ভাবো।'

একান্তে কিছু সময় কাটানোর জন্য ওয়াহশি কাফেলার লোকজন থেকে একটু দূরে গিয়ে বসল। তার মনে পড়ল, মক্কার সরদারের ঘরে দাসীর জীবন কাটানো প্রিয়তমার কথা। মনের বাতায়নে ভেসে উঠল নাহিলার প্রেমময় ছবি। 'প্রিয়তমা, আমি অচিরেই তোমার কাছে ফিরে আসব। আমার গলায় তখন আর দাসত্বের শিকল থাকবে না। আমি একজন মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হয়ে ফিরব। এ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে আমাকে কারও অনুগ্রহ, অনুকম্পা কিংবা সাহায্যের ধার ধারতে হবে না। সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্ব ও বাহাদুরিতে আমি এ স্বাধীনতা অর্জন করব। যে গোলাম কারও সাহায্য আর অনুকম্পা ছাড়া কেবল নিজের সামর্থ্য দিয়ে মুক্তিপণ পরিশোধ করতে পারে, সে তো মনিবের মতোই সম্মানিত। তার স্বাধীনতা তো পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ও সম্মানজনক আজাদি। মুক্ত হয়ে ফিরে এসে আমি মক্কার সব মানুষকে তাচ্ছিল্য করব। যে মনিবরা আমাকে অপমান করেছে, আমার মনুষ্যত্বকে ছোট করেছে, আমার পিঠে চাবুক মেরেছে, তাদের দেখিয়ে দেব, আমিও তাদের মতো মানুষ, তাদের মতোই সম্মানিত বরং কোনো কোনো দিক দিয়ে তাদের চেয়ে

BanglaBook.org

অগ্রগামী। কারণ, আমি আমার অর্জিত সম্মান নিজ বীরত্ব ও বাহাদুরির বলে অর্জন করেছি, তাদের মতো মুফতে পাইনি। যেসব ক্রীতদাস যুগের পর যুগ ধরে নির্যাতন সয়ে যাচ্ছে, অত্যাচারীদের হাত থেকে নিজেদের মুক্তি ছিনিয়ে নিচ্ছে না, তাদেরও আমি তাচ্ছিল্য করব। কারণ...'

পেছন থেকে কারও ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়ল তার। তাকিয়ে দেখে হিন্দা। 'একা একা ওভাবে বসে কী ভাবছ, ওয়াহশি? ভুলে যেয়ো না কিন্তু! স্বাধীনতা, সম্পদ, সম্মান, প্রসিদ্ধি–জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমাকে তো চেনো! এই হিন্দা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না। কাজটা তুমি কোরো। যা যা বলেছি, সব পাবে। বরং আরও বেশি পাবে।'

ওয়াহশি কাতর কিন্তু পিপাসার্ত চোখে তাকাল হিন্দার দিকে। 'সেই পিপাসায়ই তো আমি ছটফট করছি, হিন্দা!'

'বাহ্! বেশ তো! তুমি পারবে ওয়াহশি, তোমার দ্বারা সম্ভব।'

'আমার প্রচণ্ড তৃষ্ণা, হিন্দা, প্রচণ্ড। আরবের সবগুলো কূপের সমস্ত পানিও এ তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না। এ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য রক্ত লাগবে। হামজার রক্ত। আমাকে কি এখন একটু মদ জোগাড় করে দিতে পারবেন? মদ খেয়ে আপাতত রক্তের তৃষ্ণাটা দমিয়ে রাখি।'

'তোমার উত্তেজনা ও স্পৃহা দেখে ভালো লাগছে। তুমি পারবে, ওয়াহশি।' হিন্দা মুচকি হেসে বলল। তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে গেল তাঁবুর ভেতর। খানিক পর এক দাসীকে নিয়ে ফিরে এল। দাসীর হাতে মদভর্তি পেয়ালা। হিন্দা দাসীর হাত থেকে মদের পেয়ালা নিয়ে নিজ হাতে ওয়াহশির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমাদের বাহিনীর সবাই যদি তোমার মতো হতো, তাহলে আমি ভরসা পেতাম। আমি নিশ্চিত থাকতাম যে আমার ভেতরের কষ্ট উপশম হবেই। কিন্তু লোকদের অবস্থা তো আমি জানি। কাপুরুষের অভাব নেই এই দলে।'

মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ওয়াহশি জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে আপনার কাছে কেমন মনে হয়, হিন্দা?'

'আমি যদি বংশপরম্পরা নতুন করে তৈরি করতে পারতাম, তবে তোমাকে কুরাইশের সরদার বানিয়ে দিতাম।'

'তুমি কি মনে করো যে আমি এর উপযুক্ত?'

'এর চেয়ে বড় কিছুর উপযুক্ত তুমি।'

'তাই নাকি! আমার প্রতি আপনার এই ধারণা কবে থেকে?'

'অনেক আগে থেকেই। যখন আমি তোমার দক্ষতার কথা শুনলাম, বীরত্ব ও বাহাদুরি সম্পর্কে অবগত হলাম, শাস্তি সহ্য করেও মনিবের প্রতি

BanglaBook.org

তোমার অটল আনুগত্য দেখলাম, তখনই আমি বুঝে নিয়েছি, তুমি ক্রীতদাস নয়, নেতা হওয়ার উপযুক্ত। তখন থেকেই তোমার প্রতি আমার অন্য রকম এক ভালো লাগা কাজ করে। প্রতিনিয়তই ইচ্ছে হতো তোমার জন্য কিছু করি, কিন্তু কোনো সুযোগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

সামান্য থামল হিন্দা। একটা ঢোঁক গিলল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'এখন সে সুযোগ এসে গেছে, ওয়াহশি! যদি হামজাকে হত্যা করতে পারো তুমি, তবে এমন মর্যাদা লাভ করবে, যা এর আগে কেউ পায়নি। হামজা মুহাম্মদের মতবাদের একটি স্তম্ভ। সে একাই এক বাহিনীর শক্তি রাখে। আমার প্রিয়জনদের হত্যা করেছে সে। কচুকাটা করেছে আমাদের বীরদের। উপরন্তু সে মুহাম্মদের চাচা। তাকে হত্যা করা মানে মুহাম্মদের বুক থেকে রক্ত চুষে খাওয়া।'

হিন্দার কথায় এক অসামান্য প্রশান্তি পাচ্ছে ওয়াহশি। তার কানে বাদ্যযন্ত্রের মতো ঝংকার তুলছে কথাগুলো। হৃদয়ের সীমানাজুড়ে অসম্ভব এক তৃপ্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মদের পেয়ালা তখন শূন্য হয়ে গেছে। হিন্দার পাশে সে আলগোছে ঢলে পড়ল। পৃথিবীকে আজ তার ভীষণ সুন্দর লাগছে। আজ সে নিজ কানে নিজের বীরত্বের প্রশংসা শুনছে। নিজের সঠিক মূল্যায়ন পাচ্ছে। তার মনে হলো, জীবনে এর চেয়ে বেশি আর চাওয়ার কিছু নেই। হায়, নাহিলা যদি হিন্দার এ কথাগুলো শুনত!

হিন্দা তার কাজে ফিরে গেল। প্রশংসা কিংবা মদের ঘোরে ঢলে পড়া ওয়াহশি উঠে বসল মরু বালিয়াড়ির ওপর। দাসী আরেক পেয়ালা মদ এনে দিল তাঁবু থেকে। নতুন পেয়ালায় আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে সে। ইকরামা, আবু সুফিয়ান, জুবাইর ইবনে মুতইম কোথায়? ওরা কেন আসছে না? তার সঙ্গে মদপান করতে তো এখন আর তাদের সম্মানে লাগার কথা নয়। এখন তো সে আর ক্রীতদাস নয়, বীর বাহাদুর! যে অচিরেই মক্কার সূর্যসন্তানদের রক্তের বদলা নেবে।

মদের পেয়ালা তার কল্পচোখ খুলে দিল। কল্পচোখে চিত্রায়িত হতে লাগল মধুর সব দৃশ্য—মক্কার নেতারা তার পাশে বসে মদপান করতে করতে খোশগল্পে মেতে উঠেছে। তার সঙ্গেও গল্প করছে। হঠাৎ কী একটা বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে তাদের মতবিরোধ লেগে গেল। সে হুংকার দিয়ে উঠল।

মদের নেশা তখন পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে। ঘোরের ভেতর সে দেখল, জুবাইর ইবনে মুতইম এসে তাকে বলছে, 'ওয়াহশি! পাগল হয়েছ তুমি?' নেশাগ্রস্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিল, 'না, পাগল হব কেন? ওয়াহশি

BanglaBook.org

কখনো পাগল হয় না। কুরাইশ নেতারা আমাকে নিয়ে উপহাস করে, আজ তাদের জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

'কিন্তু কোথায় তারা? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেখতে পাবে কীভাবে? এতক্ষণে আমার ভয়ে সবাই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।'

জুবাইর বুঝে নিল এর হুঁশজ্ঞান কিছুই আর ঠিক নেই। মাত্রাতিরিক্ত মদপান করে ফেলেছে। মাতাল হলে চাবুকের আঘাত ছাড়া কখনো এর জ্ঞান ফেরানো যায় না।

সে আজ তৃপ্তিভরে মদপান করতে পেরেছে। এমন সুযোগ খুব একটা মেলে না তার। মনিবের উচ্ছিষ্ট মদ দিয়েই অধিকাংশ সময় তেষ্টা মেটাতে হয়। আজ মনিব ছিল না, একাকী স্বাধীনভাবে নিঃসংকোচে সে পান করতে পেরেছে। ঠিক একাকী অবশ্য ছিল না, তার বর্শাটা সঙ্গে ছিল। এই বর্শা তার কাছে মক্কার সব নেতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এই বর্শা কখনো তাকে অপমান করেনি, তাকে নিয়ে উপহাস করেনি, তাচ্ছিল্য করেনি, বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যখনই সে তাকে নিক্ষেপ করেছে, লক্ষ্যভেদ করতে এতটুকু কসুর করেনি। জীবনে অনেকবার সে এই বর্শার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করেছে। হতে পারে এটি জড়বস্তু, কিন্তু এটিই তার একমাত্র ভালোবাসা ও আস্থার জায়গা। এটি তার কাছে হাজারো জুবাইর ইবনে মুতইম থেকে সম্মানিত। হাজারো হিন্দা থেকে মর্যাদাবান। জুবাইর আর হিন্দা গাদ্দারি করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, উপহাস করে, কিন্তু তার বর্শা এসব থেকে পবিত্র। এই জড়বস্তুর টুকরোটাই তাকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে। তাই এটিই তার জীবন। এটিই তার সবকিছু।

ওয়াহশি তার বর্শার কথা ভাবতে ভাবতে আড়মোড়া ভাঙল। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। মাথা চক্কর দিচ্ছে। চোখজোড়া লাল টকটক করছে। বসা থেকে উঠে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মক্কার নেতারা, কোথায় তোমরা? সাহস থাকলে আমার সামনে আসো। তোমাদের সব কটিকে আজ আমি পিষে ফেলব।'

কাফেলার সবাই ততক্ষণে তার আশপাশে জড়ো হয়ে গেছে। তার মাতাল এ আচরণে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। জুবাইর ইবনে মুতইম বলল, 'মাতালটা নিজেকেই নিজে চিনতে পারছে না, দেখছি। চাবুক না লাগালে হুঁশ ফিরবে না।'

'ওকে ওর মতো থাকতে দাও। আমরা একটু তামাশা দেখি।' কাফেলার কেউ একজন জুবাইরের কথায় বাদ সেধে বলল।

BanglaBook.org

'তামাশা দেখতে হলে নিরাপদে দেখো। ওর হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নাও। ওকে আমি ভালো করে চিনি। মাতাল হলে কখন কী করে বসে, কোনো ঠিক নেই।' এই বলে কারও অপেক্ষা না করে জুবাইর নিজেই উঠে দাঁড়াল বর্শা ছিনিয়ে আনতে। দৃঢ় পায়ে ওয়াহশির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকে একবার পরখ করে নিল। তারপর ধমকের সুরে বলল, 'ওয়াহশি! বর্শাটা আমাকে দাও।'

ওয়াহশি প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেল। তারপর বর্শাটিকে বুকে জড়িয়ে বলল, 'না.. না...। অসম্ভব। এটা আমার জীবন।'

'পাগল! ভালোয় ভালোয় ওটা দিয়ে দে। নইলে কিন্তু ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলব।'

ওয়াহশি এবার আরও ঘাবড়ে গেল। হঠাৎ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তার চোখজোড়া। কান্নাজড়ানো কণ্ঠে সে বলল, 'আমি পারব না। আমি পারব না। এটা আমার বর্শা।'

মনিব জুবাইর তার আরও নিকটে চলে এসেছে। এবার তার কণ্ঠে চূড়ান্ত আদেশের সুর, 'শেষবারের মতো বলছি, বর্শাটা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও।'

'এটা আপনাকে কেন দেব? আমি তো এটা দিয়ে হামজাকে মারব। আমি একটা গাছের আড়ালে ওত পেতে থাকব। যখনই সে বের হবে বিদ্যুতের গতিতে তাকে ধরাশয়ী করে ফেলব। হামজা চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যাবে আমার এ বর্শার কল্যাণে।'

জুবাইর চোখ দিয়ে ইশারা করতেই কাফেলার কয়েকজন যুবক ওয়াহশিকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। হাত থেকে ছিনিয়ে নিল বর্শা। এবার তাকে ছেড়ে দিয়ে সবাই মিলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ওয়াহশি মাটিতে লুটিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার কণ্ঠে এখন বিরহের সুর : 'তোমরা আমার জীবন ছিনিয়ে নিচ্ছ। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। ও আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। ও আমার মা-বাবার চেয়ে আপন। আল্লাহর দোহাই, তোমরা ওকে ফিরিয়ে দাও। আমি ওকে নিয়ে একটি কবিতা বানিয়েছি। কবিতাটা কেবল ওকেই শোনাই।'

ওয়াহশির কথায় হাসির মাত্রা আরও বেগবান হতে লাগল। সবাই ভিড় করে তার কাণ্ড দেখছিল। ভিড় ঠেলে সামনে এল হিন্দা। 'কী, হচ্ছেটা কী এখানে? তার বর্শা তোমরা ছিনিয়ে এনেছ কেন? তোমাদের সবার সঙ্গেই তো অস্ত্র আছে, তারপরও এত ভয় পাচ্ছ কেন তাকে? দাও, তার বর্শা তাকে ফিরিয়ে দাও।' হিন্দার কণ্ঠে ঝাঁজ। সে জুবাইরের হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে

BanglaBook.org

ওয়াহশিকে দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে বলল, 'নাও ওয়াহশি, তোমার বর্শা। মন খারাপ কোরো না ওদের আচরণে। বজ্জাতের দল শুধু শুধু তোমাকে কষ্ট দিয়েছে।'

ওয়াহশির চেহারা শিশুদের মতো উজ্জ্বল হয়ে হয়ে উঠল। হিন্দার হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে সে চুমু খেতে লাগল। 'প্রিয়তমা আমার! ওরা কখনোই তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। জানো না, তোমার বিচ্ছেদ আমার জন্য মা-বাবার বিচ্ছেদ থেকেও কষ্টের।'

ওয়াহশির কথায় আবারও হাসির রোল পড়ে গেল। একজন ঠাট্টা করে বলল, 'ওয়াহশিকে ওর প্রেম-প্রণয় করতে দাও। সে এখন প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিছু সময় অতিবাহিত না হলে এই প্রেম তার মাথা থেকে নামবে না।' তারপর সে ওয়াহশিকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওয়াহশি, তোমার বর্শা কি কুমারী?'

ওয়াহশি অশ্রুভেজা চোখ মুছতে মুছতে শক্ত গলায় বলল, 'অবশ্যই। সে সম্ভ্রান্ত কুমারী। তার চরিত্রে কোনো কলঙ্ক নেই।'

সবাই আবারও হেসে উঠল। আরেকজন বলল, 'তার সঙ্গে তো আমার পুরোনো প্রণয় ছিল।'

ওয়াহশি রেগে চিৎকার করে উঠল, 'অসম্ভব! ডাহা মিথ্যা বলছ তুমি। আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই তার, ছিল না।'

দীর্ঘ সময় ওয়াহশিকে নিয়ে এই তামাশা চলল। তারপর যে যার কাজে মগ্ন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ওয়াহশি নরম বালুর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার মাথা প্রচণ্ড ভারী লাগছে। আস্তে আস্তে সে চেতনা ফিরে পাচ্ছে। ভুনা উট আর দুম্বার ঘ্রাণ পেয়ে মাথা তুলে বসল সে। পেটে তার প্রচণ্ড খিদে। চেতনা ফিরে পেতেই তার বুকটা আবারও ভারী হয়ে উঠল। তার মনে পড়ে গেল, এখনো সে ক্রীতদাসই রয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

দেখতে দেখতে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি এসে গেল। ওয়াহশি পরিস্থিতি দেখার জন্য উহুদ পাহাড়ে উঠে দাঁড়াল। সুউচ্চ পাহাড়, যেন কারও সামনে মাথা নত করতে চায় না। নিস্তব্ধতা দিয়ে সবকিছুকে হারিয়ে দেওয়ার অভীপ্সা তার অবয়বে। নিচে মৃত্যুর খেলা চলছে। চারদিকে বইছে ধুলোর ঝড়। সূর্যের আলোতে তরবারিগুলো চমকাচ্ছে। যোদ্ধাদের হুংকারে কেঁপে উঠছে ধরণি। মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ড দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছে। ওয়াহশির কোনো মাথাব্যথা নেই ওসবে, সে কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছে তার শিকার। 'কোথায় হামজা? এ কী দেখছি আমি! এ যে মক্কার এক ক্রীতদাস। মুহাম্মদের দলে যুদ্ধ করছে। স্বাধীন হয়ে গেছে সে। কী সৌভাগ্য তার। আমি তো তাকে ভালো করেই চিনি। সে এত অত্যাচার সয়েছে, কোনো মানুষ যা সইতে পারে না, তারপরও মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হয়নি। চাইলে মুখে মুখে অস্বীকার করে অত্যাচার থেকে বেঁচে যেতে পারত, কিন্তু তা-ও করেনি। সত্যিই অবাক হতে হয় তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদের কোনো অনুসারী তাকে কিনে মুক্ত করে দেওয়ায় সে মুক্তি লাভ করেছে। আজ সে সরদারের মতো। তার স্বাধীনতা আছে। স্বতন্ত্র বিশ্বাস আছে। এত কিছুর পরও এক জায়গায় সে ছোট হয়ে আছে। মুহাম্মদের কাছে। মুহাম্মদের কাছে সে ঋণী। মুহাম্মদের যেই অনুসারী তাকে মুক্ত করেছে, তার কাছেও সে ঋণী। আমি এমনটা চাই না। আমি কারও কাছে ঋণী থাকতে চাই না। এখানে ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছু নেই। আমি আমার বর্শা দিয়ে আমার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনব। আমার ওপর কারও কোনো অনুগ্রহ থাকবে না।'

'এ কী দেখছি আমি!' মুসলমানরা কুরাইশের এক ঝান্ডাবাহীকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আবু সুফিয়ান পেরেশান। অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদও মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারছে না। মুসলমানদের তির একটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না। এইমাত্র কুরাইশদের আরেক ঝান্ডাবাহী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মুসলমানরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। ওয়াহশি তার পেছনে একটি নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেল। যুদ্ধের কবিতা দুর্দান্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছে সে। নারীটি হিন্দা বিনতে উতবা! 'হিন্দা, দেখো,

BanglaBook.org

কুরাইশদের ঝান্ডাবাহীরা কীভাবে লুটিয়ে পড়ছে!' ক্রোধ আর ক্ষোভভরা চেহারায় হিন্দা তার দিকে তাকাল। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছ! হামজাকে খুঁজে পাওনি এখনো?'

'আমি তাড়াহুড়ো করতে চাচ্ছি না, হিন্দা। উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু যুদ্ধ যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে তো ভালো কিছু দেখছি না। এইমাত্র আবু সুফিয়ানও মারা পড়ত, যদি না কুরাইশদের অন্য যোদ্ধা তার সাহায্যে এগিয়ে আসত।'

হিন্দা বলল, 'কিছুক্ষণ আগে এক মুসলিম যোদ্ধা আমার ওপর তরবারি উঠিয়েছিল। কিন্তু নারী দেখে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সে কী বলছিল, শুনবে?'

'কী?'

'আল্লাহর রাসুলের তরবারি আমি কোনো অবলা নারীর রক্তে রঞ্জিত করতে চাই না।'

অবাক চোখে যুদ্ধের চিত্র দেখছে ওয়াহশি। কুরাইশের ঝান্ডাবাহীরা একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। যদি মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? ওয়াহশি কি শুধু হামজাকে হত্যা করে খুশি থাকতে পারবে? উপরন্তু যদি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে যায়, তবে কী দুর্দশাই না হবে তার! নবী মুহাম্মদের প্রিয় চাচাকে হত্যা করা কি তাদের কাছে কম বড় অপরাধ? ভাবতেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত হয়ে উঠল ওয়াহশির। ভয়ে সে কুঁচকে গেল। তার কুচকুচে কালো চেহারায় কেউ যেন আরও কিছু কালি লেপে দিয়েছে।

মুসলমানরা তো সংখ্যায় একদম অল্প। মক্কার বাহিনী সে তুলনায় বিশাল। তাদের ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। এই ক্ষুদ্র বাহিনীর মোকাবিলায় তো তাদের ক্রুদ্ধ বিশাল বাহিনীরই জয় হওয়ার কথা। কিন্তু মুসলমানরা এ কী কারিশমা দেখাচ্ছে! মক্কার শক্তিশালী বাহিনী তাদের সামনে টিকতেই পারছে না। হতে পারে মুহাম্মদ সত্যের ওপর আছে। হতে পারে আবু সুফিয়ান কান পর্যন্ত অসত্যে নিমজ্জিত। কিন্তু জয় তো সত্য-অসত্যের বিচারে হয় না। এখানে শক্তিই মূলকথা। যার শক্তি যত বেশি, সেই হবে বিজয়ী।

BanglaBook.org

ওয়াহশির চিন্তায় ধাঁধা লাগতে শুরু করল। অনেক প্রশ্নের উত্তরই সে খুঁজে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, সে কোনো নতুন জগতে প্রবেশ করছে, যে জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের অনেক গরমিল। এই যে মুহাম্মদের অনুসারীরা

বিস্ময়করভাবে মৃত্যুর দিকে ছুটছে, মৃত্যুর প্রতি তাদের এ আগ্রহ কি বিস্ময়কর নয়? তারা এ মৃত্যুকে শাহাদাত বলে। এতে নাকি তারা জান্নাতের সুবাস পায়। এসবের কিছুই বুঝে আসে না ওয়াহশির। সে মনে করে, মৃত্যু তো মৃত্যুই। এরপর কী হবে কিছু জানে না সে। লোকে যা বলে সেগুলো তার বিশ্বাসও হয় না। তার বিশ্বাস শুধু নিজের বর্তমান অস্তিত্বেই সীমাবদ্ধ। তার কাছে এখন কেবল একটা জিনিসই গুরুত্বপূর্ণ–অভিশপ্ত এ দাসত্ব জীবন থেকে মুক্তি। জগতের অনেক কিছুই যে সে বোঝে না, এটা সে ভালো করেই জানে। সেগুলো বুঝতে পারবে বলে মনেও হয় না তার। নিজের সত্ত্বার বাইরে আর বেশি কিছু বুঝতে চায়ও না সে। নিজের দাসত্ব-মুক্তি নিয়েই সে এখন ব্যতিব্যস্ত।

ওয়াহশি সতর্ক হয়ে দাঁড়াল। হাতের বর্শাটা ঠিক করে নিল। তার চেহারায় জিঘাংসার ছাপ। ধূর্ত শিয়ালের মতো তার চোখজোড়া শিকারের আশায় জ্বলজ্বল করছে। ওই তো হামজা! কল্পনা নয়, এ রক্ত-মাংসের হামজা। কুরাইশদের কাতার ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ছেন। সাহসী সিংহের মতো লড়ে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারছে না কেউ। এই তো হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। মুহাম্মদের চাচা। কুরাইশদের আতঙ্ক। তাদের মর্সিয়ার রচয়িতা। এক অতুলনীয় সাহসী যোদ্ধা। অপ্রতিরোধ্য অশ্বারোহী।

ওয়াহশির ভেতরে অজানা এক ভয় দানা বেঁধে উঠল। এমন কেন হচ্ছে তার? এ মুহূর্তটির অপেক্ষাই তো সে করছিল। হামজাই তো একমাত্র ব্যক্তি, যে তার স্বাধীনতার চাবিকাঠি। হামজার সঙ্গে ধীরে ধীরে তার দূরত্ব কমে আসছে। সে হামজার মুখোমুখি হয়ে কিছুতেই নিজের জীবন হুমকিতে ফেলতে রাজি নয়। কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে। এখান থেকে যদি সে বর্শা দিয়ে আঘাত করে আর সে আঘাত লক্ষ্য ভেদ করে, তাহলে তো হলোই। লক্ষ্যচ্যুত হলেও হামজা তাকে দেখতে পাবেন না। এ ছাড়া হামজার মুখোমুখি হওয়ার মতো কোনো সাহস তার বুকে নেই।

অজানা শঙ্কা আর অস্বস্তিতে ঘেমে উঠছে ওয়াহশি। নিজেকে তিরস্কার করে সাহস জোগানোর কোশেশ করল সে। 'ভীরু কাপুরুষ তুই? তবে কেন এত ভয়?'

সব শঙ্কা আর ভয় হঠাৎ উবে গেল তার ভেতর থেকে। হামজা এখনো আগের মতো বীর বিক্রমে সামনে বাড়ছেন। ওয়াহশি এবার আরও নিকটবর্তী একটি গাছের পেছনে এসে লুকিয়ে পড়ল। ভালোভাবে দেখে নিল চারদিক।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, এখন সে হামজার দৃষ্টি থেকে নিরাপদ। তবে সে ভালোভাবেই দেখতে পারছে হামজাকে। বর্শাটা এবার হাতে নিয়ে নিশানা ঠিক করে ফেলল।

হামজা ডানে-বামে তরবারি চালিয়ে যাচ্ছেন বীর বিক্রমে। হঠাৎ...হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন শক্ত কিছু একটা তাঁর মেরুদণ্ডে এসে তুমুল বেগে বিদ্ধ হয়েছে। তিনি থামলেন না। লড়াই চালিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু রক্তে তাঁর সবকিছু ভেসে যাচ্ছে। শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। তবু নিজেকে সামলে নিতে চাইলেন। পারলেন না। তাঁর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। দেখতে পেলেন, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন। আশপাশের আওয়াজ আস্তে আস্তে তাঁর কানে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সর্বশেষ তিনি অনুভব করলেন, তাঁর মাথা একটি পাথরের ওপর পড়ে আছে। তাঁর আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। মুখে কিছু উচ্চারণ করতে চাইলেন তিনি। তাঁর আওয়াজ তাঁর নিজের কাছেই অস্পষ্ট শোনাল। 'আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার। আপনি আমার জন্য শাহাদাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করেছেন।'

পরম তৃপ্তি ও সৌভাগ্যের আবেশে একটি মুচকি হাসি ফুটে উঠল হামজার চেহারায়। দেহের খাঁচা ভেঙে আত্মা পাড়ি জমাল জান্নাত অভিমুখে। ফুটন্ত ফুলের মতো চেহারায় লেগে থাকল মুচকি হাসিটুকু।

বর্শা ছুড়ে ওয়াহশি গাছের আড়ালে অবচেতনভাবে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। পরিস্থিতি আত্মস্থ করার চেষ্টা করছিল সে। ঠিক কত সময় ওভাবে দাঁড়িয়ে রইল, নিজেই বলতে পারে না। তার দৃষ্টি বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী বীর হামজার দিকে। হামজার শরীর থেকে বয়ে যাওয়া রক্তের প্রবাহ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সে। চেতনা যখন ফিরে পেল, উত্তেজনায় তার হাত কাঁপতে লাগল। পুরো শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। আগুনপোড়া এই গরমেও হাত-পা হিমঠান্ডা হয়ে আছে। অশ্রুতে ভরে গেল তার আঁখিযুগল। একেই কি বলে আনন্দাশ্রু? এবার সে মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল। গগনবিদারী চিৎকার বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে, 'আমি হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে হত্যা করে ফেলেছি। কোথায় আমার মনিব জুবাইর ইবনে মুতইম? কোথায় হিন্দা বিনতে উতবা? কোথায় ইকরামা ইবনে আবু জাহেল? কোথায় তারা, যারা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিলে? এই অপদস্থ ক্রীতদাস ওয়াহশি তোমাদের প্রতিশোধ নিয়ে ফেলেছে...।'

বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো বেশ খানিকক্ষণ এভাবে চিৎকার করার পর ওয়াহশি লক্ষ করল, যাদের নাম সে এতক্ষণ ধরে উচ্চারণ করেছে তারা

BanglaBook.org

কেউই তার পাশে নেই। যারা আছে সবাই যুদ্ধের প্রকোপে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। ওয়াহশির হাঁকডাক তাদের কানে যায়নি। এত সব চেঁচামেচি বৃথা গেল তার! হতাশ হয়ে একটি পাথরের আড়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল! সে চেয়েছিল, হামজাকে তার বর্শা বিদ্ধ করার মুহূর্তটি অন্তত দু-চারজন দেখবে। তারা তার প্রশংসা করবে। বাহবা দেবে। আত্মতৃপ্তিতে তখন সে গদগদ করবে। কিন্তু এসবের কিছুই হলো না।

ওয়াহশির মনে পড়ল, তার বর্শাটি এখনো হামজার শরীরে বিদ্ধ হয়ে আছে। এটিকে ছেড়ে সে কীভাবে থাকবে? সে বিবেকহীনের মতো ছুটে গেল হামজার শরীর থেকে বর্শা খুলে আনতে। হয়তো সে বিবেকহীনই জন্মেছিল। বর্শা নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল সে। তাতে লেগে থাকা রক্তগুলো মুছতে মুছতে বলতে লাগল, 'প্রিয়তমা আমার? আজ তো জীবনের তরে তোমার পিপাসা মিটে গেছে। আজকের পর তুমি আর পিপাসার্ত হবে না। হামজার রক্তে পিপাসা মেটাতে তোমার কেমন লাগল বলো?'

ওয়াহশি আবার তার চারপাশ দেখল। তারপর একা একাই বলল, 'আমি তো এখন মুক্ত হয়ে গেছি।' বিকারগ্রস্তের মতো হো হো করে হাসতে লাগল আর বলতে লাগল, 'মুক্ত হয়ে গেছি। আমি মুক্ত হয়ে গেছি। আজ থেকে আমি স্বাধীন। আমিই আমার মনিব...।'

ওয়াহশি আবারও চারপাশে তাকাল। তারপর নিজের ভেতরে একটা প্রশান্তি অনুভব করল। কোথায়? কোনো কিছুই তো বদলায়নি! আকাশ তো সেই আগের মতোই আছে। মনে হচ্ছে, সে আমার স্বাধীনতার ব্যাপারে কিছুই জানে না। পাহাড় আর টিলাগুলোরও কোনো পরিবর্তন আসেনি। সব আগের মতোই আছে। উহুদ প্রান্তরে সেই আগের মতোই যুদ্ধের তুফান বইছে, এমনকি আমার হৃদয়ের স্পন্দনও আগের মতো ক্রিয়মান। কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই, আমি যে স্বাধীন হয়ে গেছি, কারও কোনো খবর নেই।

'হে দাস!' কে যেন ডাকল। শব্দটা বিষধর সাপের মতো দংশন করল তাকে। কে ডাকল এই শব্দে? চারদিকে তাকাল সে। কোথায়? কেউই তো নেই। তার পাশ দিয়ে মানুষ দৌড়ে যাচ্ছে। একদল আরেকদলকে ধাওয়া করছে। হামজার দেহটা স্থির হয়ে সেখানেই পড়ে আছে। তার চেহরায় সেই মুচকি হাসি এখনো লেগে আছে। তাকে দাস বলে ডাকলটা কে? শব্দটা তার মাথায় হাতুড়িপেটা করছে। তার ভেতরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেউ তার মাথায় ভারী কোনো পাথর নিক্ষেপ করেছে। তার মস্তিষ্কে অনবরত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 'হে দাস! হে ক্রীতদাস!'

BanglaBook.org

হঠাৎ তার মনে পড়ল, হামজা তাকে এই শব্দে ডাকতেন। কিন্তু হামজা তো মরে গেছেন। মৃতরা তো কথাই বলতে পারে না। তাচ্ছিল্যের সুরে এইভাবে ডাকা তো জীবিতদের কাজ। ওয়াহশি পেরেশান হয়ে উঠল। চারপাশ আরেকবার দেখে বিড়বিড় করে বলল, 'সব তো আগের মতোই আছে। ব্যাপার কী?'

পেছন থেকে আওয়াজ শুনতে পেল। কে যেন বেদনাভরা কণ্ঠে বলছে, 'না ওয়াহশি! অনেক কিছুই বদলে গেছে। আমাদের ওপর পরাজয় নেমে এসেছে। মক্কার বাহিনী রণাঙ্গন ছেড়ে পালাচ্ছে। বাঁচতে চাইলে তুমিও পালাও।'

ওয়াহশি উঠে দাঁড়াল। চারদিকে আবারও দৃষ্টি ফেরাল সে। ইসলামি সেনাদলের ধাওয়ায় মক্কার বাহিনী ভেড়ার পালের মতো পালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম বাহিনী রণাঙ্গন থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হায় কপাল! আমি যদি এখন মুসলমানদের হাতে বন্দী হই! মুক্ত হয়ে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারলাম না, তার আগেই আরেকবার ক্রীতদাস হয়ে আটকা পড়ব? হায় হুবল! এমন যেন কখনোই না হয়। মুহাম্মদের কাছে তো কিছুই গোপন থাকে না। কেউ না কেউ তাকে বলে দেবে যে হামজাকে আমিই হত্যা করেছি। তখন স্বাধীনতা তো হারাবই, সঙ্গে জীবনটাও হারাব। এই ওয়াহশি শুধু একটি তুচ্ছ ইতিহাস হয়ে থাকবে। মক্কার মোড়লেরা আমাকে নিয়ে মশকরা করবে।

'এখানে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, ওয়াহশি! পায়ে বাতাস লাগাচ্ছ নাকি?'

ওয়াহশি সংবিৎ ফিরে পেল। এখন চিন্তার সময় নয়। এখন চিন্তা করলে সময় নষ্ট হবে। জীবন আরও হুমকির মুখে পড়বে। ওয়াহশি দৌড় শুরু করল; শিকারির ভয়ে বন্য প্রাণী যেভাবে দৌড়ায়, ঠিক সেভাবে। এক জায়গায় সামান্য হোঁচট খেল। তারপর আরও জোরে দৌড় দিল। তার চেহারা থেকে ঘাম বের হচ্ছে। উড়ন্ত ধুলোবালি চেহারায় লেপ্টে যাচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, এই বুঝি জীবনটা বিপন্ন হয়ে গেল। যে জীবনের স্বাদ এখনো সে উপভোগ করতে পারেনি। সৌভাগ্য মাত্র স্পর্শ করেছে তাকে। এখনও সে হুমকির মুখে!

BanglaBoi.org

দৌড়ে কিছুটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছাল ওয়াহশি। তার নিশ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছে। এমন আকস্মিকতায় হেসে ফেলল সে। সত্যিই আতঙ্কের সময় মানুষের কর্তব্যবোধ লোপ পেয়ে যায়। মানুষ তখন চতুষ্পদ জন্তুর মতো

বোধহীন হয়ে পড়ে। আমার তখন ভাবা উচিত ছিল, কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। অথচ আমার পা-জোড়া না দৌড়ে চিন্তায় মগ্ন ছিল। আমি ভাবতেই পারিনি, কীভাবে এই ছোট্ট বাহিনী মক্কার বিশাল বাহিনীকে হারিয়ে দিল? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না আমি।

না, কিছুতেই আমি মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। প্রয়োজনে আমি জঙ্গলে বসবাস করব। বাঘ-সিংহের সঙ্গে থাকব। শিয়াল শিকার করে খাব। তবু কারও কাছে আত্মসমর্পণ করব না। পৃথিবীর কোনো মানুষকেই বিশ্বাস হয় না আমার। কারও প্রতিই আমি আস্থাশীল হতে পারি না। যেভাবেই হোক আমাকে মক্কায় ফিরে যেতে হবে, যাতে সবাই জানতে পারে যে আমি এখন স্বাধীন। আমি তাদের পরাজিত বাহিনীর হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এসেছি। আমার প্রিয়তমা প্রেমিকা দেখবে, আমি আমার নিজবলে স্বাধীন হয়ে ফিরেছি। কারও অনুগ্রহে নয়। সে দেখবে, আমিই আমার মালিক। তখন সে আমার নগ্ন পায়ে শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়বে। আমাকে প্রেম ও ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করবে। আমাকে সে মনিব বলে ডাকবে। সরদার বলে ডাকবে।

হুবল বা মক্কার কোনো উপাস্যের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস হয় না ওয়াহশির। তার মনে হয়, এই জগতে সত্যিকার অর্থে কেউ উপাসনার উপযুক্ত হয়ে থাকলে সেটা তার নিজের সত্তা। নিজেকেই তার সবকিছু মনে হয়। মনে হয়, এটাই চরম বাস্তবতা। হুবল বা অন্য কারও উপাসনা যারা করে, তারা নিজেকেই চেনে না। যদি তারা নিজেকে চিনত, তবে এই লাঞ্ছনা তাদের সইতে হতো না। ওয়াহশি জানে, এই নির্বোধেরা কী ভাবে। তারা ভাবে, ওয়াহশি তাদের বিশ্বস্ত গোলাম। যদি গোটা দুনিয়াও উল্টে যায়, তবুও সে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কতটা নির্বোধ ওরা!

পেছন থেকে একটি নারীকণ্ঠ শুনতে পেল ওয়াহশি। 'ওয়াহশি! এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'কী করব বলো? এত বড় আর শক্তিশালী বাহিনী হয়েও সামান্য কিছু মুসলমানের হাতে আবারও মার খেল কুরাইশরা!'

'ওরে বেখবর! এখনই তোমার জন্য হামজাকে হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ। নতুবা অন্য কেউ তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। মুসলিম তিরন্দাজ বাহিনী তাদের নবীর নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদ তাদের ওপর আক্রমণ করে বসেছেন। কুরাইশরা আবার রণাঙ্গনে ফিরে গেছে। মুসলমানরা এখন

BanglaBook.org

দিশেহারা। কেউ কেউ তো দাবি করছে, মুহাম্মদও নাকি নিহত হয়ে গেছেন।'

'মুহাম্মদ নিহত!'

'হ্যাঁ ওয়াহশি, এমনটাই তো চাউর হয়েছে।'

ওয়াহশি গর্বভরে মাথা নাড়াল। 'যাক, ভালোই হলো। এদিকে আমিও আমার দায়িত্ব পালন করে ফেলেছি। ওয়াহশি খতম! এক তিরেই ভবলীলা সাঙ্গ।'

মেয়েটি তার কথায় হেসে ফেলল, 'তুমি খতম, ওয়াহশি? নিজেকেই নিজে তির ছুড়েছ?'

নিজের ভুলটা বুঝতে পারল ওয়াহশি। জিব কেটে খানিকটা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'না মানে বলতে চাচ্ছিলাম হামজার কথা। হামজাকে শেষ করে দিয়ে এসেছি।'

'তুমি হামজাকে হত্যা করেছ! সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। হামজার সব বাহাদুরি ধূলিসাৎ। আমি আমার মুক্তিপণ আদায় করে নিয়েছি। এখন আমি স্বাধীন।'

'হে দাস।' সেই ডাকটা আবারও শুনতে পেল ওয়াহশি। মাথায় রক্ত উঠে গেল তার। আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। মেয়েটির দিকে তেড়ে এল সে। 'এই মেয়ে, এই! তুমি আমাকে কী বললে? আমি ক্রীতদাস? আমি এখন মর্যাদাবান স্বাধীন একজন মানুষ। যে তার নিজ কৃতিত্বে মুক্তিপণ আদায় করে স্বাধীন হয়েছে। আর যদি কখনো অমন অপমানকর শব্দে সম্বোধন করো, তবে খবর আছে বলে দিলাম।'

ওয়াহশির আচরণে মেয়েটি হতভম্ব হয়ে গেল। কী আবোল-তাবোল বকছে এই লোক! 'পাগল হয়েছ ওয়াহশি? তোমাকে ক্রীতদাস ডাকব কেন, এ ধরনের কোনো শব্দই তো এখানে আমি উচ্চারণ করিনি!'

ওয়াহশি আবারও লজ্জা পেল। সে কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে? নিজের মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিল। নাহ্, এমন কোনো শব্দ সে অবশ্যই শুনেছে।

'তোমার আচরণের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি থাকো ওখানে, আমি যাই। হামজা নিহত হওয়ার সুসংবাদটা আগে জানাই গিয়ে হিন্দাকে।' এই বলে মেয়েটি চলে গেল। ওয়াহশি একা একা বসে ভাবতে লাগল, এবার সংখ্যাধিক্যের জয় হবে। তার হিসাব তাহলে ঠিকই ছিল। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল সে। মুসলমানদের পরাজিত হওয়াটাই আসলে যুক্তিযুক্ত ছিল। তবে হামজাকে হত্যা করার পর দ্বিতীয়বার রণাঙ্গনে

BanglaBook.org

ফিরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করছে না সে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের এই বিজয়ে নিজের কোনো উপকারই দেখছে না ওয়াহশি; তবে নিজের বন্দী হওয়ার শঙ্কাটা ভেতর থেকে দূর হয়েছে।

একদল লোকের হাঁকডাকে ওয়াহশির ভাবনার জাল ছিন্ন হয়ে গেল। হিন্দাসহ আরও কিছু কুরাইশ নারী রণসংগীত গাইতে গাইতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের কণ্ঠে যুদ্ধজয়ের সংগীত। তারা ওয়াহশিকে জিজ্ঞেস করল, সে কি সত্যিই হামজাকে হত্যা করেছে? তাদের প্রশ্নে গর্ব ও অহংকারে ফুলে উঠল সে। চেহারায় দম্ভের ছাপ। হাতের ইশারায় সবাইকে শান্ত হতে বলল। আয়েশ করে নিজে উঠে দাঁড়াল। এই মুহূর্তটির জন্যই বোধ হয় সে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছিল। মুখে কিছু না বলে সবাইকে তার অনুসরণ করতে ইশারা করল। তারপর বীরের ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল রণাঙ্গন অভিমুখে। কুরাইশ নারীরা তার বীরত্বের প্রশংসা করতে করতে তাকে অনুসরণ করছে। তারা জানে না, ওয়াহশি হামজাকে যেভাবে হত্যা করেছে তা কোনো বীরত্ব নয়, নিছক গুপ্তহত্যা।

ওয়াহশি হামজার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'এই যে হামজা। এখানেই সে ধরাশয়ী হয়েছে আমার হাতে।'

হিন্দা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তারপর একটি খঞ্জর নিয়ে লাফ দিয়ে হামজার বুকের ওপর বসে পড়ল। ওয়াহশি ফিরে যেতে লাগল। তার এখানে থাকার আর কোনো অর্থ নেই। কারও কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই আর তার প্রতি। সবাই হামজার মরদেহের সঙ্গে হিন্দার বিকৃত কর্মকাণ্ড দেখে উল্লাস করছে। ওয়াহশির কৃতিত্বের কথা যেন বেমালুম ভুলে গেছে সবাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে তাই অপমানিত করতে চায় না সে।

হিন্দা কিছুক্ষণ পর ফিরল। হামজার নাক কেটে সে গলায় ঝুলিয়েছে। তার দুই কান কেটে হাতে চুড়ির মতো পরেছে। সে নিজের গলার হার আর হাতের চুড়ি ওয়াহশিকে দিয়ে দিল। তারপর উট জবাই হলো। মদের আসর বসল। পাত্রের পর পাত্র খালি হতে লাগল। সবার মুখে বিজয়ের কবিতা। প্রতিশোধের পঙ্‌ক্তি।

ওয়াহশি আজও একাকী মদপান করতে বসেছে। একের পর এক পাত্র খালি করে চলছে। তার অবস্থা দেখে কেউ একজন তার হাত থেকে মদের পেয়ালা কেড়ে নিল। নেশা জড়ানো কণ্ঠে সে তাকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমরা আমাকে মিথ্যা বলেছিলে। মুহাম্মদ তো মরেনি। সে দলবল গুছিয়ে আবারও প্রতিশোধ নিতে আসবে। সবচেয়ে কাজের কাজ তো আমিই

BanglaBook.org

করেছি। হামজাকে হত্যা করেছি। হে প্রিয়তমা! হে প্রিয় বর্শা আমার! কঠিন সময়েও তুমি আমাকে ধোঁকা দাওনি। না, না, কেউ তোমাকে আমার থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যাও, তোমরা সরে যাও। আমার বর্শাই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে আপন। সে মিথ্যা বলে না। গাদ্দারি করে না। বিশ্বাসঘাতকতা করে না। আমি তাকে ভালোবাসি। সে এখনো কুমারী...।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

মক্কায় ফিরল ওয়াহশি। এখন সে সম্মানিত। সম্পদশালী। স্বাধীন। মক্কার মুক্ত বাতাসে স্বাধীন মানুষের মতো নিশ্বাস গ্রহণ করবে সে। অকারণেই একটা চিৎকার দিল ওয়াহশি। তার মনে পড়ল, হিন্দার দেওয়া সম্পদগুলোর কথা। নিজের অসামান্য কৃতিত্বের পুরস্কারের কথা। সে হামজাকে হত্যা করেছে। কিন্তু ভাড়াটে হিসেবে নয়। সে তাকে হত্যা করেছে যুদ্ধে। তার প্রতিদান সে পেয়েছে। অন্যরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরেছে। আর সে ফিরেছে নিজের স্বাধীনতা নিয়ে। প্রত্যেকেই যার যার প্রতিদান পেয়ে গেছে। এর নামই তো জীবন।

হামজার কথা সবখানেই আলোচিত হচ্ছে। হিন্দা তাঁর লাশকে বিকৃত করেছে। তাঁর কর্তিত অঙ্গগুলো কাফেলার সঙ্গে মক্কায় নিয়ে এসেছে। সবাই বলছে, মুহাম্মদ নাকি তাঁর লাশের পাশে অশ্রুভেজা চোখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুঃখ ও ক্রোধভরা কণ্ঠে তিনি বলেছেন, 'এর চেয়ে বীভৎস চিত্র আমি আর দেখিনি।' তাহলে তো হামজার মৃত্যুতে মুহাম্মদ প্রচণ্ড শোকাহত হয়েছেন। ওয়াহশি ভাবতে লাগল, মুহাম্মদ এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। তিনি কখনোই আমাকে ক্ষমা করবেন না। সারা জীবন আমাকে হুমকির মুখেই কাটাতে হবে। নিঃসন্দেহে এটা বড় একটা বোঝা। তবে এই বোঝা কাঁধে নেওয়া ছাড়া তো তার স্বাধীনতা মিলত না। তাহলে মুহাম্মদের ভয়ে থেকে আর কী লাভ? আমি আমার নতুন জীবন যেভাবে খুশি কাটাব। যা খুশি করব। একজন স্বাধীন মানুষের জীবনের এ ছাড়া আর কী অর্থ আছে? তা ছাড়া মুহাম্মদ মক্কা থেকে অনেক দূরে। সুদূর ইয়াসরিবে। তিনি নিজের জখমের চিকিৎসা নেবেন। নতুন করে বাহিনী গোছাবেন। ইহুদিদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবেন। আশপাশের গোত্রগুলোর সঙ্গে মীমাংসা করবেন। তারপর না কুরাইশের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে তৈরি হবেন। এর আগে তাঁর বহু ব্যস্ততা। তিনি আমার মতো একজন ওয়াহশিকে নিয়ে ভাবার অত সময় পাবেন না।

আমি স্বাধীন হয়ে গেছি। কিন্তু আশপাশে তো এর কোনো প্রভাব দেখছি না। আমি ধোঁকার মধ্যে নেই তো? কোনো কিছুই তো সামান্য বদলায়নি।

BanglaBook.org

এভাবে আমার স্বাধীনতা অর্জন করা কত বড় একটা ঘটনা। আমি তো ভেবেছিলাম, চারদিকে একটা সাড়া পড়ে যাবে। আমার এমন কিছু অনুভূতি হবে, যা জীবনে কখনো হয়নি। কিন্তু আমি যে সেই ওয়াহশিই রয়ে গেলাম। সেই একই চিন্তা-ভাবনা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার স্বাধীন হওয়াটা বাস্তবে কোনো বড় ঘটনাই নয়। সবকিছু তো আগের মতোই। আবু সুফিয়ান এখনো মান্যবর নেতা। জুবাইর ইবনে মুতইম এখনো সবার সম্মানের পাত্র। অথচ আমার প্রতি কারও দৃষ্টিভঙ্গি তেমন বদলায়নি। সবাই সেই আগের মতোই আমার দিকে তাকায়। মক্কার ক্রীতদাসরাও আমার সঙ্গে সেই আগের মতোই অন্তরঙ্গ আচরণ করছে, যেন আমি তাদেরই একজন। এই নির্বোধেরা আমার সম্মান বুঝতে পারেনি। আমার মর্যাদা অনুধাবন করতে পারেনি। আমার সঙ্গে দেখা হলে সম্মানে তারা মাথা ঝুঁকায় না। সেই আগের মতো লাঞ্ছনার সুরেই সম্বোধন করে। কসম! আমি ওদের চাবুক মেরে আমার সম্মান বুঝিয়ে দেব।

মক্কার মোড়ল কিসিমের লোকগুলোও আমার অতীত ভুলবে না। তাদেরকেও কিছু একটা শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি তো একা। আমার কোনো গোত্র নেই। এই অনুভূতিই আমাকে আমার সেই লাঞ্ছনাকর দাসত্বের জীবনের কথা বারবার মনে করিয়ে দেবে। তাহলে এই স্বাধীনতার আর কী অর্থ রইল? শুধুই কি কয়েকটি প্রশংসাবাক্য? এই প্রশংসাবাক্য তো আমাকে তৃপ্ত করবে না। মানুষ কেমন নির্বোধ, আমার অতীত তারা ভুলবে না। কখনো কখনো তারা ভুলে গিয়ে নির্বুদ্ধিতা করে। বিজয়ের পর যখন তারা 'জয় হুবল!' 'জয় হুবল' বলে স্লোগান দিচ্ছিল, তখন আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল, যেন কেউ আমার নিশ্বাস আটকে দিচ্ছে। নিপাত যাক হুবলের জাত-গুষ্টি। বদরে তারা কোথায় ছিল? আমি এইসবে বিশ্বাস করি না।

স্বাধীনতা পেয়েও ওয়াহশির হতাশা কমছে না। কিছুতেই সে তৃপ্ত হতে পারছে না। আচ্ছা, বিখ্যাত আরব বীর আন্নারা ইবনে শাদ্দাদেরও কি স্বাধীন হওয়ার পর এমন অনুভূতি হয়েছিল? নাকি তিনি খুব সুখী হয়েছিলেন? সুখী না হলে তো এত এত কবিতা আবৃত্তি করার কথা নয়। সুখ তো তাঁর পাওয়ারই কথা। তিনি তো আবলাকে বিয়ে করতে পেরেছিলেন। বিরাট উত্তরাধিকার সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। আমার কপালে তো তা জোটেনি। আমার প্রিয়তমা অবশ্যই আমার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তার সঙ্গে তো সাক্ষাৎই হয়নি।

চিন্তা-ভাবনা রেখে ওয়াহশি নিজের জামা-কাপড় বদলে সুস্থির হতে লাগল। অপেক্ষায় রইল রাত গভীর হওয়ার। রাতের প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত

BanglaBook.org

হলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য শহরের বাইরের সেই নির্জন স্থান। প্রণয়ের স্মৃতিময় জায়গা। প্রিয়তমা তার অধীর আগ্রহে নিশ্চয় সেখানে অপেক্ষা করছে। এই মেয়েটাকে ভাবতে গেলে ওয়াহশির মনের সব ভার হালকা হয়ে যায়। তার একটি মুচকি হাসিতে সে দুঃসহ রাতের যাতনাও ভুলে যায়। সে নিজেই জানে না, কতটা ভালোবাসে এই মেয়েটাকে। মেয়েটা তার হৃদয়ে এমন কিছু অনুভূতির জন্ম দিয়েছে, যা কখনোই ওয়াহশি ভুলতে পারে না। মনে হয়, স্বাধীন হওয়ার পর তার যে অনুভূতি হয়েছে তার চেয়ে সেই অনুভূতিগুলো হাজার গুণ বেশি মধুর। নিশ্চয় আরব বীর আন্নারার হৃদয়ে তাঁর প্রেমিকা আবলা এমন কিছু অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল।

ওয়াহশি তাদের সাক্ষাতের স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তার বুকের ধুকপুকানি কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু কোথায়? নাহিলা কোথায়? কেউই তো তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই। নাহিলা নিশ্চিতভাবে জানে যে আজ ওয়াহশি এখানে আসবে। তাহলে কিছুক্ষণ পর হলেও সে আসবে। অপেক্ষা করতে হবে তার। কিন্তু অপেক্ষা যে আর সয় না ওয়াহশির। উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপছে। ভেতরে কেমন ভয় ভয় লাগছে। নাহিলার এমন বিলম্ব করাটা তো ওয়াহশিকে অসম্মান করার শামিল। এর শাস্তি তাকে পেতেই হবে। তখন সে বুঝতে পারবে, আজকের ওয়াহশি আর সেদিনের ওয়াহশি নেই। তবেই তার শিক্ষা হবে, মনিবদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়। সে তো এখন জুবাইরের মতোই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জুবাইর থেকেও তার মর্যাদা বেশি। নাহিলাকে এমন আদব শেখাতে হবে, যা সে কোনো দিনও না ভোলে। জুবাইর তাকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছে। সে তো শুধু তার শ্রমের মালিক। কিন্তু ওয়াহশি! সে তো তার হৃদয়ের রাজা। তার অন্তরের একক অধিকারী।

পলপল করে সময় বয়ে যেতে লাগল। আবলার কোনো খবরই নেই। হ্যাঁ, নিজের প্রেমিকা নাহিলাকে আজ আরব বীর আন্নারার প্রেমিকা আবলার নামেই ভালো লাগছে ওয়াহশির। তার এবার রাগ মাথায় চড়ে যাচ্ছে। অতীতে তো কখনো সে ওয়াহশির আদেশ অমান্য করেনি। আজ কেন করছে? ওয়াহশি আবারও ভাবনার জগতে ডুব দিল। ‘হে রাতজাগা প্রেমিক! আবলার প্রতীক্ষায় তুমি এখানে বসে আছ, অথচ তোমার আবলা এখনো আসেনি। আন্নারার আবলা তো ছিল সরদারের কন্যা সরদারনি। তার পিতা, ভাই আর চাকর-বাকরের প্রহরায় থাকত সারাক্ষণ। তোমার নাহিলা তো জুবাইরের বাড়ির চাকরানি। বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে গেলে তাকে নিয়ে ভাবারও কেউ নেই। তবু কেন এত বিলম্ব করছে সে?’

BanglaBook.org

একটি টিলার ওপর উঠে দাঁড়াল ওয়াহশি। তারপর রাস্তার দিকে তাকাল। অন্ধকারে কোনো কিছুই তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কারও কোনো অবয়বও তার নজরে পড়ছে না। কোনো কিছুর আওয়াজও পাচ্ছে না। সবকিছু কেমন নিথর, নিস্তব্ধ। আকাশের তারাগুলো যেন মিটিমিটি করে ঠাট্টার ছলে তাকাচ্ছে তার দিকে। ওয়াহশি আবারও ভাবনার সাগরে ডুব দিল। আজকাল সবাই কেন যেন আল্লাহকে নিয়ে বেশি আলোচনা করে। শুধু ওয়াহশিই এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। মক্কার গণকেরাও আজকাল আল্লাহকে নিয়ে মেতে আছে। ইহুদি পণ্ডিতদের কথায়ও বেশ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। মুহাম্মদ তো বাদ্য-বাজনা ছাড়া কথা দিয়েই সবাইকে নাচাচ্ছেন। মক্কার সবখানে আজকাল আল্লাহকে নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা। কিন্তু ওয়াহশি এসব নিয়ে তেমন ভাবে না। সে নিজেকে নিয়ে বিভোর থাকছে দিনরাত। নিজের সত্ত্বা তার কাছে এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ওয়াহশি আবারও রাস্তার দিকে তাকাল। ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। নিরাশ হয়ে আবারও সাতপাঁচ ভাবে। হঠাৎ তার মনে হয়, কে যেন আসছে। তার বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখে, না, কেউই আসেনি। অপেক্ষার এই যন্ত্রণা আর কত সহ্য করা যায়? তার আবলা কেন আসছে না? এই অপদস্থ দাসীটাও কি তাকে অবজ্ঞা করছে? নাহ্, এভাবে তার ব্যাপারে কিছু একটা ভাবা ঠিক হচ্ছে না। হতে পারে মনিব বা মনিবের স্ত্রী তার ওপর কোনো কাজ চাপিয়ে দিয়েছে। এমনও হতে পারে যে সে অসুস্থ। নিজের থেকে কিছু অজুহাত তৈরি করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল ওয়াহশি। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তার। যত যা-ই হোক, এই নির্বোধ মেয়েটার আসা উচিত ছিল। ব্যাপারটা মাথা থেকে নামাতে পারছে না ওয়াহশি। যে করেই হোক বাস্তবতাটা তার জানতে হবে।

ছোট একটা পাথর হাতে নিয়ে দূরে ছুড়ে মারল সে। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনো অর্থ হয় না। সতর্ক পায়ে মক্কার পথ ধরল সে। সামনে তার পুরোনো মনিব জুবাইর ইবনে মুতইমের বাড়ি। এই বাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র সব তার চেনা। কিন্তু আজ এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে তার। এখান থেকে সর্বশেষ সে ক্রীতদাস হিসেবে বিদায় নিয়েছিল। আজ সে স্বাধীন। কিন্তু এই জড় বাড়িটার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তাকে দেখে একটা অভিনন্দনও জানাচ্ছে না। হামজার ঘাতক, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের শোক মর্সিয়ার রচয়িতাকে দেখেও কোনো ভাবান্তর নেই। ওয়াহশি সদর দরজায় মৃদু ধাক্কা

BanglaBook.org

দিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। চারপাশটা একবার ঘুরে দেখল সে। তারপর প্রাচীরের সবচেয়ে নিচু দেয়ালটি টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কাজটি করে মনে মনে বেশ আঘাত পেল সে। এটা তো ভদ্রলোকের শোভা পায় না। এ ধরনের কাজ ব্যক্তিত্বকে ছোট করে দেয়। বাড়ির লোকদের কাছেও এটা খুব নোংরা কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। ওয়াহশি নিজের ভেতরে একটা লজ্জা অনুভব করল। কিন্তু নাহিলা কেন এল না? যেকোনো মূল্যে তার আসল খবর জানা প্রয়োজন।

বেশি দিন হয়নি সে এ বাড়ির চাকর ছিল। দাসীরা কোথায় ঘুমায় তা তার ভালোভাবেই জানা আছে। সে অন্ধকারে টিপে টিপে পা ফেলতে লাগল। দক্ষিণের যে কামরাটায় দাসীরা থাকে, তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হালকা ধাক্কা দিল। এ কী কাণ্ড! ধাক্কা দিতেই বিকট শব্দে আওয়াজ করে উঠল দরজাটা। আওয়াজ পেয়ে আশপাশ থেকে বিছানা ছেড়ে দৌড়ে এল সবাই। মনিব জুবাইর ইবনে মুতইম ও তার সন্তানেরাও জেগে গেল। ওয়াহশি হতভম্ব হয়ে দরজার সামনে নিথর দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে নাহিলা একা নয়। তার সঙ্গে আরও কয়েকটি দাসী আছে। হঠাৎ আওয়াজে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাদের একজন 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করে উঠল। ওয়াহশি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তার চিন্তাশক্তি ফিরে আসতেই দেখতে পেল নাহিলা আতঙ্কে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। মুখে কোনো শব্দ নেই। পেছনে তার মনিব জুবাইর ইবনে মুতইম দাঁড়িয়ে আছে। তার কণ্ঠে আগুনঝরা ক্রোধ।

'এই অসময়ে এখানে তুই কেন এসেছিস, বল?'

ওয়াহশি মুখে কোনো আওয়াজ করার সাহস পেল না।

'ছোটলোক কোথাকার! দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকা যে অভদ্রতা, জানিস না?'

'মনিব!'

'চুপ, গোলামের বাচ্চা গোলাম! স্বাধীন হয়েছিস, কিন্তু তোর ভেতরটা বদলায়নি। সেই অপদস্থ গোলামের স্বভাবই রয়ে গেছে।'

'মনিব!'

জুবাইর তাকে সজোরে ধাক্কা দিল। দাসীদের ডেকে এনে বলল, 'একে ঘাড় ধরে এখান থেকে বের করে দাও।' তারপর ওয়াহশির দিকে ফিরে বলল, 'তোর কুৎসিত ওই চেহারাটা যদি আমি এই বাড়ির চতুঃসীমায় আরেকবার দেখি, তাহলে দেহ থেকে ধড় আলাদা করে ফেলব।'

BanglaBook.org

ক্রীতদাসরা ওয়াহশির ওপর অনেকটা হামলে পড়ল। জুবাইর তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, 'রাখো। আগে আমার জানা দরকার, এত রাতে ও এখানে কেন এসেছিল। এই! তুই কেন এসেছিলি? চুরি করতে? নাকি কারও ইজ্জত নষ্ট করতে? নাকি অন্য কোনো ফন্দি ছিল?'

ওয়াহশির দুই চোখে অশ্রু টলমল করছে। দেখে মনে হচ্ছে, অনেক কষ্টে সে কান্না আটকাচ্ছে। এবার সে মুখ খোলার সুযোগ পেল।

'মনিব! এই বাড়িটা তো আমার নিজের বাড়ির মতোই ছিল। সেদিনও তো আমি আপনার দাস ছিলাম। আমার জীবনের বিরাট একটা সময় আমি আপনার সেবায় কাটিয়েছি। সেই ভালোবাসা আমাকে এখানে টেনে এনেছে। দরজা বন্ধ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমি আমার সেই পুরোনো জায়গাটায় রাত কাটাতে চাই। একাকিত্ব আমার জীবনকে নরক বানিয়ে দিচ্ছে, মনিব। এ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই।'

জুবাইর এবার হেসে ফেলল। ওয়াহশির কথায় তার মন কিছুটা নরম হয়েছে। 'নির্বোধ হলেও তোর অন্তরটা স্বচ্ছ। সমস্যা নেই, যা। বাকি রাতটুকু তুই তোর পুরোনো সঙ্গীদের সঙ্গে কাটা, বেকুব কোথাকার!'

জুবাইরের ঠোঁটে ঠাট্টার হাসিটা অন্ধকারে হালকা বাতির আলোতে তেমন বোঝা গেল না। ওয়াহশি বলল, 'কৃতজ্ঞতা মনিব! আমার সৌভাগ্য যে আপনি আপনার প্রতি আমার ভালোবাসার জায়গাটা বোঝেন। এটাই আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করে।'

ভেতরে ভেতরে ওয়াহশি ক্রোধ ও জিঘাংসায় ফেটে পড়ছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এই মুহূর্তে জুবাইরের কণ্ঠনালিটা চেপে ধরতে। তাকে ধরণি থেকে ওপারে পাঠিয়ে দিতে। এই বাড়ি আর এর মালিকের প্রতি তার ক্ষোভ কতটা তীব্র, তা শুধু সে নিজে জানে। এই বাড়ির সেই লাঞ্ছনাকর স্মৃতিগুলো তাকে সারাটা জীবন পীড়া দিয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যা করল, তা ছাড়া আর বিকল্প কিছু করার ছিল না। এসব কিছু ওই মেয়েটার জন্য। ওই হতভাগিনীর প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার জন্য।

ওয়াহশি তার পুরোনো কামরায় সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে বসল।

'দাসত্বের জীবন তোর খুবই ভালো লাগে, তাই না?'

'আরে, এই ওয়াহশি তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত দাস। ওর স্বাধীনতা ভালো লাগবে কোত্থেকে?'

BanglaBook.org

'আমি যদি তোর জায়গায় হতাম ওয়াহশি! জীবনে এই বাড়ির ছায়াও মাড়াতাম না।'

ওয়াহশি এবার কপট রাগ দেখাল, 'নাদানগুলো! এবার একটু থাম। না হয় তোদের জিহ্বা কেটে দেব।'

তারা বিস্ময় নিয়ে কতক্ষণ ওয়াহশির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চুপচাপ যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই আজিব মানুষটার অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারে না তারা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

সূর্যের আলো স্পষ্ট হওয়ার আগেই ওয়াহশি তার মনিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এটুকু সময় তার বহু কষ্টে কেটেছে। দাসত্বের সেই লাঞ্ছনাকর জীবন থেকেও এই কিছুটা সময় আরও কষ্টকর। সবকিছু হয়েছে নাহিলা নামের মেয়েটার কারণে। সেই এখন ওয়াহশির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। অন্ধকারে নিমজ্জিত এই ধরায় একমাত্র আলোকরশ্মি।

এতক্ষণের যাতনা ভুলে থাকার জন্য বাড়িতে ফিরে ওয়াহশি মদের পেয়ালায় চুমুক দিল। কিন্তু জুবাইরের অপমানজনক কথাগুলো কি ভুলে থাকা যায়? সে এখনো তাকে অপদস্থ ক্রীতদাস বলে লজ্জা দিচ্ছে। তাহলে তার স্বাধীন হওয়ার আর কী অর্থ থাকল? এমন স্বাধীনতার জন্যই কি সে নিজের জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে আরবের একজন শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীকে গুপ্তহত্যা করেছে? একজন নবীর সঙ্গে শত্রুতা স্থাপন করেছে? এমন স্বাধীনতার জন্যই কি সে সারা জীবন হুমকির মুখে থাকবে? এই কি তার সব স্বপ্নের বাস্তবতা? তার সব আশার ফলাফল? তার স্বাধীনতার সম্মান আর মর্যাদা? এসব কিছুর মূল তার এই প্রেমিকা। একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া সবকিছু সে তার জন্য বিসর্জন দিতে পারে।

অবশেষে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেল ওয়াহশি। 'তুমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলে?'

নাহিলা তার কথার কোনো উত্তর দিল না।

'তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি নিজের বিবেকটা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম। তুমি এমন কে যে তোমার জন্য আমাকে এত কিছু করতে হলো? নিজের সম্মান আর মর্যাদা বিসর্জন দিতে হলো?'

নাহিলা এবারও কোনো উত্তর দিল না।

'তোমার বোঝা উচিত, আমি এখন তোমার মনিবের মতোই। আমার আর জুবাইরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নাকি তুমি এই চরম বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চাচ্ছ?'

কথার মধ্যখানে একবার ঢোঁক গিলে নিল ওয়াহশি। তারপর নাহিলার মুখোমুখি হয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'সেদিন সময়মতো এখানে আসোনি কেন তুমি?'

BanglaBook.org

'এখানে আসার মতো কোনো আগ্রহ ছিল না আমার।'

ওয়াহশির মনে হলো তার বুকে যেন কেউ তির নিক্ষেপ করল। 'এ কেমন কথা? তুমি কি তোমার মনিব জুবাইরকে এ কথা বলতে পারতে?'

'না, পারতাম না।'

'কেন পারতে না?'

'কারণ, তিনি আমার মনিব। অর্থ দিয়ে আমাকে কিনে এনেছেন। আমাকে লালন-পালন করছেন।'

'আর আমি? আমি কি তোমার মনিবের মতো নই?'

নাহিলা স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল, 'তুমি সেই অধিকার রাখো না।'

'আমি বলতে চাচ্ছি, যে তোমাকে ভালোবেসেছে তার অধিকার কি তার থেকে বেশি নয়, যে তোমাকে ক্রয় করেছে?'

নাহিলা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, আমার আর তোমার মধ্যে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তোমার মন বিলাসী সব চিন্তায় ভরে উঠেছে। সেখানে আমার অবস্থান আর আগের মতো নেই। আমি সেই বিনয়ী, একনিষ্ঠ, প্রেমিক ওয়াহশিকে হারিয়ে ফেলেছি, যার সঙ্গে আমি দুঃখ-কষ্টগুলো ভাগাভাগি করে নিতাম। সত্যি বলতে কী, আমি কোনো মনিব শ্রেণির লোককে ভালোবাসতে চাইনি।'

ওয়াহশি মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নির্বোধ মেয়ে কোথাকার! আমি এখন হয়তো স্বাধীন হয়েছি, দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছি, কিন্তু তোমার ভালোবাসার কাছে তো আমি সারা জীবন ক্রীতদাসই থেকে যাব।'

কাঁধে হাত রাখতেই নাহিলা ওয়াহশির হাত ঝাড়া দিয়ে দূরে সরে গেল।

'এসব কী হচ্ছে?'

'আমি জানি না। তুমি যুদ্ধে থাকা অবস্থায় আমি তোমাকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। তোমার কথাগুলো নিয়েও অনেক চিন্তা করেছি। আমার ভেতরে প্রচুর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তোমার সব কথাবার্তা কেমন বিভ্রাটপূর্ণ। সবকিছুতে কেমন একটা ধোঁয়াশা! তখন থেকেই আমাদের সুন্দর আকাশটায় মেঘ জমতে শুরু করেছে। সবকিছু কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। এর জন্য এতটুকু যথেষ্ট, তুমি একজন স্বাধীন ব্যক্তি আর আমি সামান্য দাসী।'

'অবোধ মেয়ে তুমি! তোমাকে এত কিছু নিয়ে কে ভাবতে বলল? কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমার। তুমি শুধু এখন থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববে। আমরা এখন সারা জীবন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করব। এতে আর

কোনো বাধা নেই আমাদের সামনে। আমি আমার অর্থ দিয়ে তোমাকে মুক্ত করে নেব। এতে তোমার মনিব যা চায়, তা-ই দিতে আমি প্রস্তুত।'

নাহিলা ঠাট্টা করে হেসে উঠল। 'তুমি আমাকে কিনে নেবে?'

'কেন? এতে সমস্যা কী?' ওয়াহশি দাঁড়িয়ে গেল। অশান্ত কণ্ঠে নাহিলাকে প্রশ্ন করল, 'সত্যি আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাচ্ছ। একটা কথাও আমার মাথায় ঢুকছে না। স্পষ্ট করে বলো তো, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা কি সেই আগের মতো নেই?'

'না, নেই।'

শব্দ দুটো বজ্রের মতো আঘাত করল ওয়াহশির কানে। গোটা পৃথিবী যেন কেঁপে উঠল। পা-জোড়া ভেঙে পড়তে চাইল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল।

'তুমিও তাহলে সবার মতোই আমাকে নিয়ে উপহাস করবে? আমার স্বাধীনতার বিরাট অর্জনটাকে ছোট করে বেড়াবে? আসলে তোমরা চাও, আমি যেন জীবনে ভালো কিছু না পাই। আমি যেন নির্বোধের মতো জীবন কাটাই। সবার মতো তুমিও এমন আচরণ করা কবে থেকে শিখলে? আমি যখন একটা অপদস্থ দাস ছিলাম, তখনো তুমি আমার আঙুলের ইশারায় চলতে। কিন্তু আজ আমি একজন স্বাধীন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার কথার কোনো পাত্তা দিচ্ছ না। কেন? বলো দেখি!'

'আমাকে চিন্তা করতে দাও।'

'কিসের চিন্তা? কেন?'

'দেখো ওয়াহশি! আমার মনিবও কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে বাধা দেন না।'

'বুঝেছি, তোমার মাথায় শয়তান চেপেছে।'

'হ্যাঁ, সেই শয়তানটা হলে তুমি। তুমি এখন কিছুই যেন বুঝো না। কোনো কিছুই তোমার নজরে পড়ে না। তোমার দুই চোখে আমি যে ভালোবাসা আর বিনয় দেখতে পেতাম, তা আর নেই। এখন সে দুই চোখ শুধু অহংকার, হিংসা আর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তোমার চেহারায় সেই সরলতাও আর নেই। দেখে মনে হয়, হিংস্র একটা মানুষ তুমি। তোমার কথাবার্তা পুরোটাই আমাকে রাগিয়ে তুলছে। কেমন আদেশের সুরে কথা বলছ। কোথায় আমার সেই পুরোনো ওয়াহশি, যাকে আমি ভালোবাসতাম? কোথায় সেই মানুষটা, যার ভালোবাসা আমার জীবনটাকে পরিপূর্ণ করে রাখত? অতীত আর বর্তমানের কী আকাশ-পাতাল তফাত!'

BanglaBook.org

ওয়াহশি রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'তুমি আসলে ওই অপদস্থ ক্রীতদাসটাকেই ভালোবাসো।'

'হ্যাঁ, আসলেই।'

'আসলে এটা তোমাদের ছোট জাতের স্বভাব। তোমাদের ছোটলোকি। আমার স্বাধীনতা তোমরা সহ্য করতে পারছ না। হিংসায় পুড়ে যাচ্ছ।'

'তুমি আসলে নিজেরটা খুব বেশি বুঝো।' নাহিলার কণ্ঠ রাগে ফেটে পড়ল।

'আমি?'

'তুমি ভালোবাসা নিয়ে ঠিক অতটুকুই ভাবো, যা তোমাকে তৃপ্ত করে। আমি তোমাকে খুব ভালো করে চিনি। যে করেই হোক তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাও। নিজের বড়ত্ব আর অহংবোধ খাটাতে চাও। আমি তোমার এসব খুব ভালোভাবেই জানি।'

'আমি!'

'তোমার কাছে সত্য-মিথ্যা বলতে কিছু নেই। ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছু বুঝো না তুমি।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'এই একই শব্দে এই কথাগুলো তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে।'

'আসলে তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি ওসব বলিনি।'

'তুমি নিজেকেই প্রথমে কষ্ট দাও। তারপর সব মানুষকেও দাও।'

ওয়াহশি নাহিলার সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করল। 'তুমি আমার জীবন, নাহিলা! আমার সবকিছুই তুমি।'

'আমাকে স্পর্শ করবে না বলে দিলাম, ওয়াহশি!'

পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল ওয়াহশি। 'আমি চাইলে তোমাকে পিষ্ট করতে পারি।'

'একটুও পাগলামি করবে না বলে দিলাম।'

'মানে?'

'আমাকে নিজের মতো থাকতে দাও।'

ওয়াহশি দুই হাতে তাকে জড়িয়ে নিতে চাইল। নাহিলা প্রাণপনে বাধা দিতে দিতে আপত্তি জানাল। ওয়াহশি তারপরও জোর করতে লাগল। নাহিলা এবার কঠোর হলো, 'জানোয়ার কোথাকার!'

'এসব পাগলামি করলেই আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না, জনাবা। আজ কোনো রেহাই নেই।'

BanglaBook.org

নাহিলা তাকে প্রাণপণে বাধা দিয়েই যাচ্ছিল। 'তোমার এমন স্বাধীনতা আর এসব চিন্তা-ভাবনাকে নিকুচি করি আমি।'

ওয়াহশি এবার রাগে ছিটকে পড়ল। 'বুঝেছি। এখানে তৃতীয় কোনো লোক ঢুকে গেছে।'

'হ্যাঁ, এটাই সত্যি।'

ওয়াহশি চোখে ধোঁয়াশা দেখতে লাগল। সারা দুনিয়া যেন তার মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। তার হাত-পা শীতল হয়ে এল। বুকের ভেতর ভারী কিছু একটা চেপে বসল। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'কে সে?'

'মুহাম্মদ।' নাহিলার কণ্ঠে বিস্ময়কর দৃঢ়তা।

ওয়াহশি চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

'আমি সাক্ষ্য দিই যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল।'

ওয়াহশি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মাটিতে বসে পড়ল ধপাস করে। তার চোখজোড়া বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে। কিছু বলতে গিয়েও গলায় আটকে এল তার কথা। সে নাহিলার কণ্ঠ শুনতে পেল, 'ওয়াহশি! মুহাম্মদের কালিমা অসহায় আর বঞ্চিত মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। তার ধর্মের মূলকথা হচ্ছে একনিষ্ঠতা। যদি তার এই ধর্ম গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, তবে শান্তির শেষ থাকবে না। মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারবে।'

ওয়াহশি হতভম্ব স্বরে বলল, 'কিন্তু তোমার একটু আগের কথা তো তা বোঝাচ্ছে না। অতীতেও তুমি কখনো এ ধরনের কথা বলোনি। তোমার আচরণেও তেমন কিছু দেখা যায়নি। আমার সঙ্গে এত লুকোচুরি খেলা তুমি কোত্থেকে শিখলে?'

'এ আলো হঠাৎই আমার ভেতর আলোকিত করে ফেলেছে। এটা সত্য যে, এসব চিন্তা আমার ভেতরে আগে থেকেই ছিল। সেই চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে ডালপালা ছড়িয়েছে। একসময় বিশ্বাসের বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে আবারও বলতে শুরু করল, 'তুমি শুধু তোমার নিজের স্বাধীনতা নিয়েই ভাবো। তোমার সবকিছু তোমার নিজের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের সমগ্র দাস সম্প্রদায়ের জন্য কোনো কিছু করার কথা তুমি কি কখনো ভেবেছ? ভাবোনি। অবশ্য তোমার আর দোষ কিসে? অধিকাংশ মানুষই তোমার মতো আমাদের এমন অবস্থা দেখতে পছন্দ করে। একজন ওয়াহশি কিংবা দশজন ওয়াহশি স্বাধীন হয়ে গেলেও গোলাম সম্প্রদায় এ অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে না। এর জন্য গোটা সমাজকে পরিবর্তন করতে

BanglaBook.org

হবে। গোটা জীবনব্যবস্থাকে বদলে দিতে হবে। আর সেই পরিবর্তন শুরু হতে হবে আমার নিজের এখান থেকে এখান পর্যন্ত।' নিজের মাথা ও বুকের দিকে ইশারা করল নাহিলা। ওয়াহশির হতভম্ব ভাব এখনো কাটেনি। সে বলল, 'আচ্ছা, আমি যুদ্ধে যাওয়ার আগে তুমি এসব কথা বললে না কেন?'

'তখন সবকিছু অনুকূলে ছিল না। আর আমার ভেতরেও এখনকার মতো দৃঢ়তা ছিল না।'

ওয়াহশি দুই হাতে তালি বাজাল। বিদ্রূপের সুরে বলল, 'অবোধ দাসীও দেখছি আমাকে দর্শন শোনাচ্ছে।'

'আমি দর্শনের কিছুই জানি না, ওয়াহশি। এ কথাগুলো আমি কেবল শুনেছি আর বিশ্বাস করেছি। এখন তোমার কাছে তা পৌঁছে দিলাম।'

নাহিলার কথা শুনে ওয়াহশির রাগ উঠছে প্রচণ্ড। কিন্তু রাগটাকে প্রকাশ হতে দিল না। 'তুমি অনেক উপযুক্ত সময়ে মুসলমান হয়েছ। ইচ্ছে করলে এখনই মুহাম্মদের কাছে চলে যেতে পারবে। গিয়ে উহুদের বিরাট বিজয়ও উদ্‌যাপন করতে পারবে।'

উপহাস ঝরে পড়ল তার কথা থেকে। নাহিলা কিছুটা নিচু স্বরে জবাব দিল, 'আমি জানি, কুরাইশরা এবার জিতে গেছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় মুমিনদেরই হবে।'

'এসব কথার কোনো যুক্তি নেই।'

'আল্লাহর কথার ওপর কোনো যুক্তির প্রয়োজন নেই। এটা ওহি। ঈমানদাররা ওহির কথা বিনা যুক্তিতে বিশ্বাস করে। আর আমি একজন ঈমানদার, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদের প্রতি আমার বিশ্বাস অবিচল। এসব কথা নিয়ে আমার ভেতরে কোনো দ্বিধা নেই।'

ওয়াহশি এবার শক্ত করে নাহিলার হাত ধরে বসল। 'নাহিলা, এসব কথা তোমাকে কে শেখাল?'

'মক্কায় এমন অনেক নারী-পুরুষ আছেন, যাঁরা গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন।'

'তোমার মনিবকে আমি সবকিছু বলে দেব। ধর্ম ত্যাগের মজা তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবে। মেরে রাস্তায় লটকিয়ে রাখবে।'

'এটা কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের কাজ হবে, ওয়াহশি? তোমার স্বাধীন জীবনের সূচনা তুমি বিশ্বাসঘাতকতা আর অন্যদের বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে হরণ করার মাধ্যমে করবে? আমি আমার গোপন কথা তোমাকে এ জন্য বলেছিলাম যে তুমিও ইসলামের প্রতি আগ্রহী হবে। কিন্তু তুমি...।'

BanglaBook.org

নাহিলার কথা শেষ হতে দিল না ওয়াহশি, তার আগেই কোনো কিছু না বলে মক্কার দিকে ফিরে যেতে লাগল। ঘন অন্ধকারে সে কোন দিকে যাচ্ছে, নিজেই ঠাহর করতে পারছে না। তার মনে হলো, এমন বিস্ময় আর কষ্টে ভরা জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই অনেক সুখের ছিল। নতুন বাড়িতে পৌঁছে সে নিজেকে আর কোনো চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিল না; মদের পেয়ালায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দুঃসহ এ যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবন থেকে পরিত্রাণের বৃথা চেষ্টায় মনোনিবেশ করল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাত

আঁধারে ঘেরা এ জগতে বেঁচে থাকার সর্বশেষ অবলম্বন-প্রদীপটাও নিভে গেল দপ করে। কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়া এভাবে নিভে যাওয়া কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? আঘাতটা এখান থেকে আসবে ওয়াহশি কল্পনাও করতে পারেনি। তার বিশ্বাস ছিল, যে যা-ই করুক, অন্তত নাহিলা কখনো তার সঙ্গে গাদ্দারি করবে না। মরুভূমির মতো এ জীবনটায় সে-ই তো ছিল একমাত্র ছায়া। জীবনের তীব্র তাপদাহে যেখানে সে সামান্য আশ্রয় পেত। ছায়াটুকু ওভাবে সরে যেতে পারল? আশ্রয় বলতে তো তবে জীবনে আর কিছু বাকি রইল না। এমন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো মানে আছে আর? জীবনের মানে যদি হয় বিশ্বাসঘাতকতা, গাদ্দারি আর প্রবঞ্চনা, তাহলে ওয়াহশি কেন সবার সঙ্গে তা-ই করছে না? সে কেন তার পুরোনো মনিব জুবাইরের কাছে গিয়ে বলে দিচ্ছে না যে নাহিলা ধর্ম ত্যাগ করেছে, নিজের মনিব ও কুরাইশ নেতাদের ধর্ম ছেড়ে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে? জুবাইর যখন তাকে পিষ্ট করবে, তার হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে, শান্ত-কোমল দেহ থেকে রক্ত ঝরাবে, তখন কী আনন্দটাই না পাবে ওয়াহশি! ধর্মত্যাগী অন্যান্য দাস-দাসীও তার অবস্থা দেখে শিক্ষা পেয়ে যাবে। বুঝতে পারবে, পৃথিবীতে জীবনের কী মূল্য। মুহাম্মদের ধর্ম, মতবাদ আর আদর্শের চেয়ে কত মূল্যবান জীবন। সামান্য এক দাসী তার বিশ্বাস নিয়ে আনন্দে জীবনযাপন করবে আর ওয়াহশি স্বাধীন হয়েও অশান্তি-অন্তর্দহনের মর্মজ্বালা সয়ে সয়ে দিন গোজরান করবে? এটা তো হতে পারে না। মেয়েটা সামান্য এ বয়সে, চারদিকে যখন কঠিন পরিস্থিতি বিরাজমান, মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবল কী করে? আশপাশের নির্যাতনের চিত্র কি তাকে এ থেকে বাধা দিল না? নাকি এসব দেখেই সে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ হলো?

ওয়াহশি কল্পনা করতে লাগল, মনিব জুবাইর ব্যাপারটা জানলে নাহিলার ওপর অত্যাচারের মাত্রা কত ভয়ংকর হবে। সূর্যের উত্তাপ আর চাবুকের আঘাতে তার শরীরের চামড়াগুলো ঝলসে যাবে। মক্কার দুষ্ট ছেলের দল তার গায়ে থুতু ছিটাবে। পাথর নিক্ষেপ করবে। চতুর্মাত্রিক নির্যাতনের নিষ্পেষণ একের পর এক চলতে থাকবে তার ওপর।

ভাবতে ভাবতে ওয়াহশি শিউরে উঠল। ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার। নাহিলার প্রতি কোথা থেকে যেন সর্বপ্লাবী এক ভালোবাসার ঢেউ উছলে উঠছে তার হৃদয়ে। একসময় তো সে তাকে সর্বান্তকরণে ভালোবেসেছিল। এখন যে ভালোবাসে না, তা-ও তো বলা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা আড়াল পড়ে গেছে, এই যা।

নাহিলার কাছে এখন তার নতুন ধর্ম নিজের জীবনের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। ধর্মের জন্য সে নিবেদিতপ্রাণ। মুহাম্মদের নির্দেশ পেলে নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। অথচ ওয়াহশির চোখে পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান হলো তার স্বাধীনতা ও ভালোবাসা। এ দুই জিনিস ছাড়া তার বেঁচে থাকা অনর্থক। এখানেই দুই হৃদয়ের সংঘাত। যে সংঘাত একজনকে অপরজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। উভয়ের মধ্যে এখন যেন শত আলোকবর্ষের দূরত্ব। দুজনের কারও পক্ষেই এ দূরত্ব অতিক্রম করে আরেকবার মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে এখনই চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে, এমনও নয়।

ওয়াহশির ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে বিরহের আগুন। আত্মঅহমিকা তার ভেতরটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। একাকিত্বের যন্ত্রণা জীবন্ত লাশে পরিণত করেছে তাকে। দাসত্বের জীবন এর চেয়ে অনেক বেশি আনন্দের ছিল। আচ্ছা, তার পক্ষে কি ভালোবাসা ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল? না, কখনোই নয়। ভালোবাসা ছাড়া তার হৃদয়টা খাঁ খাঁ গোরস্তান। নাহিলা, তার প্রিয়তমা কিছুতেই অন্যের হতে পারে না। অন্য কোনো পুরুষ তার হৃদয়ে জায়গা পেতে পারে না। মুহাম্মদের প্রতি নাহিলার যে ভালোবাসা, তা নিয়ে ওয়াহশির কোনো শঙ্কা নেই। কারণ, মুহাম্মদ নাহিলার কাছে একজন পিতা ও শিক্ষকের মতো। যিনি নিজেকে খোদাপ্রেরিত নবী হিসেবে দাবি করেন। হামজাকে হত্যা করার কারণে মুহাম্মদের প্রতি একটা ভয় থাকলেও তাঁর চিন্তা ও সংস্কার-আন্দোলন ওয়াহশিকে বেশ প্রভাবান্বিত করেছে। নাহিলাকে দেখে সে অবাক হয়, মুহাম্মদ হয়তো তাকে এখনো চেনেনই না। অথচ সে নিজেকে তাঁর মতাদর্শের জন্য সর্বান্তকরণে সঁপে দিয়েছে।

হায়, নাহিলা! তুমি যদি জানতে তোমার বিরহ আমাকে কীভাবে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে! স্বাধীনতার অসীম আনন্দও আমার কাছে কেমন বিষাদময় ঠেকছে। এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। নাহিলা, আমার এ বিষাদ-বিরহ, এ অসহ্য যাতনার কথা তুমি কি জানতে পারবে কখনো?

BanglaBook.org

এক সন্ধ্যায় পুরোনো বন্ধু সুহাইলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওয়াহশির। সুহাইল তায়েফের ব্যবসায়ী। ওয়াহশির পরিবর্তন তার চোখ এড়াল না। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে যে ভালো নেই। কোনো কিছুর ওপরই যেন সে স্থির থাকতে পারছে না। তার দুই ঠোঁট যেন হাসতে ভুলে গেছে। সুহাইল পেরেশান কণ্ঠে বলল, 'ওয়াহশি, কী হয়েছে, এই অবস্থা কেন তোমার?'

'বিরহ...বিচ্ছেদ...। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আমাকে শেষ করে দিচ্ছে, দোস্ত।'

'বিচ্ছেদ! কার বিচ্ছেদ?'

'প্রিয়তমার।'

'এ কী বলছ, ওয়াহশি? তুমি তো এখন স্বাধীন হয়ে গেছ। তারপরও প্রিয়তমার বিরহ কেন?'

'আসলে অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার। ভাগ্যদেবতা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, অবাক তো হওয়ারই কথা।'

'ন্যাকামি বাদ দাও। ঘটনা কী, খুলে বলো তো!'

বন্ধুকে নিয়ে নির্জন একটা জায়গায় গিয়ে বসল ওয়াহশি। তারপর বলল, 'মুহাম্মদ, মুহাম্মদই আমার বিচ্ছেদের কারণ। এ অবস্থার জন্য এ লোকটাই একমাত্র দায়ী।'

'মুহাম্মদ তো মদিনায়। তিনি দায়ী হতে যাবেন কেন?'

'নাহিলা মুসলিম হয়ে গেছে, সুহাইল।'

'মুসলিম হলো তো কী? ইসলাম তো ভালোবাসাকে মিটিয়ে দিতে পারে না। আমি যতটুকু জানি, মুসলিম নারীরা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।'

'আসলে আমাদের বিশ্বাসই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে।'

'তুমি তো জানো, মুহাম্মদের মেয়ে জয়নব তাঁর স্বামী আবুল আসের সঙ্গে এখনো সংসার করছেন। অথচ আবুল আস অমুসলিম। যেখানে মুহাম্মদের নিজের কন্যা এমন করছেন, সেখানে নাহিলা কেন তোমাকে ছেড়ে যাবে?'

সুহাইলের দিকে ফিরে তাকাল ওয়াহশি। 'তুমি হয়তো ভুলে গেছ, বদরে আবুল আস বন্দী হলে মুহাম্মদ তাঁকে এ শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন যে তিনি মুহাম্মদের কন্যাকে ফিরিয়ে দেবেন। জয়নব মদিনায় চলে গেছে।'

'কিন্তু মক্কায় তো এখনো এমন অনেক নারী আছে, যারা মুহাম্মদের প্রতি ঈমান রাখে। অথচ তাদের স্বামীরা মুসলিম নয়। তারা তো তাদের স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বসবাস করছে।'

BanglaBook.org

'বন্ধু! নাহিলার ব্যাপারটা ভিন্ন। মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আচমকা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। সে এখন ভালোবাসা, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তার বিশ্বাসকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে।'

'মেয়ের সাহস কত!'

'কয়েক দিনার মূল্যের সামান্য এক দাসী, কিন্তু তার দুঃসাহস দেখেছ?'

সুহাইল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'ওয়াহশি! বাস্তবতা হলো, মক্কার মানুষের জীবনযাত্রা ইদানীং বেশ অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় কিছু ঘটনা তাদের মনোজগতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আর এটা নিশ্চিত কথা যে, উহুদে যদিও মুহাম্মদের বাহিনী পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারপরও তারা এখনো মক্কাবাসীর প্রধান আতঙ্ক। মুহাম্মদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন মানুষের ওপর জাদুমন্ত্রের মতো প্রভাব ফেলছে। তাঁর কথাগুলো মানুষ হৃদয়ঙ্গম করছে। তাদের ভেতরে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলে এসেছে।'

ওয়াহশি বিস্ময়ভরা চোখে সুহাইলের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, সুহাইল? মুহাম্মদ কি সত্যি সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বর?'

হো হো করে হেসে উঠল সুহায়েল। হাসিটা কোনোমতে থামিয়ে বলল, 'তুমি তো দেখছি স্ববিরোধী কথা বলছ। অথচ তুমিই তো একদিন আমাকে বলেছিলে, জীবনে সত্য-মিথ্যা ও বৈধ-অবৈধ বলতে কিছু নেই। শক্তিই জীবনের সবকিছু।'

অস্থিরভাবে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল ওয়াহশি, যেন মাথা থেকে কোনো কিছু ঝেড়ে ফেলতে চাচ্ছে। চোখে-মুখে সীমাহীন পেরেশানির ছাপ। 'আমি অস্থিরতার যন্ত্রণায় ভুগছি, সুহাইল! কী করছি, কী ভাবছি, নিজেরই বোধগম্য হয় না।'

'দোস্ত! কুরাইশদের দাবি মুহাম্মদ মিথ্যার ওপর আছেন। কারণ, তিনি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণাকে তাচ্ছিল্য করেছেন। আর মুহাম্মদের দাবি–তিনি সত্যধর্ম নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, বাপ-দাদাদের কর্মকাণ্ড কোনো মানদণ্ড নয়। তিনি তাঁর মতবাদ ও বাপ-দাদার ধর্ম–দুটোকে যুক্তির মানদণ্ডে দাঁড় করান। নিজের পক্ষে কিছু স্পষ্ট যুক্তি পেশ করেন। বলেন, মানুষের স্রষ্টাই তাদের প্রকৃত মুক্তির পথ সম্বন্ধে অধিক অবগত। তাই মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে তাঁকে তিনি রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর ওপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। এবার তুমি বিবেচনা করে দেখতে পারো, কাদের দাবি সঠিক–কুরাইশদের, নাকি মুহাম্মদের।'

BanglaBook.org

'আমি বিবেচনা করব?'

'কেন নয়? তুমি তো এখন স্বাধীন।'

'এই স্বাধীনতাই তো আমাকে শেষ করে দিল, সুহাইল!'

'প্রত্যেক স্বাধীন মানুষেরই কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। তুমি সে দায়িত্ব সম্পর্কে, তোমার অজ্ঞতার কারণে হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে, বেখবর হয়ে আছো। এ জন্য তোমার এত পেরেশানি।'

'হায়, কী বিপদ! আমি মরছি পেরেশানিতে আর তুমি শোনাচ্ছ নীতিকথা! তোমার নীতিকথা রাখো। কী করব এখন, সেটা বলো। আমার সমস্যার যে কোনো সমাধানই মিলছে না। স্বাধীন তো হলাম, কিন্তু অস্থিরতা আর কষ্ট তো বাড়ছে বৈ কমছে না।'

'অস্থিরতা তো এখন কেবল তোমার প্রেমিকা নিয়ে, তাই না? নাকি আরও কিছু আছে?'

'না, আর কিছু না, তাকে নিয়েই যত পেরেশানি। যত ভাবনা, কেবল তাকে ঘিরে। সে রাতে অন্ধকারের ভেতরেও তার উজ্জ্বল মুখটা জ্বলজ্বল করছিল। আশ্চর্যজনক দৃঢ়তা ছিল তার প্রতিটা উচ্চারণে। তার কথায় এমন দৃঢ়তা এর আগে আমি কখনো দেখিনি। কণ্ঠে ভয়ের কোনো লেশ ছিল না। ছিল না কোনো দ্বিধাও। কথা শুনে মনে হচ্ছিল, একজন আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ সে। হৃদয়টা যেন শান্ত জলের মতো স্থির। যেন তার জীবনতরি কোনো নিরাপদ বন্দরে নোঙর করেছে। যেন মুহাম্মদের প্রতিশ্রুত জান্নাতে তার দেহের অর্ধেক প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।'

সুহাইল এবার নরম সুরে বলল, 'দোস্ত! প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছে তোমার প্রেমিকা। এ জন্যই সে এত দৃঢ়চেতা, এত স্থির, আত্মপ্রত্যয়ী আর প্রশান্ত হতে পেরেছে।'

'তার মানে তুমি বিশ্বাস করো ও সত্যের ওপর আছে!' ওয়াহশির চেহারায় বিস্ময়ের চিহ্ন।

'আসলে তোমার-আমার বিশ্বাস দিয়ে তো তার কিছু যায়-আসে না; সে তার বিশ্বাসকে বুকে লালন করে তৃপ্তি পাচ্ছে—এটাই বড় কথা।'

'সত্য-মিথ্যা কি তাহলে যার যার নিজের কাছে?'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপারটা তেমনি মনে হয়; যতক্ষণ মানুষ তার স্বার্থ আর প্রবৃত্তির পূজা করে আর নিজের মনগড়া কিছু নিয়ে ডুবে থাকে।'

'কিন্তু প্রকৃত সত্যের তাহলে কী হবে? এর সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে?'

BanglaBook.org

সুহাইল আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'ওখানে তালাশ করো। পরম উপাস্যের কাছে।'

'কোন উপাস্য? মুহাম্মদের, ইহুদিদের, নাসারাদের, নাকি কুরাইশের?'

'উপাস্য একজনই হন, ওয়াহশি!'

'মানুষ তাহলে কেন মতবিরোধ করে? আর কেনই-বা প্রতিটি দল দাবি করে যে, কেবল তারাই সঠিক পথের অনুসারী?'

'তুমি নিজের মতো করে ভাবো। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি বলতে পারব না।'

'আমি কিছু ভেবে পাই না।'

'তাহলে তুমি অসুস্থ, ওয়াহশি!'

'তাহলে তুমিও অসুস্থ..।' ওয়াহশি সুহাইলের হাত চেপে ধরল। হতাশা আর দ্বিধা ঝরে পড়ছে তার কণ্ঠ থেকে : 'তোমার কাছে কোন মতবাদটা সত্য বলে মনে হয়, বলো তো!'

'আমিও তোমার মতোই। ভেবে কোনো কূলকিনারা পাই না।'

'কিন্তু তোমার চিন্তাশক্তি তো প্রখর। জ্ঞান-বুদ্ধিও আমার চাইতে অনেক বেশি। তুমি একটা সুরাহা করতে পারবে এর।'

সুহাইল এবার ঠাট্টা করে উত্তর দিল, 'আসলে জ্ঞানীরা নতুন কোনো আহ্বানে সাড়া দিতে একটু দেরি করে।'

'কেন, কেন?'

'কারণ, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থেকেই তাঁদের অনেক সময় কেটে যায়। বেশি চিন্তা করার ফলে তাঁদের ভেতর দ্বিধা-সংকোচ বাসা বাঁধে। মস্তিষ্কে কেমন অলসতা বিরাজ করে। সমাজের সবচেয়ে বিবেকবান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সিদ্ধান্তশক্তি হয় সবচেয়ে দুর্বল। কারণ, বিবেকই সবকিছু নয়, ওয়াহশি!'

ওয়াহশি হতাশ হলো সুহাইলের দার্শনিক কথাবার্তায়। 'মাথামুণ্ডু কিছু বুঝে আসে না তোমার কথার। মানুষ তো ধর্ম ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে।'

'অসম্ভব ওয়াহশি! মূল্যবোধ মানুষের স্বভাবজাত জিনিস। ধর্ম তো সেই মূল্যবোধেরই সমষ্টি।'

ওয়াহশি খানিকটা আনমনা হয়ে গেল এ কথায়। বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু আমার ভেতরে তো মূল্যবোধ বলতে কিছু নেই।'

BanglaBook.org

'তাহলে তুমি পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারোনি।'

এ কথায় সচকিত হয়ে উঠল ওয়াহশি, তার স্বাধীন সত্তার কোথায় যেন খোঁচা দিল কথাটা। খানিকটা প্রতিবাদী গলায় বলল, 'দেখো, আমি এখন আর অপরিপূর্ণ নই। পরিপূর্ণ স্বাধীন একজন মানুষ। আমার নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে। কর্মক্ষমতা আছে।'

'যদি তুমি নিজেকে পরিপূর্ণই দাবি করতে চাও, তাহলে নিজের ভেতর মূল্যবোধ তৈরি করো।'

'আমি উপাস্য নই। আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে বিবেক দিয়েছেন। আমি নিজে কিছু তৈরি করিনি।'

সুহাইল মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'বিবেকের কাছে কিছু কষ্ট আর দুশ্চিন্তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া মানুষের বিবেকও তো সীমাবদ্ধ, ওয়াহশি! যদি তা না হতো, তাহলে মানুষ খুব সহজেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়ে যেত। মানবতার ইতিহাসে তো বিবেকের বিকৃতির সংখ্যা কম নয়। তাই আল্লাহ মানুষের বিবেককে নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজের পক্ষ থেকে মূলনীতি দিয়েছেন। সেই মূলনীতিই মানুষের বিবেককে আলোকিত করতে পারে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, আল্লাহ বিবেক দান করেছেন। আবার বিবেকের সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে নিয়ন্ত্রণের নীতিমালাও দিয়ে দিয়েছেন।'

'বরং আল্লাহ মানুষকে হাতে-কলমে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। এখন যার ইচ্ছা তাকে মেনে নেবে। যার খুশি অস্বীকার করবে। তিনি কাউকে চাবুক মেরে তা স্বীকার করাতে বাধ্য করবেন না। আল্লাহর কথা স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন।'

সুহাইলের কথায় হঠাৎ ওয়াহশি রেগে গেল, 'তুমি দূর হও আমার থেকে। আমার কষ্ট আর অস্থিরতা তুমি শুধু বাড়িয়েই দিচ্ছ। তুমি বোঝো খুব বেশি। অথচ তুমি নিজেই স্থিরভাবে কোনো অবস্থান গ্রহণ করছ না।'

'আমিও তোমার মতোই কষ্টে আছি, ওয়াহশি! তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমার কাছে তোমার প্রয়োজন আছে। তোমার কাছেও আমার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়েই স্বর্গ আর নরকের মধ্যস্থলে অবস্থান করছি। আমাদের হয়তো সত্যের পথে যেতে হবে। নতুবা মিথ্যার। হয়তো আমরা পরম সত্যের সন্ধান পাব, নয়তো হারিয়ে যাব মিথ্যার অতল অন্ধকারে। কিন্তু জীবন আমাদের তার গলিপথে বিভ্রান্ত পথিকের মতো ঘোরাচ্ছে।'

ওয়াহশি জোরে চিৎকার দিল, 'আমার থেকে দূর হও। আমি এখন আর কাউকে সহ্য করতে পারছি না।'

BanglaBook.org

সুহাইল চলে গেল। ওয়াহশি বসে রইল রাস্তার পাশে। একাকী। নিজের ওপর প্রচণ্ড হতাশ সে। দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার গণ্ডদেশ বেয়ে। হৃদয় আঙিনায় তখন তুমুল ঝড় বইছে–হায় আবলা আমার! তুমি আমার প্রতি অনেক বড় অবিচার করেছ। তুমি আমাকে অনবরত হত্যা করছ। আমাদের স্মৃতিময় সেই দিনগুলো তুমি এত সহজে ভুলে গেলে! হায়, তোমার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হতো! জীবনের কঠিন দিনগুলোতে তুমি যদি আমাকে সাহস দিয়ে বাঁচিয়ে না রাখতে! তোমার মুখের কয়েক ফোঁটা মধু খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে পিপাসায় মরে যাওয়াই আমার জন্য ভালো ছিল। তাহলে জীবনের এই দুঃসহ যন্ত্রণা অন্তত আমাকে সইতে হতো না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আট

ওয়াহশি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল, সে নিজেকে নতুন কোনো বন্ধনে আর আবদ্ধ করবে না। হোক সেটা আল্লাহ প্রদত্ত কোনো রিসালাতের বন্ধন। সে এখন নিজেকে সব বাঁধন থেকে মুক্ত রাখতে চায়। মুক্ত হতে চায় মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে একটি পা ফেলতেও আর রাজি নয়। এমনকি নাহিলার প্রতি ভালোবাসাও তাকে নতুন কোনো বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না। তবে মেয়েটার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সে তার ভালোবাসার বিশ্বাসকেও নষ্ট করতে চায় না। মনিব জুবাইরের কাছ থেকে তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা গোপনই রাখবে সে। তবুও তার ভেতরটা স্থির হয় না। কষ্টে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। কষ্ট ভুলে থাকার উপকরণটা খুঁজতে থাকে মনে মনে। নাহ্, শুধু মদ তার কষ্ট ভোলানোর জন্য যথেষ্ট নয়। নাহিলার সঙ্গে সম্পর্কটা খারাপ হওয়ার পর থেকে বিয়ের কথাও আর ভাবছে না সে। কিন্তু যৌবনের তাড়না তাকে নাড়া দেয়। মক্কার এক পতিতার কথা তার মনে পড়ে। মহিলাটা তার মতোই বংশপরিচয়হীনা। পেশাদার পতিতা হলেও তার ভেতর দুঃখ ভুলিয়ে রাখার এক জাদুকরি শক্তি আছে। ওয়াহশি যতবারই তার দুয়ারে গিয়েছে, কষ্ট ভুলে ফিরেছে। আজকের কষ্ট ভুলতেও সে রুমিয়ার দুয়ারে ছুটল।

মধ্যরাতে রুমিয়ার দুয়ারে করাঘাত করল ওয়াহশি। কষ্ট, বিরহ আর মদের প্রভাবে সে গভীর ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে। পৃথিবীর সকল নৈতিকতা আর মূল্যবোধ পানিতে ডুবে মরুক। আগুনে পুড়ে ছাই হোক সবকিছু। তার সামনে আর কোনো পথ নেই। সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তিক্ততায় ভরা এই জীবনটা নিয়ে সে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছে। তার শক্তি আছে। সম্পদ আছে। স্বাধীনতা আছে। সে তাই কষ্ট ভুলতে যা ইচ্ছা করতে পারে। কার কী তাতে!

'বহুদিন পর এই অভাগিনীর দুয়ারে যে ওয়াহশি?' মোহময় কণ্ঠে প্রশ্ন করল রুমিয়া।

'ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্নে ডুবে ছিলাম, রুমিয়া!'

'দুঃস্বপ্ন কি ভেঙেছে?'

'স্বপ্ন ভেঙে জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ সময়ে পা রেখেছি।'

BanglaBook.org

'কেন?'

'রুমিয়া! আমি ওকে আমার হৃদয়টা দিয়ে দিয়েছিলাম। সত্যিই আমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসি।'

রুমিয়া ঠাট্টার সুরে হেসে উঠল, 'সেই পুরোনো গল্প আবারও?'

'বিরহ রুমিয়া! বিরহ।'

'আমি জানি।'

'জীবনের সব স্মৃতি সে এত সহজেই ভুলে গেল?'

'হ্যাঁ, কারণ সে একজন নারী।'

'আমার সব স্বপ্ন, সব আশা এক পলকেই গুঁড়িয়ে দিল।'

'তুমিও তো একজন পুরুষ। নতুন করে সব গড়ে তোলো!'

'কিন্তু আমি যে বিধ্বস্ত, পোড়া ছাই হয়ে গেছি!'

'মেয়েরা এমন করবেই। তাই পুরুষেরও এমন করা উচিত।'

'কিন্তু আমি তো ওর প্রতি কোনো অবিচার করিনি।'

'তোমার ওসবের কোনো গুরুত্ব ছিল না তার কাছে।'

'তাহলে কিসের গুরুত্ব ছিল, রুমিয়া?'

'তোমাকে ভুলে যাওয়াই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

'কীভাবে সে পারল এটা?'

'ওসব বাদ দাও। তুমি এখন যা করছ, সেটাই সমাধানের পথ। নিজেকে তুমি ব্যস্ত রাখো। অবসর সময়গুলোতে কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকো। তোমাকে তার বিকল্প খুঁজে পেতে হবে। তাহলেই বিরহের জ্বালা থেকে তোমার মুক্তি মিলবে। এভাবে বিষণ্ন সময় কাটিয়ে কী লাভ?'

'আসলে আমি তোমার ধারণার চেয়েও বেশি বিষণ্ন।'

'আমি জানি। আমার দুয়ারে অনেক বিষণ্ন মানুষ তাদের প্রশান্তি ফিরে পায়। হয়তো আমি পেশাদার পতিতা। কিন্তু আমার একটা আলাদা আবেদন আছে।'

'একজন পতিতারও আলাদা আবেদন থাকতে পারে?'

'কেন পারে না, ওয়াহশি? আমি এখানে কত দুঃখী মানুষের চোখের অশ্রু মুছে দিই। কত মানুষকে কষ্ট ভুলে থাকার বিকল্প বাতলে দিই। কত প্রেমের জ্বালা মেটাই। ভাঙা মন জোড়া লাগাই। ভালোবাসা আর প্রেম দিয়ে নতুন করে বাঁচতে শেখাই। আমি মানুষকে দিই অনেক বেশি, কিন্তু পারিশ্রমিক নিই খুব সামান্য। কখনো কখনো বিনা মূল্যেই দিয়ে যাই।'

BanglaBook.org

ওয়াহশি মদের পেয়ালা আরেকবার হাতে তুলে নিল। তারপর মন খুলে হাসতে লাগল। রুমিয়া মুচকি হেসে বলল, 'হাসছ কেন?'

'তুমি কি সোজাসাপ্টা কথা পছন্দ করো?'

'কপটতা আমি ঘৃণা করি।'

'সুন্দর। তুমি তোমার বৈশিষ্ট্য বললে। এটা অবশ্যই আশ্চর্যজনক। তুমি দাবি করছ, তুমি দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করো। হৃদয়ের ক্ষতে প্রশান্তির প্রলেপ লাগাও। কিন্তু রুমিয়া! তুমি একটা শরাবের মশক বা পেয়ালা ছাড়া কিছু নও মানুষের কাছে। মানুষের এক পেয়ালা শরাবের কাজ দাও তুমি, এতটুকুই তোমার অবদান।'

'এর চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই।'

ওয়াহশি দ্বিতীয় পেয়ালাটি হাতে নিল। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল, 'তুমি এখনো আমার বিচ্ছেদের কারণ জিজ্ঞাসা করলে না যে?'

'আমি তোমার কষ্ট নতুন করে উসকে দিতে চাই না। তোমার ইচ্ছে হলে বলতে পারো। আমি মনে করি, ব্যাপারটা তোমার একেবারে ভুলে যাওয়া উচিত।'

'ভুলে যেতে যে পারি না আমি, রুমিয়া!'

ওয়াহশির দিকে সামান্য ঝুঁকে গেল রুমিয়া। 'একটা চুমো দাও না...।'

অতিরিক্ত মদপানের কারণে অচেতন হয়ে কখন যে রুমিয়ার বিছানায় গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল ওয়াহশি, নিজেই বলতে পারে না। রুমিয়ার হালকা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল তার। তাড়াহুড়ো করে সে ডাকছে ওয়াহশিকে, 'ওয়াহশি...! ওয়াহশি...! সকাল হয়ে গেছে।'

আলস্যে আড়মোড়া দিতে দিতে ওয়াহশি বলল, 'সকাল আর সন্ধ্যা–সব আমার কাছে সমান।'

'কিন্তু তোমাকে এখনই এখান থেকে যেতে হবে।'

'কেন? তোমার সঙ্গে আমি রাত কাটিয়েছে, সবাই এটা জেনে যাবে, এই ভয়ে?'

রুমিয়া রেগে গেল, 'দেখো ওয়াহশি, এখন ঠাট্টার সময় নয়। সবাই জানে আমি কে...।'

'সুন্দর। তাহলে আমি আজ সারা দিন এখানেই থেকে যাচ্ছি।'

'অসম্ভব ওয়াহশি! তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'কেন?'

BanglaBook.org

'কারণ, তুমি ছাড়া আরও অনেক খদ্দের নিজেদের পালার অপেক্ষা করছে।'

রুমিয়ার কথা শুনে ওয়াহশির চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। সে শোয়া থেকে উঠে বিছানায় বসে পড়ল। 'কী বললে? আমি ছাড়া আরও অনেকে অপেক্ষা করছে? না, আজ আর কেউ তোমার ওপর ভাগ বসাতে পারবে না। আমি সেটা হতে দেব না।'

'তোমার সেই ক্ষমতা নেই।'

'তুমি যা চাও তা-ই দেব তোমাকে। আমাকে থাকতে দাও এখানে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ওয়াহশি? পালার জন্য যে অপেক্ষা করছে, সে মক্কার সরদার।' রুমিয়ার কণ্ঠে ঝাঁজ।

'আমিও এখন সরদার। প্রয়োজনে আমি তার চেয়ে বেশি দেব তোমাকে।'

এবার সুর বদলাল রুমিয়া, 'ওয়াহশি! প্রিয়তম! সেও তোমার মতোই হতাশাগ্রস্ত। তাকে এবার সুযোগ দাও। ডাক্তারকে তো শুধু একজন রোগী নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না। বাকি রোগীদের কষ্ট-যন্ত্রণার কথাও তো ভাবতে হয়।'

ওয়াহশির মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সে অট্টহাসি দিল। 'ওদের কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে ফিরিয়ে দাও।'

'না।'

'আমি রাগলে কিন্তু তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব।'

'উফ্ বাবা! তোমাকে বললাম তো, সে মক্কার সরদার। তাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না।'

'আর আমি? আমি কে?'

'তুমি নিজেই ভালো জানো তুমি কে? কিন্তু আমি তোমাদের দুজনার...।'

'আর একটা কথাও বলবি না বেশ্যা কোথাকার!'

'থামো।'

'আমি তোকে তার দ্বিগুণ দেব। চলবে?'

'আরে পাগল! এটা টাকার ব্যাপার নয়।'

'তাহলে কিসের?'

'ক্ষমতার। সে চাইলে তুমি-আমি দুজনের রক্তই ঝরাতে পারে।'

ওয়াহশির গলায় বিষণ্নতা নেমে এল। 'তুমি আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দেবে, রুমিয়া?'

'আমি নিজের ইচ্ছায় এমন করছি না...।'

BanglaBook.org

ওয়াহশি বিছানা ছেড়ে উঠল। 'তুমি আমার দাসত্বের লাঞ্ছনাময় অতীতকে আবারও সামনে এনে দিলে, রুমিয়া। গত রাতে যে ওষুধ দিয়েছিলে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেল! আমার এত বড় কৃতিত্বকে তুমি নিমেষেই ভুলে গেছ...।'

রুমিয়া তার কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে বিছানা ছাড়ার তাড়া দিল, 'ওঠো, ওঠো...। এখন এসব অযথা তর্কের সময় নয়। চুপচাপ পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। পরে সময় করে এসো।'

'না, আমি গতকালের মতো সামনের দরজা দিয়েই বের হব। ওই বড় সরদারকে দুই চোখে দেখব। তাকে সম্ভাষণ জানাব। তার জানা থাকা দরকার, একটু পরেই যে খাটের ওপর সে রুমিয়াকে নিয়ে ঘুমাবে, সে খাটে আমিই ছিলাম এতক্ষণ। সেটা পরিষ্কারের জন্য এখন সুগন্ধি দেওয়া হচ্ছে। একটু পর যে পেয়ালায় সে মদ পান করবে, সেটায় আমার পান করা মদের উচ্ছিষ্ট লেগে আছে। আমি এখন তার মতোই সম্মানিত।'

ভয় ও উৎকণ্ঠায় রুমিয়ার দুই চোখ ভিজে উঠল। সে ওয়াহশির পায়ের কাছে অবনত হয়ে তার পা দুটিকে চুম্বন করে অনুনয় করল, 'আমার মতো অভাগিনী, অসহায় একটা মেয়ের সঙ্গে অমন কোরো না, ওয়াহশি!'

ওয়াহশির মন এবার একটুখানি গলল। 'ঠিক আছে। আমি পেছনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাব।'

'কাল আবার এসো, ওয়াহশি!'

'না, আমি আর আসব না।' ওয়াহশির কণ্ঠে দম্ভভরা অভিমান। রুমিয়া এবার নিজের রূপকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল। মোহনীয় একটা হাসি দিয়ে বলল, 'তোমার আসতে হবে না। তোমার দুই পা আপনাআপনিই এদিকে ছুটবে। কারণ, তোমার রোগের নিরাময় এই দুয়ারেই আছে।'

***

গনগনে দুপুর। সূর্যের তাপদাহে যেন পুড়ে যাচ্ছে সবকিছু। রুমিয়ার ঘরে গত রাতে পান করা মদের নেশা এখনো কাটেনি ওয়াহশির। টলমল পায়ে সে আনমনে হাঁটছে একাকী। মনে অদ্ভুত যত ভাবনা। উহুদে তার কৃতিত্বকে বিনিময় দিয়ে ক্রয় করার মতো কেউ আছে কি? না, কোনো সম্পদ সে নেবে না। স্বাধীনতারও তার দরকার নেই। তার প্রয়োজন কেবল ভালোবাসা। হায়,

নাহিলা যদি মুহাম্মদের কোনো শত্রুকে হত্যা করার বিনিময়েও ওয়াহশিকে সামান্য ভালোবাসা দিত! ওয়াহশির বর্শা তো কারও পক্ষ নেয় না। না কুরাইশের, না মুহাম্মদের। এ বর্শা যেকোনো দিকে ছুটতে পারে। যে কাউকে ধরাশায়ী করতে পারে। কিন্তু একটা জিনিসকে পারে না–ভালোবাসা। ভালোবাসার কাছে ওয়াহশির বর্শা বড় অসহায়। ভাগ্যের কী লিখন, গতকাল যে ওয়াহশি স্বাধীনতার ভিখারি ছিল, আজ সে ভালোবাসার কাঙাল। এমন জীবনের স্বপ্ন নিয়েই কি সে হামজাকে হত্যা করেছিল?

কোথায় যাবে ওয়াহশি? নাহিলার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার ধর্ম। মুহাম্মদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নিজের মতবাদ। আবু সুফিয়ানও নিজের বাপ-দাদার ধর্মের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তবে মুহাম্মদের সঙ্গে একটি বিষয়ে একমত ওয়াহশি। এ যুগটা সত্যিই অজ্ঞতার যুগ। সুহাইল, রুমিয়া, নাহিলা–তারা চূড়ান্ত সুখের সন্ধান না পেলেও প্রত্যেকের এখন নিজস্ব দর্শন আছে। ওয়াহশির এ জিনিসটাও নেই। তবে এ জীবন নিয়ে সে করবেটা কী? সে মনে মনে ভাবে–একাকিত্বই এখন আমার একমাত্র সম্বল। আমার উচিত উট-বকরি নিয়ে নির্জন মরুভূমিতে চলে যাওয়া। সীমাহীন নির্জনতায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। জীব-জানোয়ারের সঙ্গে চমৎকার একটা মিতালি গড়ে উঠবে। এ মিতালি হয়তো আমাকে কিছুটা শান্তি দেবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে দাসীরা প্রতিরাতের মতো গল্পের আসর জমিয়েছে। এ বৈঠকে তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প করে। নিজেদের গোপন কষ্টগুলো পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। একে অন্যের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস। কারণ, তারা সবাই সমাজের নিপীড়িত মানুষ। দিন শেষে তাদের গন্তব্য অভিন্ন। এ মজলিসে তারা নিঃসংকোচে মনিবদের নিয়ে ঠাট্টা করে। কেউ নিজের মনিবের হাঁটাচলা-কথাবার্তা নিয়ে মশকরা করে। কেউ হাসি-কান্নাকে অবিকল নকল করে দেখায়। মনিবের গোপন কোনো অভিসার কিংবা বদনাম থাকলে সেটাও আলোচনায় উঠে আসে।

নাহিলা আজ নিশ্চুপ বসে আছে। তার মুখে কোনো কথা নেই। মজলিসে উপস্থিত থেকেও সে যেন অন্য এক জগতে ডুবে আছে। আসলে নিজেকে নিয়ে প্রচণ্ড ভাবছে সে। ভাবছে নিজের জীবনের আমূল পরিবর্তনের কথা। ভেতরে তার সীমাহীন শঙ্কা। মনিব জুবাইর তার ইসলাম গ্রহণের কথা জেনে ফেললে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে! তার সখীরা যদি নামাজ আদায় করা অবস্থায় তাকে কখনো দেখে ফেলে, তাহলেই-বা কী ঘটবে! মক্কায় অবস্থানকারী যেসব নারী গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা যদি ফাঁস হয়ে যায়?

কিন্তু এত সব শঙ্কা আর ভয়ের মধ্যেও নাহিলা ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব করছে। ভয় ও শঙ্কার প্রাচীর যেন সে অতিক্রম করে ফেলেছে। নিজের ভালোবাসার ওপর আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ জন্য তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তার কোনো ভাবনা নেই আর। নিবিষ্ট মনে এখন কেবল মনিবের কাজ করে। দায়িত্ব পালনে এতটুকু অবহেলা করে না। সে বুঝে গেছে, এটা তার দায়িত্ব, এতে গাফিলতি করার কোনো অধিকার নেই।

সখীদের মুখে হঠাৎ মুহাম্মদের কথা শুনে চমকে উঠল নাহিলা। ভাবনার জাল ছিন্ন করে সে মনোযোগী হলো মজলিসে। কেউ একজন বলছে, 'কুরাইশরা যতই দাবি করুক আর বাহাদুরি দেখাক, মুহাম্মদ কিন্তু পরাজিত হননি। তাঁর অনুসারী দিন দিন বাড়ছেই। আশপাশের গোত্রগুলোকে তিনি

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে সন্ত্রস্ত করে ফেলেছেন। ইহুদিদের সঙ্গেও একটা চুক্তি হয়ে গেছে। দেখবে, হঠাৎ একদিন নিজের বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে তিনি ধেয়ে আসবেন।'

সে থামতেই আরেক দাসী বলতে শুরু করল, 'কুরাইশের নেতারা এখন ভয়ংকর দুরবস্থায় আছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। অর্থকড়ি দিন দিন কমে আসছে। মুহাম্মদ এখন তাদের কাছে এক আতঙ্কের নাম। ভাগ্যদেবী এই অত্যাচারী সরদারদের দমন করতেই যেন মুহাম্মদকে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ যুগ যুগ ধরে চলে আসা অত্যাচার আর নিষ্পেষণের বদলা এখন কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাদের। কে জানে, হয়তো একদিন দেখবে, মুহাম্মদ এদের বাড়ির ছাদ এদের মাথার ওপর ধসিয়ে দেবেন। আমরা হয়তো সেদিন এই অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পাব।'

দাসীটা ঢোঁক গেলার জন্য বোধ হয় একটু থামল, কিন্তু তাকে আর সুযোগ না দিয়ে আরেক দাসী বলতে শুরু করল, 'শুনেছি, মুহাম্মদ দাস-দাসীদের ব্যাপারে অনেক দয়াশীল। তিনি সবাইকে তাদের সঙ্গে সদাচার করতে বলেন। নিজের অনুসারীদের প্রতি তাঁর কঠোর নির্দেশ, তারা যেন দাস-দাসীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, নিজেরা যা খায় তাদেরকেও তা খাওয়ায়, আর তাদেরকে নিজের আপনজনদের মতো রাখে। আরও বাস্তব কথা হলো, যেসব দাস-দাসী তাঁর ধর্মকে মেনে নিয়েছে, তাদের অধিকাংশই গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন লাভ করেছে।'

পেছন থেকে আরেক দাসীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'তোমরা কি মনে করো, কুরাইশরা মুহাম্মদের এই অগ্রগতি দেখে বসে থাকবে, আর ইহুদিরা মুহাম্মদকে এভাবেই অগ্রসর হতে দেবে? আমি নিশ্চিত, মুহাম্মদের শত্রুদের নাকে এখন বিপদের গন্ধ পৌঁছেছে। তারা শিগগিরই কোনো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং মুহাম্মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলবে।'

তার কথা শুনে সবাই কেমন চুপ মেরে গেল। পিনপতন নীরবতা নেমে এল মজলিসজুড়ে। সে নিজেই আবার নীরবতা ভাঙল। বলতে শুরু করল, 'শুধু শুধু তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন দেখো না। ভেবো না, তোমাদের মুক্তি এত সন্নিকটে। কুরাইশ আর ইহুদিদের ক্ষমতা উহুদ পাহাড়কেও চাইলে ধসিয়ে দিতে পারে। মুহাম্মদ নবী হতে পারেন, কিন্তু মক্কার নেতারা অপ্রতিরোধ্য। এমনকি আল্লাহকেও তারা পরোয়া করে না (নাউজুবিল্লাহ)। এদিকে ইহুদিদের আছে রাশি রাশি সম্পদ, অস্ত্র আর কূটকৌশল। সুতরাং, তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে মুহাম্মদের পেরে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না।'

BanglaBoi.org

নাহিলা এবার আর চুপ থাকতে পারল না। সে বলে উঠল, 'আল্লাহ যদি কোনো ইচ্ছা করেন, তাহলে কুরাইশের শক্তি আর ইহুদিদের ষড়যন্ত্র তা কোনোভাবেই রদ করতে পারবে না। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করবেনই। কেউ তাঁকে প্রতিহত করতে পারবে না। আল্লাহ তো মুহাম্মদকে ওহির মাধ্যমে জানিয়েই দিয়েছেন–মুমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

নাহিলার কথা শুনে এক দাসী বলে উঠল, 'এসব কথা তোমাকে কে শেখাল?'

'কে আবার? লোকমুখে তো এসব সচরাচরই শোনা যায়।'

'কিন্তু তুমি যা বললে, এ তো মুসলিমদের কথা। আর মক্কায় তো কোনো মুসলিম নেই।'

'আরে, মুহাম্মদের শত্রুরা তাঁর কথা তাঁর অনুসারীদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে শোনে। তাঁর কথায় নাকি বিস্ময়কর এক জাদু আছে। তাই তিনি যা বলেন, বাতাসের সঙ্গে তা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।'

এক দাসী বলল, 'তোমরা কেউ কি মুহাম্মদকে দেখেছ?'

নাহিলা গর্বভরা কণ্ঠে বলল, 'আমি দেখেছি।'

'তাঁকে দেখে কেমন মনে হয়?'

'আমি তাঁর চেহারায় সত্যবাদিতা ও আস্থার আলো দেখেছি। দৃষ্টিতে বিনয় ও লাজুকতা। আমার মনে হয়, সবাই তাঁর কথা বিশ্বাস করবে। ছোট-বড় সবার সঙ্গে তিনি আন্তরিক। শত্রু-মিত্র সবাই তাঁর প্রতি আস্থা রাখে। আমাকে যদি কেউ নবী হওয়ার উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে আমি বলব, মুহাম্মদের চেয়ে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি আমি সারা জীবনে দেখিনি।'

নাহিলার কথা শুনে এক দাসী ব্যঙ্গ করে বলল, 'তাহলে তুমি তাঁর অনুসারী হয়ে গেলেই পারতে!'

নাহিলা চমকে উঠল তার কথায়। সে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, মেয়েটা কি কোনোভাবে আঁচ করে ফেলেছে? ভয়ে তার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কিন্তু মুখে এর আভাসটুকুও ফুটতে দিল না। শ্লেষমাখা কণ্ঠে সে বলল, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করব? আমি? আমি কে? আমি তো গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ এক দাসী। আর দাস-দাসীরা তাদের মনিবের ধর্মই মানে। মুহাম্মদের প্রতি আমার মুগ্ধতার মানে এই নয় যে আমি তাঁর নবুওয়াত মেনে নিয়েছি। আমি তো শুধু ব্যক্তি মুহাম্মদ সম্পর্কে বললাম। শুধু আমি নয়, যে-ই তাঁকে দেখেছে, আমার মতো একই মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কোথায়,

BanglaBook.org

সবাই তো তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি! শোনো, নবী হিসেবে মক্কার কুরাইশরা তাঁকে মানতে না পারে, কিন্তু এ কথা সবাই স্বীকার করে যে তাঁর কোনো কলঙ্ক নেই। কেউ কেউ বলে তিনি কবি। কবিতা অনেক চমৎকার জিনিস ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাঁর কথা কবিতার চেয়েও জাদুকরি। এ জন্য কেউ কেউ বলে জাদুকর। কিন্তু তাঁর কোনো কিছুই তেমন মনে হয় না। কেউ বলে গণক। এ কথাটারও বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গণকদের কথার সঙ্গে তাঁর কথার কোনো মিল নেই।'

নাহিলা বুঝতে পারল, তার কৌশল কাজে লাগছে। উপস্থিত দাসীদের ভেতর বেশ প্রভাব পড়ছে কথাগুলোয়। কিন্তু বেশি বললে সমস্যা। তাই এবার সে কথা ঘুরিয়ে দিল, 'তবে মুহাম্মদ যা-ই হোন না কেন তাতে আমাদের কী-ইবা আসে-যায়। আমরা না গবাদিপশু, না মানুষ। আমরা তো শুধু ভোগের বস্তু। নির্বোধ দাসী। আমাদের না কোনো ইচ্ছা আছে, না কোনো শক্তি। আমরা শুধু খাব আর ঘুমাব। আর মনিবের সেবা করব।'

উত্তেজিত হয়ে এক দাসী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'হায়! যদি মুহাম্মদ এসে এদের চূড়ান্ত শিক্ষাটা দিয়ে দিতেন, চূর্ণ করে দিতেন সমস্ত দম্ভ আর অহংকার, মক্কার পথ-ঘাট ভাসিয়ে দিতেন রক্তে, উঁচু নাকগুলোতে রশি লাগিয়ে ঘোরাতেন, বংশমর্যাদা আর সম্পদের অহংকারে যাদের মাথা নিচু হয় না, তাদের সব কটিকে বন্দী করতেন আর ঘোষণা দিতেন–এখানে আর জুলুম চলবে না, মনিব-গোলাম এখন থেকে সমান অধিকার নিয়ে জীবনযাপন করবে।'

নাহিলা তাকে থামিয়ে বলল, 'নির্বোধ মেয়ে! মুহাম্মদ কি ডাকাত, নাকি রাজত্বলোভী কোনো রাজা যে তিনি এসে মক্কা দখল করে রক্তপাত করবেন?'

'তাহলে তিনি কী?'

'তিনি একজন নবী।'

'কী বলতে চাইছ তুমি, খোলাসা করে বলো।'

'বলতে চাইছি, নবীরা কখনো যেচে এসে শুধু শুধু রক্তপাত করেন না। তাঁরা ন্যায় ও কল্যাণের ঝান্ডা বহন করেন। একত্ববাদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন। কোনো জনবসতিকে বিরান করতে আল্লাহ তাঁদের পাঠান না। বলেন না যে শত্রুদের ধরে ধরে বন্দী করো। বরং তাঁরা চিরমুক্তির পথ বাতলাতে আগমন করেন পৃথিবীর বুকে আর মানুষকে সন্ধান দেন সুখময় কল্যাণকর জীবনের।'

BanglaBook.org

আরেক দাসীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'মুহাম্মদের মধ্যে তো এসব গুণই বিদ্যমান। হায়, এমন একজন মানুষের বিরুদ্ধেও কেউ তরবারি তুলতে পারে!'

নাহিলা উত্তর দিল, 'তোমার কি মনে হয়, মক্কার নেতারা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে এ কাজ করেছে? না, ওরা ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির মোহে এতটাই অন্ধ যে মুহাম্মদ-বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিচক্ষণশক্তি তাদের লোপ পেয়ে যায়। আর এসব বিচক্ষণহীন সিদ্ধান্তই তাদের পতন ডেকে আনছে। খুব শিগগির হয়তো এর কঠিন মাশুল তাদের গুনতে হবে।'

'বুঝেছি।'

'মুহাম্মদ তো জীবনটা এখানেই কাটিয়েছেন। সেই শৈশব থেকে মক্কার আলো-বাতাসে বড় হয়েছেন। নবী দাবি করার আগে তো সবাই তাঁকে ভালোবাসত। যখন নবুওয়াতের দাবি করলেন, মক্কার নেতারা ভেবেছিল, তিনি নেতৃত্বের জন্যই বোধ হয় অমনটা করছেন। তাই প্রথম প্রথম তারা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করত। কিন্তু যখন দেখল, তিনি এতে দমছেন না, তখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করল। ভাবল, মুহাম্মদ তো আমাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একে যেভাবেই হোক প্রতিরোধ করতে হবে। ব্যস, তারপর থেকে শুরু হলো নানা ষড়যন্ত্র। নিজেদের খেতাব দেওয়া আল-আমিন লোকটির ওপর নানা মাত্রার নিপীড়ন। তাঁর অনুসারীদের শান্ত-স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় নেমে এল অত্যাচারের কালো মেঘ। দমন-পীড়নের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠল যে মুহাম্মদ মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। হিজরত করলেন তাঁর অনুসারীরাও। কিন্তু এ ত্যাগ তাঁদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। তাঁরা বদরের প্রান্তরে দাম্ভিক কুরাইশদের সব দম্ভ চূর্ণ করে দিলেন। অথচ মক্কায় থাকাকালে কী অসহায়টা না ছিলেন তাঁরা! কে ভেবেছিল এই নিঃস্ব, দুর্বল লোকগুলোই একসময় কুরাইশদের গলায় পরাজয়ের তকমা ঝুলিয়ে দেবেন? বছর বছর ধরে সীমাহীন নিষ্পেষণের বদলা নেবেন?'

'কিন্তু কুরাইশরা তো উহুদে এসবের প্রতিশোধ নিয়ে নিল। তারা মুহাম্মদের চাচা হামজাকে হত্যা করল।'

হামজার কথা আসতেই নাহিলা থমকে গেল। যেন বিষাক্ত কোনো বিচ্ছু তাকে দংশন করেছে। ইদানীং হামজা-বিষয়ক কোনো কথা শুনলে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। বেদনার পাহাড় ভেঙে পড়ে তার হৃদয়ভূমিতে। হামজা, নবী মুহাম্মদের প্রিয় চাচা, যিনি নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন নাহিলার প্রেমিত

BanglaBook.org

প্রার্থনা ওয়াহশির বর্শার আঘাতে। যে ওয়াহশির জন্য নাহিলার হৃদয় সারাক্ষণ বেকারার থাকে। যাকে সে ভালোবেসেছে নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে। হায়! ওয়াহশি ছাড়া অন্য কেউ যদি তাঁকে হত্যা করত। বরং এই ঘটনাটা আদৌ যদি না ঘটত। নাহিলার চোখের তারায় ভেসে উঠল ওয়াহশির সেই হিংস্র রূপ। তার হাতে আর বর্শায় লেগে আছে শহিদ হামজার তাজা রক্ত। যিনি আল্লাহর রাসুলের চাচা। হামজার শাহাদাতে রাসুল কী কষ্টটাই না পেয়েছেন। রাসুলের কষ্ট তো নাহিলারও কষ্ট। ভাবতেই নাহিলার ভেতরটা কেঁপে উঠল। তার ভেতরে ওয়াহশির প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ জন্ম নিল। নাহ্, যে ওয়াহশির হাত হামজার রক্তে রঞ্জিত, সে ওয়াহশির সঙ্গে আর কখনোই মিলন হতে পারে না নাহিলার।

পাশের এক দাসী নাহিলার আনমনা ভাব লক্ষ করে বলল, 'কী এত ভাবছ, নাহিলা?'

'কে? আমি? কই, না তো!'

নাহিলার কথায় দাসী হেসে উঠল। নাহিলার সঙ্গে ওয়াহশির গোপন প্রণয়ের কথা সে জানত। তবে এই ব্যাপারটা নিয়ে সে বেশ শঙ্কায় আছে। সে বলল, 'হামজার ঘাতক যে বীর, তাকে তো তুমি ভালো করেই চেনো।'

নাহিলার ঠোঁট কেঁপে উঠল। এক ফালি কালো মেঘ যেন ঢেকে দিল তার উজ্জ্বল মুখখানি। 'কাকে তুমি বীর বলছ, সই? সে তো গুপ্তহত্যা করেছে। গুপ্তহত্যায় বীরত্বের কিছু নেই।'

'আশ্চর্য, তোমার তো ওয়াহশির কীর্তি নিয়ে গর্ব করার কথা!'

'কাউকে হত্যা করার মধ্যে গর্বের কিছু নেই। তার ওপর সেটা যদি হয় গুপ্তহত্যা, তবে তো কথাই নেই! নিদারুণ লজ্জার ব্যাপার।'

'যুদ্ধ তো যুদ্ধই, নাহিলা। সেখানে সরাসরি হত্যা আর গুপ্তহত্যা একই কথা। যে নিজে বেঁচে গেল আর শত্রুকে ঘায়েল করতে পারল, সে-ই তো বিজয়ী।'

'যুদ্ধ হোক কিংবা সাধারণ অবস্থা, গুপ্তহত্যা কোনোভাবেই বীরত্বের পরিচায়ক হতে পারে না।'

সখীটি নাহিলার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। তারপর ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'কী আজেবাজে বকছ! ওয়াহশি এখন স্বাধীন এক পুরুষ। একই সঙ্গে সে স্বাধীনতা, সম্মান আর সম্পদ লাভ করেছে। একজন মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে! সে ইচ্ছা করলে এখন নিজের সম্পদ দিয়ে তোমাকে কিনে ফেলতে পারে। তারপর তোমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে স্বাধীনভাবে

BanglaBook.org

জীবনযাপন করবে। যদি সে হামজাকে হত্যা না করত, তাহলে এ অবারিত সুযোগ আর সুখের কল্পনাও তো করতে পারতে না। শোনো, এক সম্প্রদায়ের বিপদ আরেক সম্প্রদায়ের সুদিন...'

'আসলে তোমরা না অনেক কিছু বেশি বেশি ভাবো। তোমাদের কারও যদি স্বাধীনতা পেতে ইচ্ছে হয়, তাহলে তার কাছে চলে যাও। কোনো কাপুরুষের টাকায় স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।' নাহিলার কণ্ঠে ক্ষোভ।

'তুমি তাহলে আমাদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছ?'

'কাবার প্রভুর কসম! আমি মিথ্যা বলছি না।'

'যতই কসম করো, আমরা ঠিকই বুঝি–তুমি তোমার পুরোনো সম্পর্ক থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে চাচ্ছ। কিন্তু প্রতিরাতে যে মনিবের দেয়াল টপকে বাইরে যাও ওয়াহশির সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে, সেটা থেকে তো আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারবে না। আমরা সবই দেখি।'

তাদের কথার মধ্যখানে এক বয়স্ক দাসী ঘুমজড়ানো কণ্ঠে হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আসলে ওয়াহশি একটা অপদস্থ ছোটলোক। সে এখন বিয়ে করলে তোমাদের কাউকে করবে না। সে এমন মেয়ে চাইবে, যার অতীতে দাসত্বের কোনো কলঙ্ক নেই। নাপাক একটা কীট সে। তোমরা নাহিলার সঙ্গে ওর যে সম্পর্কের কথা বলছ, তা শুনে সত্যিই আমি অবাক হচ্ছি।'

আরেক দাসী প্রায় চিৎকার করে হাতে তালি বাজিয়ে বলল, 'কিন্তু ওদের মধ্যে সত্যিকারের প্রেম ছিল। আমি যা বলছি বুঝে-শুনে বলছি।'

আরেকজন তার কথায় সুর মেলাল, 'প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের সন্ধ্যাগুলো কতই না সুন্দর ছিল!'

আরেকজন বলল, 'সে আমাদের সবার মন ভেঙেছে। আমাদের ভালোবাসার কথাগুলো নিয়ে সে উপহাস করেছে। সে শুধু তোমাকেই পছন্দ করত, নাহিলা। তোমাকে সে "আবলা" বলে ডাকত। এই নামে সে ছাড়া আর কেউ তোমাকে ডাকত না। ভুলে গেছ সেদিনের কথা, যেদিন তোমরা দুজন গোপনে কথা বলে মনিবের হাতে চাবুক খেয়েছিলে?'

নাহিলা অনুভব করল, তার সখীরা তাকে চারপাশ থেকে আঘাত করে যাচ্ছে। আর অতীতে যা ঘটেছে, তা-ও সে অস্বীকার করতে পারবে না। সে তাই অনেকটা স্বীকারোক্তির সুরে মাথা উঁচু করে বলল, 'আসলে আমরা সবাই তার ধোঁকার শিকার ছিলাম। কিন্তু আমি দুনিয়ার সবকিছুর কসম করে বলতে পারি, এখন আমার সে সম্পর্ক নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। আমি আমার ঘোর থেকে ফিরে এসেছি; তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো আর না করো।'

BanglaBook.org

বস্তুত, নাহিলা এক পরম সুখের সন্ধান পেয়ে গেছে। তার এই কথাগুলোই এর প্রমাণ। ওয়াহশির সঙ্গে তার প্রেম আর গোপনে ইসলাম গ্রহণ–দুটো জিনিসের মধ্যে সে তুলনা করছিল কদিন ধরে–কোনটা তার জন্য সুখের? সে বারবার ভেবেছে, প্রতিবারই দেখেছে, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে যতটা সুখ তার হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়েছে, ওয়াহশির প্রেম ততটা শান্তি তাকে দিতে পারেনি। ইসলাম তাকে নতুন এক জীবনের সন্ধান দিয়েছে, যেখানে আত্মিক প্রশান্তি আর চিরকল্যাণের ফল্গুধারা সদা বহমান। কিন্তু ওয়াহশির সঙ্গে ঘটে যাওয়া জীবনের স্মৃতিগুলোও তাকে তাড়া করে ক্ষণে ক্ষণে। ভেতরের এই যে দোটানা দোলাচল, এই যে বিপরীতমুখী দুই ভাবনা, এত তোলপাড়–কোনো কিছুই সে প্রকাশ করে না কারও কাছে। ইসলামের কথা বললে তো সব শেষ, আর ওয়াহশিকে নিয়ে পেরেশানির কথা বান্ধবীরা জানতে পারলে ওয়াহশিকে তারা বলে দেবে। ওয়াহশি এতে লাই পেয়ে কাছে ভেড়ার চেষ্টা করবে। সে চায় না আর অমনটা হোক। যে গেছে সে তো গেছেই, কী দরকার আর ফিরে আসার!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশ

রুমিয়ার ঘরে যাওয়া নিয়ে দোটানায় ভুগছে ওয়াহশি। এক পা এগোয় তো এক পা পিছোয়। তারপরও একটা গোপন তাড়না তাকে রুমিয়ার ঘরের দুয়ার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। অবৈধ এই তাড়না তাকে দাবার ঘুঁটি বানিয়ে দিয়েছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের সব শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার কাছে এখন মনের কামনাটাই সবচেয়ে বড়। দুঃসাধ্য সাধন করে সে নিজের স্বাধীনতা অর্জন করেছে তো মন যা চায় তা-ই করার জন্য। কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই সে জৈবিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ পাচ্ছে, একে তো হেলায় নষ্ট করা উচিত নয়। রুমিয়ার দুয়ার উন্মুক্ত। ক্ষণিকের জন্য যদিও বন্ধ থাকে, রুমিয়া এটা জেনেই বন্ধ করে যে ওয়াহশি ফিরে ফিরে তার দুয়ারেই ধরনা দেবে। ওয়াহশির মতো পুরুষদের নাড়ি-নক্ষত্র সে ভালো করেই চেনে। তারা সব সময় একই ঘোরে থাকে। মনের কষ্ট দূর করতে তারা অস্থির ছোটাছুটি করে। দুঃখ ভুলতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

এই তো ওয়াহশি আসছে। সে তার দম্ভ ধরে রাখতে পারেনি। দম্ভ ভুলেই সে রুমিয়ার দুয়ারে ছুটেছে। ওয়াহশি জানে, পারিশ্রমিক ঠিকমতো পেলেই রুমিয়া খুশি। তবুও সে কিছুটা ছলনা করে। ওয়াহশি নিজের অর্থ, সম্মান বিকিয়ে দেয় তার ছলনার কাছে। বিনিময়ে একটু প্রশান্তি। একটু ভুলে থাকা।

যত দিন নাহিলা ছিল, তত দিন সে রুমিয়ার দুয়ারে আসেনি। নাহিলা তাকে সবকিছু ভুলিয়ে রেখেছিল। মুক্তির উন্মত্ত নেশাও সে ভুলে ছিল। দাসত্বের লাঞ্ছনা নিয়েই বেঁচে থাকতে তার ভালো লাগত। দিনের পর দিন সে শুধু স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিত। সেই সব দিনের কথা এখন ভাবলে অবাক হয় ওয়াহশি। এখন স্বাধীন হয়ে তার জীবন কতটা কষ্টের, যে কষ্ট সহ্য করার সাধ্য আর নেই তার। ধৈর্য ধরতে তার অসহ্য লাগে। ধৈর্যের প্রতি অনেকটা ঘৃণা এসে গেছে এখন। তার কাছে মনে হয়, দুর্বলতা সয়ে নিতে দুর্বলরা ধৈর্যকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এতে তাদের বেদনা কিছুটা কমে। কিন্তু কোনো ফলাফল আসে না। অপেক্ষা আর ধৈর্য চলতে থাকে, সেই সঙ্গে জীবনও প্রবাহিত হয় আপন গতিতে। অপেক্ষা কিংবা ধৈর্যের আর সমাপ্তি

BanglaBook.org

ঘটে না। নাহ্, ওয়াহশি আর পারছে না। নিজেকে তার শেষ করে দিতে ইচ্ছে করছে। অস্থিরতা তাকে উত্তাল ঢেউয়ের মতো গ্রাস করে নিচ্ছে।

রুমিয়ার বাড়িতে পৌঁছাল ওয়াহশি। নির্লজ্জের মতো আবারও এখানে সে কেন এসেছে? সে কি রুমিয়াকে ভালোবাসে? কী সব হাস্যকর কথা ভাবনা! রুমিয়াকে কেন ভালোবাসতে যাবে সে? রুমিয়া তো স্রেফ ভোগের সামগ্রী। যে চায় সে-ই তাকে অর্থের বিনিময়ে কিছু সময়ের জন্য খরিদ করে নিতে পারে। ওয়াহশি তো ভালোবাসে কেবল নাহিলাকে। তারপরও কেন এসেছে সে এই দুয়ারে? একটি হৃদয়ে কি বিপরীতমুখী দুজনের ভালোবাসা মিলিত হতে পারে? মানসিক চাপে ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পাচ্ছে তার। ভালো-মন্দের তফাত সে এখন খুব কমই আঁচ করতে পারছে।

রুমিয়া আবেদনময়ী ভঙ্গিতে ওয়াহশিকে সম্ভাষণ জানাল। মুখে চমৎকার একটি রহস্যময় হাসি টেনে বলল, 'অবশেষে তুমি এলে। আমি জানতাম, তুমি আসবে।'

ওয়াহশির চোখেমুখে লজ্জার ছাপ দেখা গেল। 'তুমি কি আমাকে নিয়ে উপহাস করলে, নাকি নিজের কেরামতি দেখালে?'

'রুমিয়া সব সময় ইতিবাচক ভাবতে পছন্দ করে।'

'আত্মসম্মান আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়, রুমিয়া।'

'তাহলে জীবনটা সেভাবেই গড়ে তোলো।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'নিজের কাছে যা সম্মানজনক মনে হয়, তা-ই করতে থাকো। অতিরিক্ত চিন্তা-ফিকির বাদ দাও। এতে জীবনের স্বাদ নষ্ট হয়।'

'নিজের বিশ্রী এ সুরত নিয়ে সম্মানজনক কী করব? আল্লাহ আমাকে কী বিশ্রী একটা চেহারাই না দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন মেধা-মননে রাজ্যের সব তিক্ততা। তিনি কেন অমন করলেন? আমার অপরাধটা কী ছিল?' হতাশা আর অনুযোগের সুর ওয়াহশির কণ্ঠে।

'তুমি সবার মতো করে কেন ভাবতে যাও? নিজের মতো করে ভাবো। নিজেকে নিজের দৃষ্টান্ত বানাও।'

রুমিয়ার কথা শেষ না হতেই ওয়াহশি পুরোনো দিনের কথার রেশ ধরে বলল, 'এই যে কুরাইশের ওই সরদারটার কারণে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে, এটা আমি কীভাবে মেনে নিই? আমি ভাবতেই পারছি না, তুমি কীভাবে তার সামনে নিজেকে সঁপে দিলে! কীভাবে নিজের দেহকে তার সামনে বিলিয়ে দিলে!'

BanglaBook.org

রুমিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, 'এটা আমার পেশা। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি সকল শ্রেণি-বর্ণের মানুষকে একচোখে দেখি। দেখতে হয়। ডাক্তারের কাছে তার সব রোগী সমান।'

'বাহ্, তুমি তো দেখি এটাকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে ফুটিয়ে তুলছ!'

'ওয়াহশি! আমি আমার এই দুর্ভাগ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। তাই আমার একান্ত বেদনাগুলোকে স্বপ্নের আবরণ পরিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি। ফলে এই স্বপ্নই আমার ভেতর মিথ্যা এক ধারণা বিশ্বাসে রূপান্তর করে দিয়েছে। আমি এখন বিশ্বাস করি, আমি একটি মানবিক কাজে নিয়োজিত আছি।'

ওয়াহশি হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগল। হাসিটা কোনোমতে দমিয়ে বলল, 'বেশ্যাবৃত্তিও একটি মানবিক কাজ! কী বিস্ময়কর কথা! মুহাম্মদ যদি কোনোক্রমে মক্কার ক্ষমতা পেয়ে যান, তাহলে তো তোমাকে হাজার হাজার চাবুক খেতে হবে।'

'মুহাম্মদ মক্কার ক্ষমতা পেলে আমি কখনোই পতিতাবৃত্তি করব না।'

রুমিয়ার কথায় চমকে উঠল ওয়াহশি। 'কেন? কেন?'

'এটা কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু আমি জানি, মুহাম্মদ মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ করেন না। কারও প্রতি অবিচার করেন না। সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেন। দুর্বলের পাশে দাঁড়ান। শক্তিমানকে দমিয়ে রাখেন, যেন নিরীহদের ওপর কোনো জুলুম না করতে পারে। বংশমর্যাদা আর ক্ষমতার মানদণ্ডে কাউকে বিচার করেন না।'

'তুমি কি এমনটাই বিশ্বাস করো?'

'ওয়াহশি! তোমাকে এখন যা বললাম, তা তো মুখের কথা। কিন্তু ইয়াসরিবের (মদিনা) মানুষ বাস্তবেই এমন সমাজে বসবাস করছে। একসময় এমনটা কেবল স্বপ্নই দেখত মানুষ।'

ওয়াহশির চেহারা কৌতূহলে ভরে উঠল। 'আল্লাহ সম্পর্কে তুমি কী জানো, রুমিয়া?'

'খুব বেশি কিছু জানি না। কিন্তু এতটুকু জানি, তিনি অত্যাচার, লুণ্ঠন, বর্ণ-বংশ ভেদে মানুষের সঙ্গে আচরণ করতে পছন্দ করেন না।'

'তাহলে তুমি মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনছ না কেন?'

'আমি জানি না।'

'তুমি ভয় পাও?'

BanglaBook.org

রুমিয়া অস্থির চিত্তে দুই কাঁধ নাড়াতে লাগল। 'কখনো কখনো হয়তো ভয় পাই। আসলে আমার কঠিন জীবনের প্রতিটি বাঁকেই শুধু ভয়। এই ভয়ে ভয়েই হয়তো আমার জীবনটা কেটে যাবে। হয়তো আমি সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটির সন্ধান আর পাব না।'

'তোমার খদ্দেররা যদি এগুলো জানতে পারে, তাহলে তোমাকে পুড়িয়ে মারবে।'

'আমার তেমনটা মনে হয় না। কারণ, আমার কথাবার্তা সাধারণত তারা ঠাট্টার ছলে গ্রহণ করে। তাদের চোখে আমি শুধু সান্ত্বনা আর ভোগের বস্তু। তবে তেমন কিছু যদি ঘটে, তাহলে তারা আমাকে নিয়ে মুহাম্মদের সঙ্গে উপহাস করবে। বলবে, মক্কার পতিতারাই মুহাম্মদের অনুসারী হয়, আবু সুফিয়ানের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা নয়।'

রুমিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'কিন্তু আজকাল এসব নিয়ে আর ভাবি না। খামোখা মাথা ঘামিয়ে কী লাভ? মুহাম্মদ তাঁর পথে চলতে থাকুন। শত্রুদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা শেষ হোক। যুদ্ধের পাট চুকে গেলে আমরা বিজয়ী দলের পক্ষ নেব; বিজয়ী যে-ই হোক না কেন।'

'নাহ্, এটা কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষের কাজ হতে পারে না।'

ওয়াহশির কথায় রুমিয়া হেসে উঠল। 'আমি কোনো অবস্থাতেই সম্ভ্রান্ত মানুষের কাতারে পড়ি না।' একটা ঢোঁক গিলে আবারও বলতে লাগল, 'আমি তরবারি চালাতে জানি না, বিশ্বাসের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখার সাহস করতে পারি না। যদি আমার যথেষ্ট শক্তি থাকত, তাহলে আমি কয়েক হাজার যোদ্ধা নিয়ে গোটা মক্কা ওলটপালট করে দিতাম।'

'তোমার ওসব অনর্থক বকবক শোনার আগ্রহ নেই আমার।' ওয়াহশির কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর। রুমিয়াও কম যায় না। তাচ্ছিল্যের জুতসই প্রতিশোধ নিতে সে প্রশ্ন ছুড়ল, 'আমার কথা যদি অনর্থকই হয়, তবে তোমার প্রিয়তমা নাহিলার কাছ থেকে তুমি অসহায়ের মতো ফিরে এলে কেন?'

ওয়াহশির চেহারা মুহূর্তেই বিবর্ণ হয়ে গেল। দুই চোখে তার ক্রোধের আগুন। 'এখানে তরবারির কোনো ক্ষমতা নেই, রুমিয়া।'

'কিন্তু সম্পদের তো আছে!'

'সম্পদের?'

'হ্যাঁ, ওয়াহশি! সম্পদের। এই সাধারণ বিষয়টাও কি তোমার মাথায় ধরে না?'

'না তো। কীভাবে?'

BanglaBook.org

'তুমি তাকে মনিবের থেকে কিনে নিলেই তো পারো।'

'মনিবের তো খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই, তার দাসী আমার কাছে বিক্রি করবে!'

'কেন করবে না? নাহিলা তো একটা পণ্য ছাড়া কিছু নয়। তুমি যদি উপযুক্ত মূল্য দাও, তবে আমার মনে হয় না জুবাইর তোমাকে আশাহত করবে। তুমি হামজাকে হত্যা করে তার চাচার রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছ। তা ছাড়া তুমি দীর্ঘদিন তার সেবায় নিযুক্ত ছিলে।'

ওয়াহশি কিছুক্ষণ চিন্তা করল বসে বসে। হ্যাঁ, সত্যিই তো! এই সাধারণ বিষয়টা তার মাথায় এল না এত দিন ধরে! গোবরভরা কী এক মাথা দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা তাকে! নিজেকে নিজে ধিক্কার দিল সে। পতিতা মেয়েটিকে একটা ধন্যবাদ দিতে হয় সুন্দর এ পরামর্শের জন্য। সে তো এমনটাই চেয়েছিল–নাহিলা অবনত হয়ে তার কাছে ধরা দেবে। তার সামনে অনুগত হয়ে মাথা নত করবে।

ওয়াহশি উঠে দাঁড়াল। রুমিয়া তার কাপড়ের কোনা টেনে ধরল। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'জুবাইরের কাছে।'

'এখন নয়। একটু ধৈর্য ধরো।'

'ধৈর্য অক্ষমদের যুক্তি। আমি অক্ষম নই।'

'বিষয়টা নিয়ে বিশদভাবে চিন্তা করো। তারপর পদক্ষেপ নাও। তাহলে ফলাফল অনুকূলে পাবে। তা ছাড়া আমার সঙ্গেও তো এখনো অন্তরঙ্গ সময় কাটালে না, যে জন্য এলে এত কষ্ট করে। এত দ্রুতই ভুলে গেলে? আসলে রোগীরা সব সময় এমনই আচরণ করে ডাক্তারের সঙ্গে। যখন অসুখ সেরে যায়, ভদ্রতার খাতিরে হলেও ডাক্তারকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুলে যায়।'

ওয়াহশি রুমিয়ার দিকে ফিরে তাকাল। মেয়েটার চেহারায় স্পষ্ট কষ্টের ছাপ। দুই চোখে রাশি রাশি বেদনা। অস্পষ্ট স্বরে সে বলল, 'আমিই শুধু একা এই পৃথিবীতে। হতভাগিনী নারী...'

'একা কোথায়? কখনোই তো তোমার ঘর খদ্দেরশূন্য থাকে না।'

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, ওরা রোগী। কিংবা ভাড়াটে। পয়সা-কড়ির পাট চুকিয়ে সবাই ফিরে যায়।'

রুমিয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল ওয়াহশি। 'সেদিন তুমি আমাকে তোমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।'

BanglaBook.org

'আমি স্বেচ্ছায় করিনি। তুমি তো বাস্তবতা দেখেই গেলে...।'

'এখন যদি মক্কার কোনো মোড়ল আসে, তাহলে তো আমার সঙ্গে সেদিনের মতোই আচরণ করবে।'

'সত্যি আমি অপারগ, ওয়াহশি। তাদের ফিরিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার নেই।'

ওয়াহশি বুঝতে পারল, এই পাপাচারী নারীর জন্য তার ভেতরে অদ্ভুত এক টান অনুভূত হচ্ছে। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি তোমার সঙ্গে কিছু সময় কাটাচ্ছি। এতে আমিও কিছুটা সুখ পাব।'

রুমিয়ার চেহারায় একটা চওড়া হাসি ফুটে উঠল। 'একমাত্র তুমি আমার কষ্টটা বোঝো। তোমার রূঢ় আচরণ, দাম্ভিক চলাফেরার আড়ালে একটা কোমল মানুষ বাস করে। তাই তুমি দেখতে যত কুৎসিত হও না কেন, তোমাকে আমার ভালো লাগে।'

ওয়াহশি মায়ালাগা চোখে রুমিয়ার দিকে তাকাল। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, রুমিয়া!'

'এটা ভালোবাসা নয়, ওয়াহশি। এটা এক অদ্ভুত টান।'

'তুমি ভালো করেই জানো, আমি মিথ্যা বলছি না।'

'তাহলে নাহিলা?'

'ওই মেয়েটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা, যে সমস্যার কোনো সমাধান আমার জানা নেই।' ওয়াহশির চোখে একরাশ হতাশা ফুটে উঠল।

'আমাকে নিয়ে এর চেয়ে বেশি ভেবো না, নইলে তোমার কপাল পুড়বে।'

'কিন্তু এভাবে আর কত!' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ওয়াহশি।

'আমার কাছে একটা বিশেষ মদ আছে। আমি এটা বিশেষ বিশেষ খদ্দেরকে দিয়ে থাকি!'

রুমিয়ার দেওয়া বিশেষ মদের আশায় বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল ওয়াহশির। অদ্ভুত সব ভাবনা আসছে তার মাথায়। নিজেকে খুব আত্মপ্রত্যয়ী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার কোনো দুঃখ নেই। সে এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। সত্যিই রুমিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসক। পেশাদার পতিতা হলেও ওয়াহশির সঙ্গে সে পেশাদারি আচরণ করছে না। তার কথায় গভীর এক মমতাবোধ আছে। ওয়াহশির কোনো সন্দেহ নেই যে রুমিয়ার হৃদয়ের গহিনে তার জন্য শক্ত অবস্থান আছে।

'ওয়াহশি! ইদানীং মদের ব্যবসায় ধস নেমেছে। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের জন্য মদ অবৈধ ঘোষণা করায় ইয়াসরিবের চৌহদ্দিতে এখন

BanglaBook.org

মদের ব্যবসা চলে না। ইহুদিরা এই এক অর্থনৈতিক ধাক্কায়ই পঙ্গু প্রায়। কারণ, এই মদই ছিল তাদের অন্যতম ব্যবসায়িক পণ্য।' কথাটা শেষ করে রুমিয়া একচিলতে হাসি দিল. যে হাসিতে পেশাদারির ছাপ স্পষ্ট। তাকে দেখলে মনে হয়, যেন প্রতি মুহূর্তে সে নতুন নতুন উদ্যম ফিরে পায়। জীবনের নিষ্ঠুরতাকে সে খুব সহজেই ভুলে যেতে পারে।

মদের পেয়ালা নিয়ে ওয়াহশির শিয়র থেকে উঠে দাঁড়াল রুমিয়া। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'পতিতারও একটা হৃদয় আছে, ওয়াহশি! তারও হাসি-কান্না আছে। জীবনের এতগুলো বছর এভাবে কাটানোর পরও প্রতিটি লাঞ্ছনাকে আমার কাছে নতুন মনে হয়। মনে হয়, জীবনে প্রথম আমি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি। আমি জানি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না...।'

'মক্কা নগরীটা আপাদমস্তক পাপাচারে ডুবে আছে। এ নগরীর অলিতে-গলিতে শুধু কপটতা, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, নীচতা।' একদমে কথাগুলো বলে ফেলল ওয়াহশি।

'তুমি তো তাহলে মুহাম্মদের কথার সত্যায়ন করলে। তিনি তো বলেন, মক্কাবাসী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।'

মুহাম্মদের নাম শুনে ভ্রু কুঁচকাল ওয়াহশি। 'শুধু মুহাম্মদ মুহাম্মদ কোরো না! তাঁর নাম শুনলে মাথা গরম হয়ে যায় আমার।'

রুমিয়া হেসে উঠল। 'সত্যিই বড় অদ্ভুত তিনি। যাক গে, তোমাকে আসলে আমার মদের জাত চেনানো উচিত।'

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল। ওয়াহশির চেহারায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। মদের পেয়ালা ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিল সে। তার হাত ভয়ে কাঁপছে। রুমিয়া অনেকটা জমে গেছে আতঙ্কে। ওয়াহশি বলল, 'মক্কার কোনো মোড়ল এসেছে নিশ্চয়। তুমি তাহলে আবারও আমার সঙ্গে সেই দুর্ব্যবহার করতে যাচ্ছ।'

রুমিয়া সন্তর্পণে উঠে গিয়ে নিজের একমাত্র গৃহপরিচারিকাকে ডাকল। তার কানে কানে বলল, 'যাও, আগন্তুককে বলো, আমি এখানে নেই।'

কিছুক্ষণ পর চেঁচানোর আওয়াজ শোনা গেল। বড় সরদারটি সহজে ফিরে যেতে চাচ্ছে না। দেদার গালাগাল দিয়ে সে নিজের বড়ত্ব জাহির করছে। কিছুক্ষণ গালাগাল বর্ষণ করে সে শান্ত হলো। পরিচারিকা ফিরে এসে বলল, 'বহু কষ্টে ফিরিয়েছি। কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছিল না যে আপনি এখানে নেই।

BanglaBook.org

আমি বলেছি, আপনি সকালে ফিরবেন। তার গালাগাল আমার অসহ্য লাগছিল, মালকিন!'

রুমিয়ার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'দেখলে, আমি তোমার মানহানির প্রতিশোধ নিলাম, ওয়াহশি! আমি জানি, তার পকেট দিনারে ঠাসা। থাকুক। অর্থই সবকিছু নয়। আমি আজ তোমাকে আমার বিশেষ মদটা খাওয়াব। আর...।'

খুশিতে মাথা নাড়ছে ওয়াহশি। 'আমি এখন বড় শান্তি পাচ্ছি যে...!' রুমিয়ার বিশেষ মদে প্রথম চুমুকটা দিতে দিতে তার অভিব্যক্তি এখানেই আটকে গেল।

BanglaBook.org

এগারো

ওয়াহশি একা একা বিড়বিড় করছে : আহ্! আমি যা চাচ্ছিলাম তার পথ এখন একদম সহজ। আমার সামনে এর সবগুলো দুয়ার খুলে গেছে। পথের দিশা আমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমি পরাজিত হতে পারি না। নিজের অক্ষমতা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। মেয়েটা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ কথাটা জেনে ফেলাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। সে সব সময় আমার চেয়ে নিচু স্তরে থাকবে। তার ওপর থাকবে আমার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। আমি হব মনিব। সে আমার পয়সায় কেনা দাসী। তখন আমি কী করব? আমাদের সুখময় দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করব। নিজেদের প্রতিশ্রুতিগুলোর দোহাই দেব। আমি তো তার পদতলে আমার হৃদয়টাকে উৎসর্গ করেছিলাম। আজ আমি সক্ষম, ক্ষমতাবান। আমি যে করেই হোক তার মনে জায়গা করার চেষ্টা করব। আমি জানি, সে অস্বীকৃতি জানাবে। অবাধ্যতা করবে। মানতেই চাইবে না। আমি রাস্তাঘাটে তার মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার সম্পদ, সম্মান সব তার সামনে বিকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে আমার সম্মানকে তুচ্ছ করেছে। ইসলাম ছাড়া আমি নাকি তার কাছে জানোয়ার-তুল্যও নই। বরং তার চেয়েও অধম। হায়রে অপদস্থ তুচ্ছ দাসী! আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য আর খারাপ ব্যবহার যতই করো, আমি তো তোমাকে ভালোবেসেই যাব। আমি জানি, কীভাবে তোমাকে বাগে আনতে হয়। আমার সামনে তোমাকে অবনত হতেই হবে। তোমার অহংকার আর দম্ভকে আমি ধুলোয় মেশাব। তখন বুঝতে পারবে, আমি তোমার চেয়ে, তোমার মুহাম্মদের চেয়ে কত বেশি ক্ষমতাধর, শক্তিমান।

আমি কী করব, তা এখন আমার কাছে স্পষ্ট। আর বিলম্ব করতে চাই না। এখন জুবাইর ইবনে মুতইমের কাছে যাব। আমি তো তার চাচার রক্তের শোধ নিয়েছি। মুহাম্মদের চাচা হামজাকে হত্যা করেছি। মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা এতে প্রচণ্ড ব্যথিত হয়েছে। জুবাইর তো এসব ভুলে যায়নি। ভোলার কথাও নয়। কারণ, মক্কা-ইয়াসরিবের প্রতিটি অলি-গলিতে এখনো সেই আলোচনা চলছে। আমি জুবাইরের কাছে আবদার করব, নাহিলাকে অর্থের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করে দিতে। ব্যস! কেল্লা ফতে। আমি

BanglaBook.org

তার মনিব হয়ে যাব। মুহাম্মদের অনুসরণ ও ধর্মপালন–সব গোল্লায় যাবে। সে আমার ঘরের দাস-দাসীর মতোই নিজের কাজ বুঝে নেবে। আমি জানি, সে বলবে. 'আমি হয়তো বাধ্য হয়ে আমার শরীরের অধিকার তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু আমার হৃদয় তো তার স্রষ্টার জন্যই নিবেদিত।' আমি জানি, সে এ কথা বলবেই। বলুক। তার হৃদয় দিয়ে আমার কী হবে? হৃদয় নিয়ে সে নরকে যাক। আমি তার মাংসের স্বাদ নিতে চাই। তার দেহটা চাই। তার টানা টানা চোখ দুটো, কান দুটো, খাড়া নাকটা...আহা! আমি এগুলোই চাই। দৈহিক সুখই সবকিছু। তার সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাতে আমার তেমনই মনে হয়েছে।

ওয়াহশি প্রস্তুত হলো। সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা গায়ে জড়াল। তারপর রওনা হলো তার পুরোনো মনিবের কাছে। গিয়ে দেখল, সে একা বসে আছে। তার চেহারায় গভীর উদ্বেগ ও চিন্তার ছাপ। ওয়াহশিকে দেখতেই একটা মুচকি হাসি দিল সে। 'কী ব্যাপার ওয়াহশি, আমার আশপাশে ঘুরঘুর করছ যে? মনে হচ্ছে, 'তুমি স্বাধীনতা পেয়েও খুব একটা সুখে নেই।'

ওয়াহশি বুঝতে পারল, মনিব তার সঙ্গে নতুন কোনো বোঝাপড়া করতে চাচ্ছে। এটাই তার সুবর্ণ সুযোগ। সে সাহস নিয়ে বলল, 'মনিব! নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা জগতের সবচেয়ে বড় সুখ।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না। হতাশার ছাপ তোমার চোখে-মুখে।'

'এটা ভিন্ন কারণে, মনিব।'

জুবাইর হেসে উঠল। 'স্বাধীনতা শ্রেষ্ঠ সুখ বললে তুমি। এটা তো মুহাম্মদের কথার বরখেলাপ হয়ে গেল। সে তো মনে করে, তার ধর্মই জগতের সবচেয়ে বড় সুখ দিতে পারে।'

'তিনি যা খুশি মনে করুন। মক্কায় ঘুরে ঘুরে দেখুন, অনেক মানুষ পাবেন যারা হতাশ। ধর্ম তাদের হতাশা দূর করতে পারে না।'

'স্বাধীনতাও পারে না?'

'না মনিব! স্বাধীনতাও নয়।'

'সুখ যদি ধর্মে না থাকে, স্বাধীনতায়ও না থাকে, তাহলে কোথায় আছে, ওয়াহশি?'

'সুখ শুধু নিজের যা খুশি তা করতে পারার মধ্যে।'

'তাহলে তো এ জগতের কোথাও সুখ নেই।'

'কেন মনিব?'

'মানুষ তো ঈশ্বর নয়। সে যা খুশি করতে পারে না।'

BanglaBook.org

'আমি বলতে চাচ্ছি, যা মানুষের সাধ্যের ভেতর।'

'সব সময় সবকিছু মানুষের সাধ্যের ভেতর থাকে না, ওয়াহশি! যেমন ধরো, আমি আজকাল সবখানেই মহাসত্যের সন্ধান করছি। কিন্তু অস্থিরতা আর অস্বস্তি আমাকে তাড়া করছে। কখনো মনে হয়, মুহাম্মদের কাছেই হয়তো মহাসত্য। কিন্তু যখন ভাবি, সে আমার চাচাকে হত্যা করেছে, আমাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে, তখনই তার প্রতি বিদ্বেষ এসে যায়। আবার ভাবি, মহাসত্য বোধ হয় মক্কার বুকে। কিন্তু এখানে দেখি অজ্ঞতা, পাশবিকতা। এসবের মানে কী, ওয়াহশি?'

'এসবের মানে? আমি বলব? আমি জানি না, মনিব!'

'মনে হয় শয়তান মহাসত্যকে গোপন করে রাখছে।'

ওয়াহশি আদবের সঙ্গে হাসল। 'এতে শয়তানের হাত কী করে আসবে মনিব?'

'তাহলে মহাসত্য খুঁজে পাই না কেন?'

'তরবারি যত দিন মহাসত্যের পর্দা উন্মোচন না করবে, তত দিন মহাসত্য এভাবে গোপনই থেকে যাবে।' ওয়াহশির কণ্ঠ অসম্ভব কঠিন শোনাল।

'তরবারি!'

'হ্যাঁ, মনিব! একমাত্র শক্তিই পারে মহাসত্যের সন্ধান দিতে।'

'কিন্তু সে তরবারি আমি কোথায় চালাব?' জুবাইরের কণ্ঠে হতাশা।

'সবদিকেই চালাতে হবে।'

'এটা পাগলামি ছাড়া কিছু হবে না।'

ওয়াহশি এবার নিজের টোপটা ফেলার প্রস্তুতি নিল। 'যদি তরবারি চালানোর জায়গাই না পান, তবে ইয়াসরিবের দিকে নজর দিন। মুহাম্মদের ব্যাপারে একটা ফয়সালা করা এখন অত্যন্ত জরুরি। সে নতুন নতুন ফিতনা ছড়াচ্ছে। মানুষের বিবেককে হয়রান করে তুলছে। বহু যুগের পুরোনো সব প্রশ্নকে আবারও মানুষের মধ্যে উসকে দিচ্ছে। এত কিছুর পর তাকে যদি এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে গোটা আরব সে তার আওতায় নিয়ে নেবে।'

জুবাইর সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। 'তুমি ঠিক বলেছ। ইহুদি গণকেরাও এটাই বলছে। আমার ধারণা, কুরাইশের নেতারাও এমন কিছু ভাবছে। আমরা গোটা আরববিশ্বকে এক ঝান্ডাতলে একত্রিত করব। তারপর মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযান করব। সে তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।'

BanglaBook.org

এখানে থামল সে। খানিক পর ক্ষীণ আওয়াজে কথা শেষ করল, 'তারপর হয়তো আমরা মহাসত্যের সন্ধান পাব।'

'আমারও এমনই মনে হয়, মনিব!'

জুবাইর কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর আবারও বলে উঠল, 'কিন্তু তরবারি ছাড়া কি আর কোনো পথ নেই, ওয়াহশি?'

'আপনি তো জানেন, মুহাম্মদ স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র তুলে দিলেও সে তার ধর্মপ্রচার ছাড়তে রাজি নয়। তার এ কথার পর তরবারি ছাড়া আর কোনো উপায় তো দেখি না।'

'কিন্তু তরবারি তো সব সময় আমাদের পক্ষে কথা বলে না। কখনো বিপর্যয়ও টেনে আনে।'

'চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনারা তো মর্যাদা আর আত্মপ্রত্যয়ে মুহাম্মদের চেয়ে কম নন। সে বলেছে, আল্লাহ হয়তো তার ধর্মকে বিজয়ী করবেন। নতুবা সে এর পেছনে নিজেকে শেষ করে দেবে। আপনাদেরও তার সঙ্গে সে ভাষায়ই কথা বলা উচিত।'

'তাহলে তো আরও রক্ত ঝরবে। আরও প্রতিশোধের আগুন জ্বলবে। এ ছাড়া কোনো উপায় তো দেখছি না।'

দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। প্রত্যেকেই যার যার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ভাবছে। জুবাইর ভাবছে মুহাম্মদকে নিয়ে। তাঁর বিরুদ্ধে গোটা আরববিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে। ওয়াহশি ভাবছে তার ব্যক্তিগত বিষয়টি নিয়ে। মুহাম্মদের জয়-পরাজয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। তার মাথায় শুধু একটা জিনিসই ঘুরপাক খাচ্ছে–নাহিলাকে কীভাবে নিজের দাসী বানানো যায়।

'মনিব! আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'বলে ফেলো।'

'আমি তো আপনার সেবায় বহু বছর কাটিয়েছি...।'

'ঠিক, কিন্তু তুমি ছিলে ইতরশ্রেণির। চাবুক ছাড়া তুমি সোজা পথে চলতে না।'

জুবাইরের কথায় বিদ্ধ হলো ওয়াহশি। তার রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ, তার সামনে এখন তার পুরোনো মনিব। যার কৃপায় সে বেড়ে উঠেছে। তা ছাড়া এখন সে নিজের প্রয়োজনে তার কাছে এসেছে। উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত সে যা বলবে তা-ই দাঁত কামড়ে শুনতে হবে।

BanglaBook.org

'কিন্তু আমি আপনার একনিষ্ঠ ছিলাম।'

'এটা তোমার কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। আমি তোমাকে নিজের অর্থে ক্রয় করেছি।'

ওয়াহশির রাগটা এবার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু মুচকি হাসির আড়ালে তা অনেক কষ্টে সে গোপন রাখল।

'কিন্তু আপনি সব সময় আমার প্রতি দয়াশীল ছিলেন, মনিব!'

'ওসব ভূমিকা ছাড়ো। যা বলতে চাও বলে ফেলো।'

ওয়াহশি লাজুক কণ্ঠে বলল, 'আবলা...'

'আবলা! সে আবার কে?' জুবাইরের কণ্ঠে বিস্ময়।

'আপনারই এক দাসী। আপনি তাকে চিনবেন। ওই যে ওই মেয়েটা, যে...।'

'ও...ও, মনে পড়েছে।'

'আমি তাকে নিজের জন্য চাই।'

'নিজের জন্য চাও মানে? সে তো আমার মালিকানাধীন দাসী!' জুবাইরের কণ্ঠে দ্বিগুণ বিস্ময়।

'আমি নিজের অর্থ দিয়ে তাকে কিনে নিতে চাই।'

'তুমি কিনবে? তোমার সম্পদ আছে? আর কে তোমাকে বলল যে আমি তাকে বিক্রি করব?'

'তাকে আমার ভালো লাগে। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।'

'তোমাদের কপাল পুড়ুক। তুমি বিয়ে করবে তো আমার কী? সে আমার সেবায় নিযুক্ত। তাকে আমার প্রয়োজন আছে। তুমি যদি এক হাজার দিনারও দাও, তারপরও দেব না। সাহস কত! এসেছে আমার দাসী ক্রয় করতে! বেয়াদব! যদি হামজাকে হত্যা না করতে, তাহলে আমি এখন দাসদের ডেকে তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমার বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।' অনেকটা হুংকার ছুড়ে বলল জুবাইর।

ওয়াহশি ভয়ে ভয়ে আবারও আরজ করল, 'মনিব...'

'দূর হও এখান থেকে। ওইসব ফালতু আলাপ শোনার সময় নেই আমার।' প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে উঠল জুবাইর। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, এই অপদস্থ ক্রীতদাস কিনা এসেছে আমার সঙ্গে লেনদেন করতে। সে আমার সঙ্গে বেচাকেনা করতে চায়! আমার কাজে নিযুক্ত দাসীকে সে কিনতে চায়। সাহস কত তার? শিষ্টাচার সব গুলিয়ে খেয়েছে নাদানটা। চাবুক ছাড়া তাকে

BanglaBook.org

সোজা করা যাবে না। এবার তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আবারও এসব করলে সে তার উপযুক্ত সাজাটাই পাবে।

'আমি এই অপদস্থ দাস আপনার কাছে অনুনয় করছি, মনিব! আমার জীবনের সবকিছু আপনার ইচ্ছের সামনে তুচ্ছ।' ওয়াহশির দুই চোখ অশ্রুতে ভিজে উঠল। তাকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে। মনিবের সব গালমন্দ মুখ বুজে শুনতে হবে। তবে এখন মনিবের কাছে অন্য কেউ না থাকায় তার সুবিধা হয়েছে। এই অপমান অন্য কেউ দেখছে না। অতএব, এখনই নিজের উদ্দেশ্যে সফল হতে হবে। স্বপ্নটা পূরণ করতেই হবে। একবার যদি সে নাহিলার মালিকানা পেয়ে যায়, তাহলে সে যা খুশি তা-ই করবে। মেয়েটার দম্ভ বিচূর্ণ করে ছাড়বে। তার ধর্ম আর আদর্শবাদিতার ভূত ছাড়াবে। তাহলেই ওয়াহশির বুকের আগুন নিভবে। হৃদয়ের ক্ষত শুকাবে। আর নাহিলা হাড়ে হাড়ে টের পাবে তার ক্ষমতা। বুঝবে, একজন স্বাধীন মানুষ আর দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ মানুষে কতটা তফাত।

'ওয়াহশি! আমাকে আর রাগিয়ো না বলছি। তুমি নিশ্চয় জানো, আমি তোমাকে অপছন্দ করি না। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে তুমি আমার স্বাভাবিক জীবনের আরামদায়ক কোনো কিছু ছিনিয়ে নেবে। তাকে আমার প্রয়োজন আছে। তোমার ভালোবাসার কারণে সে তার মনিবের অধিকার নষ্ট করতে পারে না। কথাটা ভালো করে মনে রেখো।'

ওয়াহশির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। রাগে তার ভেতরটা গজগজ করছে। সে কি এখানেও পরাজিত হবে? তার ইচ্ছেগুলো অক্ষমতার কাছে বারবার এভাবেই হার মানবে? তাহলে সফলতার উপায় কোনটা? সবাই তো সফলতার সন্ধানে ছোটে। সফলতা কি দুষ্প্রাপ্য কোনো বস্তু? না, সফলতা হাতের মুঠোতেই আনা যায়। কিন্তু মানুষের স্বার্থপরতা আর একঘেয়েমি সফলতাকে দুর্লভ বস্তুতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। তাহলে কি ওয়াহশিও জেদি হয়ে উঠবে? সেও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে? নাহিলা তাকে বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যুক, ছোটলোক যা ইচ্ছা বলুক, সে তার অপমানের প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে। তার কাছে মানবতা বলতে কিছু নেই। কোনো আদর্শের বয়ানই আজ তার জিঘাংসা দমন করতে পারবে না। জুবাইর তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তার মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে যাওয়া। তাহলে সে পৃথিবীর অন্য সবাইকে কেন শান্তিতে বাঁচতে দেবে? সবকিছু গুঁড়িয়ে দেবে সে। নির্যাতন আর অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দেবে। মানুষ নির্যাতিত হোক। বুঝুক ওয়াহশির ব্যথা।

BanglaBook.org

ওয়াহশির কপালে ঘাম জমে উঠেছে। 'মনিব! এখানে আরেকটা ভেদ রয়ে গেছে, যা আমি এতক্ষণ আপনার কাছে গোপন করছিলাম।'

জুবাইর ওয়াহশির দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'কী সেটা?' তার চোখে কৌতূহল।

'নাহিলা আসলে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেছে। সে এখন মুহাম্মদের অনুসারী। আপনার অগোচরে সে ধর্ম ত্যাগ করেছে।'

জুবাইরের চোখে সংকীর্ণতার রেখা ফুটে উঠল। 'তুমি কি এ কথা নিশ্চিত হয়ে বলছ?'

'সে নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছে। এমনকি সে আমাকে ধর্মত্যাগে আহ্বানে করেছে।'

'কবে?'

'বেশি দিন আগের কথা নয়। বেলালের মতো ধর্মত্যাগী দাসদের প্রতি অনেক আগে থেকেই তার টান ছিল।'

'কিন্তু তুমি ব্যাপারটা আমার কাছে আগে কেন বলোনি?' জুবাইরের কণ্ঠে ক্ষোভ।

'আমি উপযুক্ত সুযোগ খুঁজছিলাম, মনিব!'

'ও, এ জন্যই তো তাকে বিয়ে করার জন্য ক্রয় করতে এসেছিলে।'

'ভুল বুঝবেন না, মহোদয়। আমি তাকে শায়েস্তা করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিতে চাচ্ছিলাম।'

জুবাইর কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর মুখে একটা মুচকি হাসির রেখা টেনে বলল, 'আমি তোমাকে খুব ভালো করে চিনি ওয়াহশি! তুমি যখন বুঝলে যে তাকে তুমি পাচ্ছ না, তখন তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইছ। আমি বহু বছর ধরে তোমাকে চিনি। তুমি চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ। দেখতে যেমন কুৎসিত, তোমার ভেতরটা তার চেয়ে বেশি কদাকার। চরিত্র বলতে কিছু নেই তোমার। তুমি মানুষকে ঘৃণা করতে পছন্দ করো। [illegible] তুমি নিজেকেও ঘৃণা করো। যে মেয়েটিকে তুমি পছন্দ করো, তার নামে তুমি অপবাদ দিচ্ছ। আমি যদি তোমার কথামতো তাকে তোমার কাছে বিক্রি করে দিতাম, তাহলে আমি নিরপরাধ নিষ্পাপ একটি মেয়েকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করতাম।'

'মনিব! কসম, আমি সত্য বলছি।' ওয়াহশি চিৎকার করে উঠল।

জুবাইর আরও উঁচু আওয়াজে চিৎকার করে বলল, 'তুই মিথ্যুক। আমি তোকে খুব ভালো করে চিনি। নরকের কীট কোথাকার! মানুষের প্রতি তোর কোনো ভালোবাসা নেই। বেরিয়ে যা এখান থেকে!'

ওয়াহশি অনুভব করল, তার কাপড় ঘামে ভিজে যাচ্ছে। মাথাটা ভনভন করে ঘুরছে। সে অনেকটা দুলতে দুলতে বেরিয়ে এল জুবাইরের বাড়ি থেকে। টলতে টলতে হাঁটছে সে মক্কার মূল সড়ক ধরে, যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে। চোখের সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখে একবার ভাসছে মনিব জুবাইরের ক্রুদ্ধ চেহারাটা, আরেকবার নাহিলার শান্ত-সমাহিত মুখাবয়ব। মেয়েটা তার দিকে চেয়ে উপহাসের হাসি হাসছে।

এসব কী হলো? কীভাবে সে সবকিছু বলে দিল? কেন বলল? এই প্রথম ওয়াহশির কাছে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে তুচ্ছ বস্তু মনে হচ্ছে। নাহিলা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি যে সে তার সঙ্গে গাদ্দারি করবে। ভাগ্য তাকে নিয়ে কী নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠল! নাহিলার হয়ে তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিল। সে বুঝতে পারল, সে কখনোই নাহিলাকে ছুঁতে পারবে না। নাহিলা আকাশ। সে মাটিতে পদদলিত হওয়া ধুলোর চেয়েও হীন। তার মনিব জুবাইর নিজের স্বার্থের ব্যাপারে বেশ সতর্ক। এর জন্য সে যেকোনো মানুষের সঙ্গে কঠোরতা করতে দ্বিধা করবে না।

আচ্ছা, তার কথায় নাহিলার প্রতি জুবাইরের কোনো সন্দেহ তৈরি হলো না কেন? কেন সে ওয়াহশিকে বিশ্বাস না করে নাহিলার প্রতি আস্থা রাখল? ওয়াহশির ভেতরটা দুঃখ, কষ্ট, বেদনায় নীল হয়ে যাচ্ছে। সে বিড়বিড় করে আপন মনে বকে যাচ্ছে : 'জুবাইর, কিছুদিন পর ঠিকই বুঝবে যে আমি মিথ্যা বলিনি। কিন্তু তখন আমার কোনো লাভ হবে না। আমি বুঝতে পারছি, সত্যি আমি অনুভব করছি, আমি আমার প্রিয়তমার ব্যাপারে অনেক বড় নির্বুদ্ধিতা করে ফেলেছি। হায়রে কপালপোড়া ওয়াহশি!'

BanglaBook.org

বারো

সুহাইল একটা অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে ওয়াহশির কাছে এসেছে। ওয়াহশি এখন একাকী বসে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। তার পুরোনো মনিব তার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো তার স্বাধীনতা, হামজাকে হত্যা এবং অঢেল সম্পদ অর্জন সত্ত্বেও মানুষ তার সঙ্গে ক্রীতদাসের মতোই আচরণ করছে। ব্যাপারটা বারবারই লক্ষ করছে সে। দাসত্বের কলঙ্ক যেন কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না। সে ভেবেছিল, সে এখন পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষের মতো জীবনযাপন করবে। কিন্তু এখন দেখছে, শুধু নিজের কাছে নিজেকে স্বাধীন মনে করা আর আক্ষরিক অর্থে স্বাধীন হওয়াই যথেষ্ট নয়। আসল ব্যাপার হলো, নিজের প্রতি মানুষের মনোভাব। তাদের আচরণ। এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা তো কারও থেকে জোর করে আদায় করা যায় না।

শুধু এতটুকুই শেষ নয়। ওয়াহশি যেন এখন ভুলের পর ভুল করেই যাচ্ছে। সে চেয়েছিল তার পুরোনো প্রেয়সীকে ফিরে পেতে। কিন্তু সে তাতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি আরেকবার চেষ্টা করার পথটাও সে বন্ধ করে এসেছে। এখানেই শেষ নয়। সে তার ইসলাম গ্রহণের কথা মনিবের কাছে ফাঁস করে তার বড় একটা ক্ষতিও করে ফেলেছে। যদিও জুবাইর বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ওয়াহশির কথাকে মিথ্যা বলে ভেবে নিয়েছে।

সবাই এখন তার দিকে কেমন সন্দেহের চোখে তাকায়। তাদের দৃষ্টি দেখে মনে হয়, তারা ওয়াহশিকে একটা অপদস্থ, মিথ্যুক, হিংসুক ক্রীতদাসই ভাবে। কিন্তু কেন? সে কি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তরবারি নিয়ে লড়াই করবে? হায়! সে যদি হামজাকে হত্যা না করত। এই একটি কাজই তার সঙ্গে মুহাম্মদের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে। সে যদি কাজটা না করত, তাহলে নিজের থেকে একটা প্রতিশোধ নিতে পারত। কুরাইশদের সে একটা গভীর চপেটাঘাত করত। তাদের ধর্ম আর মতাদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মুহাম্মদের দলে যোগ দিত। না, সে যে মুহাম্মদের ধর্মে বিশ্বাস করে, এমনটা নয়। বরং কুরাইশদের চটানোর জন্য সে এমনটা করত। কুরাইশদের অহং আর দম্ভকে নিকুচি করত। ওয়াহশির বিশ্বাস, মুহাম্মদের লোকেরা বিলাল, সালমান,

সুহাইবদের দিকে তেমন তুচ্ছ দৃষ্টিতে তাকায় না, যেমন দৃষ্টিতে মক্কার লোকেরা তার দিকে তাকায়। মুহাম্মদের লোকেরা তাদের সঙ্গে আপন ভাইয়ের মতো আচরণ করে। তাদের আচরণ দেখে কত ক্রীতদাস তাদের দলভুক্ত হয়েছে।

ওয়াহশির ধারণা, মুহাম্মদ খুব ভালো করেই জানেন কীভাবে দরিদ্র, গোলাম আর সাধারণ মানুষকে নিজের দলে ভেড়াতে হয়। তিনি তাদের কী এক জাদুর পরশে জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেন। তাদের ভেতরে অন্য এক মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। তাদের শক্তিকে একত্র করে মুহাম্মদ মক্কার মোড়লদের সম্পদ আর ক্ষমতার গালে চপেটাঘাত করেন। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে সমাজের দরিদ্র, অধিকারবঞ্চিত, দুর্বল মানুষদের জন্য মুহাম্মদই একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু মুহাম্মদের কাছে ওয়াহশি এখন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। নিশ্চয় মুহাম্মদ তাকে ক্ষমা করবেন না। হামজার শোকে তাঁর চোখের অশ্রু ঝরেছে। হামজার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, এর চেয়ে বীভৎস দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি।

এখন আমি মক্কা আর ইয়াসরিবের মধ্যখানে ঝুলন্ত এক মানুষ। মক্কা আমার স্বাধীনতা আর অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আর ইয়াসরিবে আমি একজন দাগী অপরাধী। আমি এখন সুস্থ মানুষের মতো বাঁচতে চাই। কোনো ধর্ম বা মতবাদ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি শুধু আমার জীবনটাকে নতুন করে সাজাতে চাই।

সুহাইল এসে ওয়াহশির কাছাকাছি বসল। 'একা একা এভাবে বসে আছ যে ওয়াহশি! মনে হচ্ছে, দুনিয়ার সব দুশ্চিন্তা কেউ তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।'

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর আমার কাছে আসবে না। সেদিন সত্যি আমি তোমার সঙ্গে অনেক বাজে ব্যবহার করেছি।'

'তুমি কি ভেবেছ, রাগের বশে তোমার দু-চারটা কটু কথার জন্য আমি এত দিনের বন্ধুত্বকে ভুলে যাব?'

'[illegible] কী তুমি আজো [illegible] বন্ধু?' ওয়াহশির দুই চোখ ছলছল করছে।

'থাক এসব কথা। ছোট্ট একটা ব্যাপার। এটা নিয়ে আর ভেবো না। মক্কায় ব্যবসার কাজে এলে তুমি আমার জন্য যা করো, সে কথা আমি ভুলি কীভাবে? আমার মনিব একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর থেকে আমি জীবনের বহু বিষয় শিখেছি। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, বন্ধুদের সঙ্গে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অভিমান করতে নেই। অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে

তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নেই। কারণ, হতে পারে তুমিও এমন কোনো ভুল করে ফেলতে পারো। আসলে ব্যবসা শিক্ষার বড় একটা ক্ষেত্র। এই যে আমি! স্বাধীনতা নিয়ে আমার কোনো অস্থিরতা নেই। তায়েফে আমার মনিব আমার সঙ্গে আপন সন্তানের মতো আচরণ করেন। আমার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা। তিনি ব্যবসার সব দায়িত্ব আমার হাতে অর্পণ করে রেখেছেন। আমি নিজের মনে করেই সবকিছু দেখাশোনা করি। আসলে এমন মনিব পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সত্যি বলতে কী, আমি তাঁর সঙ্গে থেকে দারুণ এক প্রশান্তি পাই।'

'মনিব, ব্যবসা–দুটোকেই আমি ঘৃণা করি।' ওয়াহশির কণ্ঠে ক্ষোভ।

'কেন?'

'জন্ম আর মৃত্যুতে সব মানুষ সমান। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে এই ক্ষণস্থায়ী সফরের নামই তো জীবন। তাহলে এই জীবনে এসে কেন মানুষের মধ্যে মনিব-দাসের বিভেদ থাকবে? শুধু একটি তুচ্ছ কারণে। এই কারণটা তার সঙ্গে নয়, বরং তার পিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে সন্তানের কোনো ভূমিকা নেই। এই অহেতুক একটা কারণই সমাজে দাস-মনিবের বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এগুলো হয়তো কোনো নির্বোধ মানুষের তৈরি। আর এই নির্বোধটি অবশ্যই মনিবশ্রেণির কেউ হবে। এ জন্য পুরো ব্যাপারটাতেই আমার ঘৃণা।'

সুহাইল মাথা নেড়ে ওয়াহশির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করল। বলল, 'মুহাম্মদ কী বলেন, জানো? সমাজের সকল মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো সমান।' আরও বলেন, 'তোমরা সবাই আদম সন্তান। আর আদম তো মাটির তৈরি ছিলেন। তাই কোনো আদমির ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তুমি ঠিক তাঁর কথাগুলো বলছ। তবে তোমার ভাষা ধারালো আর কথাগুলো এলোমেলো।'

'মুহাম্মদ কি সত্যিই এসব কথা বলেছেন?'

'অবশ্যই।'

'শুধু এ কথাগুলো তো একটি জীবনব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারে।'

'আরে পাগল! তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেন চাও? এ কথাগুলোর কারণে? নাকি অন্য কোনো কথা?'

ওয়াহশি থমকে গেল। তারপর কথা ঘুরিয়ে নিল। 'তুমি কিন্তু আমার কথার সঙ্গে তোমার মনিবকে মেলাতে যেয়ো না। লোকটা ভালো মানুষ।'

'কিন্তু আমি কি ভুলতে পারি যে আমি একজন ক্রীতদাস?'

'তা সত্যি।'

BanglaBook.org

সুহাইল আবারও কথা জুড়ল। 'আচ্ছা, তাহলে ব্যবসাকে কেন ঘৃণা করো? সম্পদ অর্জনে সমস্যা কোথায়?'

'ব্যবসা হলো কপটতা আর মিথ্যার খেলা। কপটতা আর মিথ্যা আমি অপছন্দ করি। তোমরা হয়তো একে দক্ষতা আর পেশাদারিত্ব বলে চালিয়ে দেবে। কিন্তু আমি এটাকে আসল নামেই ডাকি। নাম যেটাই দাও, বাস্তবতা হলো মূলকথা।'

সুহাইল ভিন্ন পথে ওয়াহশির প্রত্যুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল। 'আচ্ছা, তুমি হামজাকে হত্যা করেছিলে কেন? কোনো আদর্শে বা ন্যায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে?'

ওয়াহশি গলা বাড়িয়ে বলল, 'কী বলতে চাচ্ছ তুমি?'

'আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে এমন একটা কাজ করে ফেলেছ, যা কপটতার চেয়েও হীন। মিথ্যার চেয়েও জঘন্য। একজন মানুষকে হত্যা করেছ তুমি।'

'এটা ভিন্ন বিষয়। মানুষ কত কিছুই তো করে।' পাশ কাটিয়ে বাঁচতে চাইল ওয়াহশি।

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলে না।' সুহাইল আবারও আগের প্রসঙ্গ টানল।

'আমি যেকোনো মূল্যে নিজের স্বাধীনতা চাচ্ছিলাম।'

'যেকোনো মূল্যে?'

'হ্যাঁ।'

'এর জন্য তুমি ন্যায়ের বিরুদ্ধেও লড়তে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি কোন যুক্তিতে ব্যবসায়ীদের মেধার চালকে ঘৃণা করবে? কেনই-বা মনিবদের ক্ষমতা আর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে?'

ওয়াহশি এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 'তাদের কুকীর্তির কথা তুমি ভালো করেই জানো। তাদের অপরাধ কোনো সুস্থ বিবেক মেনে নিতে পারে না।'

'তুমি তাদের মতোই। বরং তাদের চেয়ে আরও বেশি...।'

'কী...!' ওয়াহশি চিৎকার করে উঠল।

'আমার কাছে যা বাস্তব মনে হয়েছে বললাম, ওয়াহশি।' সুহাইল কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আবারও বলতে লাগল, 'তুমি শুধু নিজের কথা ভাবো। এ জন্য তোমার কষ্টের কোনো শেষ নেই। তোমার দুর্ভাগ্যেরও কোনো সীমারেখা নেই। আসলে তুমি মানুষের সঙ্গে মানবীয় সম্পর্কটাও ত্যাগ

BanglaBook.org

করেছ। সব সময় তুমি প্রতিহিংসা আর স্বার্থপরতার অন্ধকার একটা জগতে বাস করো। বন্ধু হিসেবে আমি তোমাকে প্রবঞ্চনায় ফেলতে পারি না। তাই তায়েফে ফিরে যাওয়ার আগে কথাটা তোমাকে বলে গেলাম। খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমাদের আর দেখা হবে না। তোমার ওই স্বার্থপরতার কারণেই তুমি নাহিলাকে হারিয়েছ। এ কারণেই মক্কার নেতারা এখনো তোমাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে। ওদিকে মুহাম্মদ তোমার রক্তপণ অশোধযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। সম্পদ আর স্বাধীনতা পেয়েও তুমি বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছ। বেশ্যার দেহ আর প্রতি রাতে মদের পেয়ালা তোমাকে ভালো রাখতে পারছে না।'

ওয়াহশি সুহাইলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তার দুই চোখে টলমল অশ্রু। সুহাইলের হাত ধরে সে বলল, 'সুহাইল! তুমি যা বলেছ, সবই সত্য। আমি এখন কী করব? আমি তো অতল দরিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছি। আমি হন্যে হয়ে একবিন্দু সুখ খুঁজছি। শুধু একটু সুখের জন্য আমি মুখিয়ে আছি। আমি কী করব, বন্ধু!'

ওয়াহশিকে বুকে টেনে নিল সুহাইল। 'দুঃখিত ওয়াহশি! আমার কথাগুলো বেশ কঠিন হয়ে গেছে। একেবারে রস-কষহীন।'

'এ কথাগুলোই আমার বেশি ভালো লেগেছে। তুমি যা বলেছ, তা বাস্তব। সত্যি আমি ওসব করেছি। প্রিয়তমার বিশ্বাসও নষ্ট করেছি। মনিবের কাছে তার গোপন কথাটা আমি ফাঁস করে দিয়েছি। আমি স্বাধীন হওয়ার পর তাকে একজন অপদস্থ দাসী হিসেবে দেখেছি। আমার ও তার মধ্যে বিভেদ আছে, এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। মনিবদের মতো তাকে ছোট করার চেষ্টা করেছি। আমি তখন ভেবেছি, আমি তো একজন মনিবের মতোই। তাদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছি।'

সুহাইল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার কথার উত্তর দিল, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন ওসব ভুলে যাও। নতুন করে শুরু করো। এই যে তুমি সত্যকে অকপটে স্বীকার করে নিলে, তোমার ভাষায় মুক্তি বা সুখের জন্য এটাই যথেষ্ট, ওয়াহশি!'

'কিন্তু তুমি বললে না তো, আমি কী করব!'

'নতুন করে জন্মলাভ করো।'

'এটা কি সম্ভব, সুহাইল? মানুষ তো একবারই জন্মলাভ করে।'

'এই জুলুম আর অত্যাচারের ভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। নিজের ফেলে আসা অতীতকে ভুলে যাও।' মুচকি হেসে বলল সুহাইল।

BanglaBook.org

'কিন্তু কীভাবে?'

'রাসুলের শহর ইয়াসরিবে চলে যাও...।'

ওয়াহশি হো হো করে হেসে উঠল। 'মুহাম্মদের লোকদের কাছে নিজের গর্দানকে স্বেচ্ছায় সোপর্দ করে দেব?'

'তুমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দাও।'

'কাজ হবে না, তারপরও তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

'ভুলেও তারা এমনটা করবে না।'

'সুহাইল! তুমি কি ঠাট্টা করছ? আমার জীবন আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। এর নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত নই।'

'আমি বললাম তো, তারা তোমাকে হত্যা করবে না।'

'নাহ্, নিজের জীবনের ওপর আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারব না।'

'আহা, বললাম তো, তোমাকে কেউ কোনো কষ্ট দেবে না।'

'এ কথার জামিন কে?'

'তোমার ইসলাম গ্রহণ।'

'কারও প্রতিই আমার বিশ্বাস নেই, সুহাইল! দেখবে, লোকেরা আমাকে হামজার ঘাতক বলে সম্বোধন করবে। মুহাম্মদ আমার দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকাবেন। আমি যেখানেই যাব, ওই অভিশাপ আমার পিছু নেবে।'

'আসলে প্রথমে তোমাকে ভাবতে হবে, তুমি মুহাম্মদের দাওয়াত মন থেকে গ্রহণ করছ কি না।'

দুজনই চুপ হয়ে গেল। নীরবতায় কেটে গেল বেশ খানিকক্ষণ। হঠাৎ ওয়াহশির চোখ চকচক করে উঠল। দুষ্ট চিন্তা আর নির্বুদ্ধিতার ছাপ সেখানে প্রস্ফুটিত। সে চিৎকার করে উঠল, 'না...।'

'কেন?'

'আমি সবকিছু থেকে বিশ্বাস হারিয়েছি। কুরাইশরা মুহাম্মদকে ছেড়ে দেবে না। খুব শিগগির তারা তাঁর রাজত্ব গুঁড়িয়ে দিতে একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করবে। তখনই তাঁর ধর্মের পতন হবে। আমি যদি মুহাম্মদের দলে যোগ দিই আর তাঁর ক্ষমাও পেয়ে যাই, তাহলে হয়তো আমি সামনের রণাঙ্গনে নিহত হব। কিংবা কুরাইশদের হাতে বন্দী হব। আবারও আমাকে সেই দাসত্বের জীবনে ফিরে যেতে হবে।'

BanglaBook.org

'তুমি এখনো সেই নিজের স্বার্থের পক্ষেই কথা বলছ। আমি তোমার সামনে ভিন্ন একটা বিষয় পেশ করেছি। তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে, নাকি করবে না?'

'আমি নিজেকে কোনো ব্যাপক বিষয়ের সঙ্গে জড়াতে চাই না, সুহাইল। আমার নিজের কষ্ট আর সাধ্যের সঙ্গেই সবকিছু নির্ণয় করি।'

'আমার হাতে সময় নেই। তোমার সামনে পথ খোলা। তুমি এখন যে পথে খুশি চলতে পারো। সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' কথাটা শেষ করে উঠে যেতে চাইল সুহাইল। ওয়াহশি অস্থির দৃষ্টিতে গোটা ঘরে একবার চোখ বোলাল। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'তাহলে তুমি নিজে কেন ইসলাম গ্রহণ করছ না? তোমার মনিব তো তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। নিজের সম্পদের ব্যাপারেও তোমার প্রতি আস্থা রাখেন।'

ওয়াহশির কথা শুনে সুহাইলের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার দুই চোখে অপূর্ব এক প্রশান্তির রেখা ফুটে উঠল। কণ্ঠে বিস্ময়কর স্থিরতা নিয়ে সে বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিই, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসুল। কিন্তু...।'

'কিন্তু কী? বিশ্বাস যদি করে থাকো, তাহলে কিন্তু কেন?'

'আরে, আমার বিশ্বাসের কথা এখনো গোপন। আমার মনিবের গোত্র বনু সাকিফ বড় বেয়াড়া জাতি। আমার ইচ্ছা, আমি তাদের মধ্যে গোপনে দাওয়াত দেব। দেখি, আল্লাহ আমার দ্বারা কাউকে সঠিক পথের দিশা দেন কি না। তারপর নিজেকে আল্লাহর রাসুলের সমীপে পেশ করব। তখন তিনি যা বলেন, নির্দ্বিধায় পালন করব। তিনি যদি বলেন, যাও, তরবারি নিয়ে গোটা তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে একাই লড়াই করো, তাহলে আমি তা-ই করব।'

ওয়াহশি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আমি এ কী শুনছি! নিজ কানকেই বিশ্বাস করাতে পারছি না।'

'খবরদার, নাহিলার মতো আমার বিষয়টাও আবার ফাঁস করে দিয়ো না।' আঙুল দিয়ে ঠোঁটের ওপর ইশারা করে বলল সুহাইল।

ওয়াহশি দুই হাত দিয়ে তাকে ধাক্কা দিল। তারপর পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল, 'তুমি তোমার কাজে যাও। আমার ঘর থেকে এক্ষুনি বের হও। আমি কাউকে আমার চোখের সামনে দেখতে চাই না। তোমরা শুধু আমার কষ্ট বাড়াতে আসো...।'

সুহাইল বিদায়ী হাসি দিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি। তবে তোমার আচরণের কোনো প্রতিশোধ আমি নেব না। তুমি ক্ষমা আর করুণাই পেয়ে যাবে। আমি তোমার কষ্ট বাড়াতে আসিনি। তুমি নিজেই দুর্ভাগ্যের জীবন দীর্ঘ করছ।'

সুহাইল চলে গেছে। ওয়াহশি এখন একা। নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে তার চারপাশে। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ঝড়ের বেগে কান্না পেল তার। বাতাসে নুয়ে পড়া ডালের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

BanglaBook.org

তেরো

অপ্রত্যাশিত এক আগন্তুকের আগমন ঘটল ওয়াহশির দুয়ারে। ইদানীং সে বাড়ির ভেতরেই থাকে। তার একাকিত্বের সঙ্গী এখন মদের পেয়ালাগুলো। মদ এখন তার নিত্যসঙ্গী। এই জগতে তার সবচেয়ে আপন নিজের বর্শা আর মদ। আরেকজনকেও তার আপন মনে হয়। রুমিয়া। সে এখন হয়তো কোনো খদ্দেরকে মদ পরিবেশন করছে। সে-ই একমাত্র মানুষ, যে তার কষ্ট বোঝে। তাকে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দেয়।

দরজায় যে আগন্তুক দাঁড়িয়ে আছে, ওয়াহশি এর আগে কখনোই তাকে দেখেনি। আগন্তুক বলল, 'তুমি আমাকে চিনবে না। অনুগ্রহ করে যদি প্রবেশের অনুমতি দাও, কৃতজ্ঞ থাকব।'

ওয়াহশি সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল। সন্দেহভরা কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আসতে পারো।'

'আমি ইয়াসরিব থেকে এসেছি। পথ অনেক কষ্টের। উটনিটা চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। খাবার আর পানীয়ও প্রায় শেষের পথে।'

ওয়াহশি দ্রুত মেহমানের আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করল। আপ্যায়ন পর্ব সেরে আগন্তুক বলল, 'তুমি তো আমার পরিচয়ই জানতে চাইলে না!'

'পরিচয় না জানলেও তোমার মেহমানদারিতে আশা করি আমার কোনো ত্রুটি হবে না।'

'তোমার সম্বন্ধে আমি জানি, ওয়াহশি! তোমার কথা এখন সবখানে আলোচনা হয়। আসার পথে প্রতিটি মনজিলেই তোমার কথা শুনলাম।'

ওয়াহশির বুকটা ধক করে উঠল। সত্যি বলতে তার ভেতরে একটা ভয় কাজ করতে লাগল। হতে পারে লোকটা মুহাম্মদের কোনো অনুসারী। তাকে গুপ্তহত্যা করার জন্য মুহাম্মদ পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর চাচার রক্তকে এত সহজেই ভুলে যেতে পারেন না। দাগী অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ছোটখাটো অপরাধীদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া তাঁর নীতি। ইহুদি কবি কা'ব ইবনে আশরাফকে কী দুর্ধর্ষভাবেই না গুপ্তহত্যা করেছিল তাঁর লোকেরা! লোকটার কথাবার্তা ওয়াহশির সেই সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, তুমি হামজাকে হত্যা করেছো। বহু মানুষের মনের ক্ষোভ

BanglaBook.org

মিটিয়েছো। বদরে নিহত ব্যক্তিদের রক্তের শোধ নিয়েছো। তোমার মতো আর দশজন যদি মুহাম্মদের একটা করে লোককে হত্যা করতে পারত, তাহলে তারা রণাঙ্গন থেকে পালাতে বাধ্য হতো।'

ওয়াহশি ভয়ে জমে গেল। মনে হচ্ছে, তার ধারণা সত্যি। এটা তাকে ধোঁকায় ফেলার প্রথম ধাপ। কিন্তু লোকটার কাছে কোনো তরবারি বা খঞ্জর নেই। আবার সে দিনের আলোতে এসেছে। রাতের আঁধারে নয়। নিজের থেকে খাবার-পানীয়ও চাইছে। লোকটার আচরণও বেশ শান্ত। সে কি আচমকা তার লক্ষ্যে আঘাত হানবে? কিন্তু না, লোকটা এবার ওয়াহশির সন্দেহকে দূর করল। 'তোমার ব্যাপারে সবকিছু আমরা জানি। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'তোমরা কারা? তুমিই-বা কে?' ওয়াহশির কণ্ঠে উত্তেজনা।

'আমাকে নিয়ে কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে?'

'অজ্ঞতার কারণে মানুষ ভুল বুঝতেই পারে।'

লোকটি বলল, 'আমরা ভাই ভাই। আমাদের লক্ষ্য অভিন্ন। হয়তো আমাদের বাড়িঘর ভিন্ন তল্লাটে। তুমি হয়তো আমাদের চিনবে না। কিন্তু আমরা তোমাকে খুব ভালো করে চিনি। মুহাম্মদ যাদের প্রতি ক্ষুব্ধ, যাদেরকে সে দমন করতে চায়, যাদের রক্তকে সে অশোধযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে, তাদের সবাইকেই আমরা চিনি। বন্ধু! মুহাম্মদ নেতৃত্বে খুব দক্ষ। সে তার সৈন্যদের সব সময় সংঘবদ্ধ রাখে। আঘাত করার উপযুক্ত সময় সে জানে। আমরা আর তোমরা তার সামনে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। তার প্রজ্ঞার সঙ্গে আমরা পেরে উঠি না। জিজ্ঞেস করবে না, কে আমি? আমি বনু নজিরের এক আত্মোৎসর্গী সৈনিক। মুহাম্মদের দলকে ছত্রভঙ্গ করাই আমার কাজ।'

'তুমি ইহুদি?' ওয়াহশির কণ্ঠে উদ্বেগ।

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ইহুদি আবারও বলতে লাগল, 'আমরা তাকে মদিনার আমির বানিয়ে দিয়েছি। এ সুযোগে সে আমাদেরও দমন করে ফেলেছে। এখন সে আমাদের লাঞ্ছিত করছে। তার দাবি, আমরা নাকি তাকে হত্যা করতে চাই। তার গোপন ভেদ শত্রুদের কাছে পাচার করি। গোটা আরবকে তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে চাই।'

'তোমরা কি তার অভিযোগগুলো অস্বীকার করো?'

ইহুদির ঠোঁটে শয়তানি হাসি ফুটে উঠল। 'আমরা গোপনে এসব করি। তোমার কী মনে হয়, আমরা তাকে গোটা আরবের রাজত্ব দখল করতে দেব?

BanglaBook.org

এই বিশাল ভূখণ্ডে সে তার আইন প্রতিষ্ঠা করবে আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব? আমরা আমাদের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব কি তার কাছে বিকিয়ে দেব?’

‘ব্যক্তিগতভাবে আমার হারানোর কিছু নেই।’ ওয়াহশির কণ্ঠ হতাশ শোনাল।

‘এটা তো হামজাকে হত্যা করার আগের কথা। এখন তো তার রক্তের দায় তোমার কাঁধে। তা ছাড়া এখন তোমার স্বাধীনতা, সম্পদ, মর্যাদা–সবই আছে। তোমার নিজের জীবনটার প্রতি কি এখন তোমার মায়া হয় না?’ ইহুদির মুখে ষড়যন্ত্রের হাসি।

‘তুমি সত্য বলেছো।’

ইহুদি নাক ঝাড়ল। ‘তুমি বিয়ে করতে চাও। স্বাধীন প্রজন্ম গড়তে চাও। প্রিয়তমাকে নিয়ে সুখী হতে চাও। ব্যাপারগুলো কি এমন নয়, ওয়াহশি?’

‘সত্য। তবে মুহম্মদও আমার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভুলে যাওয়ার কথা নয়।’ ওয়াহশি মাথা ঝোঁকাতে ঝোঁকাতে বলল।

‘প্রতিরোধের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো পাল্টা আক্রমণ করা।’

‘তুমি কী বলতে চাচ্ছেন?’

ইহুদি কাঁধ সোজা করল। তারপর নিজের চেহারাটা ওয়াহশির কাছাকাছি নিয়ে বলল, ‘সে তোমাসেক হত্যা করার আগে তুমিই তাকে হত্যা করে ফেলো।’

‘কীভাবে?’

‘আড়াল থেকে বর্শার আঘাতে। তার চাচা হামজাকে যেভাবে ঘায়েল করেছিলে, ঠিক সেভাবে। আমরা তোমার নিরাপত্তা দেব। আমাদের লোকেরা তোমাকে নিরাপদে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দেবে।’

ওয়াহশি ঠোঁটে তিক্ত একটা হাসি ঝুলিয়ে বলল, ‘এই উদ্দেশ্যেই তুমি এসেছো?’

ইহুদি স্বর্ণমুদ্রায় ঠাসা একটি থলে বের করল। ‘এটা তোমার জন্য সামান্য উপঢৌকন। এ দিয়ে তুমি জীবনের বড় একটা অংশ বসে বসে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর কাজটা হয়ে গেলে যা পাবে, তা কল্পনাও করতে পারবে না।’

স্বর্ণমুদ্রাগুলো ওয়াহশির চোখের সামনে চকচক করতে লাগল। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, ‘আর যদি আমি ব্যর্থ হই, তাহলে আমার জীবন, সম্পদ, স্বাধীনতা, ভবিষ্যৎ–সবই হারাব।’

‘তুমি কাজটা না করলেও কি এমনটা হওয়ার আশঙ্কা নেই?’

BanglaBook.org

'তোমাদেরও তো এমন হতে পারে!'

'যা তা বলো না, ওয়াহশি! ভবিষ্যৎ আমাদের। হয়তো দু-একটি হামলায় ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু যুদ্ধ তো এখানেই শেষ নয়। ক্ষতি যতই হোক, দিন শেষে বিজয় আমাদেরই পদচুম্বন করবে। অচিরেই আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে এমন এক বাহিনী গড়ে তুলব, আরবরা যা কখনোই দেখেনি।'

ওয়াহশি বিরক্তির ভাব নিয়ে বলল, 'এই খেলা দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত।'

'আমি ভাবিনি, তুমি এতটা নৈরাশ্যবাদী হবে। এই সামান্য অপেক্ষায়ই তুমি এতটা ক্লান্ত? অথচ মুহাম্মদকে দেখো। সে কত ধৈর্যশীল। কখনো বিরক্ত হয় না। ক্লান্তও হয় না। হতাশা বলতে কিছুই হয়তো তার অভিধানে নেই।'

'তোমাকে আমার কাছে কে পাঠিয়েছে বলো তো?'

'ইহুদিদের গোত্রপতি হুয়াই ইবনে আখতাব। আবু সুফিয়ান স্বয়ং তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন। তিনি এখন কাবিলায়ে আসাদ, আশজায়, ফাজারাহ ও গতফান গোত্রকে সংঘবদ্ধ করতে ব্যস্ত। তবে তুমি যদি তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দিতে, তাহলে সেটা এই সৈন্যদল থেকেও বেশি কার্যকর হতো।'

ওয়াহশি এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা সবাই জাহান্নামে যাও। আমি কাউকে পছন্দ করি না। কাউকে বিশ্বাসও করি না। জুবাইর ইবনে মুতইমের কাছ থেকে আমি একটি দাসী কিনতে চেয়েছিলাম। দাসীটিকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু সে আমাকে দিল না। সামান্য দাসীর ব্যাপারে আমাকে অসম্মান করল। অথচ এই আমিই তার চাচার রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছি। মক্কাবাসীকে তাদের এক ভয়ংকর শত্রু থেকে রক্ষা করেছি। এর জন্য আমি নিজের প্রাণকে মুহাম্মদের প্রতিশোধের মুখোমুখি করতেও দ্বিধাবোধ করিনি। এখন যদি আমি মুহাম্মদকেও হত্যা করি, তবু মক্কার নির্যাতিত মানুষেরা কোনো মুক্তি পাবে না। সরদাররা আগের মতোই নির্যাতনের নিষ্পেষণ চালিয়ে যাবে। আবারও আমাকে কয়েক দিনারের দাসীর জন্য লাঞ্ছিত হতে হবে।'

'সত্যিই এমন কিছু ঘটেছে? হায় কপাল! জুবাইর ইবনে মুতইম তো দেখি বিরাট ভুল করেছে। তার এই আচরণ খুবই অশোভনীয় হয়েছে।'

'এটাই তিক্ত বাস্তবতা। তারা এখনো আমার সঙ্গে ক্রীতদাসের মতোই আচরণ করে। আমাকে আগের মতোই অধিকারবঞ্চিত করে। মুহাম্মদ তো কারও সঙ্গে তাদের মতো বাজে আচরণ করে না!' ওয়াহশি নিজের চেহারাটা দূরে নিয়ে কথাটা শেষ করল।

'আসলে মক্কার সরদাররা নির্বোধ। তারা কী করছে নিজেরাই বোঝে না।' ইহুদি নিচু আওয়াজে কথাটা বলল।

ওয়াহশি এবার অনেকটা ঠাট্টার সুরে বলল, 'ইয়াসরিবের আনসাররা মুহাজিরদের ব্যাপারে কতই না সহমর্মী! শুনেছি, তারা মুহাজিরদের নিজেদের স্ত্রী পর্যন্ত দিয়ে দিতে চায়। নিজেদের ঘরে তাদের জায়গা করে দেয়। নিজেদের সম্পদেও ভাগ দেয়। এটার নাম প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব। আর এই মক্কাবাসী? তারা আমার থেকে ফায়দা নিল। তার বিনিময়ে আমাকে স্বাধীন করল। এখন তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। আমাকে তাচ্ছিল্য করে। একটা কমদামি দাসী থেকেও বঞ্চিত করে। এত কিছুর পরও তুমি এসেছ। আর আমাকে বলছ মুহাম্মদকে হত্যা করতে! আমাকে সম্পদ আর সম্মানের লোভও দেখাচ্ছ!'

ওয়াহশিকে থামিয়ে ইহুদি বলতে লাগল, 'আমরা মক্কার নেতাদের মতো নই। আমরা উপযুক্ত প্রতিদান দিতে জানি। বাস্তবতা হলো, আমরাও তোমার মতো মক্কার নেতাদের তাচ্ছিল্য করি তাদের চিন্তার দৈন্য আর সংকীর্ণতার কারণে।' কথার মধ্যে ইহুদি একবার ঢোঁক গিলল। তারপর আরও জোরালো ভাষায় বলল, 'তুমি একবার আমাদের ওখানে এসেই দেখো। বনু কুরাইজা বা খায়বারের যে নারীকে পছন্দ করবে, তাকেই আমরা তোমার হাতে তুলে দেব। তার সঙ্গে তোমার এমন বাসরের ব্যবস্থা করব, আরবরা যার কল্পনাও কখনো করেনি। তুমিই তো বীরশ্রেষ্ঠ। যদি এই বীরত্বেরই কদর না করা হয়, তাহলে এ পৃথিবী আর এ ধরার কীই-বা মূল্য থাকল!'

ওয়াহশি অবজ্ঞাভরা কণ্ঠে বলল, 'এখানে আমাকে অভিশাপ দিয়ে অবজ্ঞা করা হয়। তোমরা এখন আমার প্রতি অবজ্ঞার কথা গোপন করছ। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করেই ছাড়বে। যখনই আমাকে দিয়ে তোমাদের স্বার্থ ফুরিয়ে যাবে, তখন তোমরা আমাকে বাসি খাবারের মতো ছুড়ে ফেলবে। তারপর আমার ওপর পাগলা কুকুর লেলিয়ে দেবে। তাই আমি কাউকে বিশ্বাস করতে চাই না।'

'তোমাকে যা প্রস্তাব দিয়েছি, আমরা তা বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত। এটাই আমাদের সততার প্রমাণ।' অনেকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল ইহুদি।

'আমি আমার নাহিলাকে ছাড়া কাউকে চাই না। তার বেয়াড়া ভাব তার প্রতি আমার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মনিবের অসম্মতি সেই আগ্রহে আরও ভিন্নমাত্রা তৈরি করেছে। আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন তার প্রতি আমার ভালোবাসা প্রবল। মানুষের মন বড় অদ্ভুত, প্রিয় মেহমান! আমি

BanglaBook.org

জানি, দুনিয়াতে তার চেয়ে বহু সুন্দরী নারী আছে। কিন্তু আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি না। তাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতেও পারি না।'

ওয়াহশি উঠে গিয়ে আরেকটু দূরে বসল। তারপর বলল, 'স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিয়ে যাও। আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। সোনা, সম্পদ, সম্মান কোনো কিছুর প্রতিই আমার আগ্রহ নেই। এমনকি স্বাধীনতার প্রতিও। মানুষের মন যখন ভেঙে যায়, তখন তার কোনো কিছুরই চাহিদা থাকে না।'

'আমি ভাবিনি যে তোমার এই অবস্থা হবে। একটা মেয়েই তোমাকে নিয়ে এই খেলা খেলছে। তোমার স্বভাব-চরিত্র সব বদলে দিয়েছে। কোথায় সেই দুর্ধর্ষ সাহসী, ওয়াহশি?'

ইহুদি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকল। তারপর ওয়াহশির দিকে দুর্ভেদ্য দৃষ্টি ফেলতে লাগল। আবারও বলল, 'আমি হুয়াই ইবনে আখতাবকে জুবাইর ইবনে মুতইমের সঙ্গে তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে বলতে পারতাম। আশা করি, সে দাসীটা তোমাকে দিয়ে দিত। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' শিশুদের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল ওয়াহশি।

'কিন্তু তুমি তার উপযুক্ত নও। যে পুরুষ কোনো নারীর জন্য নিজের সবকিছু ভুলে যায়, সে কোনো কিছুরই উপযুক্ত নয়। আসলে তোমরা মক্কাবাসীরা কাজের লোক নও। তোমরা সর্বস্ব দিয়ে লড়তে জানো না। বিপদ যে খুব ঘনিয়ে আসছে, তোমরা সেটা গায়েই মাখছ না।'

ইহুদি সামান্য ঢোঁক গিলে আবারও বলতে লাগল, 'নারী দিয়ে কী হবে? যেকোনো খাবার যেমন ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে, ঠিক তেমনি যেকোনো নারীই দেহের জ্বালা মেটাতে পারে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'আগে আমার অবস্থা তেমনই ছিল। আমিও এমন ভাবতাম। মনে হতো, দেহই সবকিছু। কিন্তু এখন মনে হয়, সেই ধারণা ভুল ছিল।'

'ব্যাপারটা কিন্তু নারীর ব্যাপার নয়।' ইহুদি হাত নেড়ে কথাটা বলল।

'তাহলে তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

'এটা আত্মসম্মানের ব্যাপার। তুমি তাকে কিনে প্রমাণ করতে চাচ্ছ যে তুমিও মনিব হতে জানো। তুমি চাচ্ছ, মানুষ জানুক তুমি এখন যা খুশি তা করতে পারো। তুমি তোমার স্বাধীনতাকে বাস্তবে প্রমাণ করতে চাচ্ছ। কারণ, তোমার স্বাধীনতা নিয়ে তুমি নিজেই সন্দেহের ভেতর আছ।'

'আমি এখন নিজের এ অবস্থার পেছনে কারণ খুঁজতে চাই না। আমি শুধু তাকে চাই। এটাই আমার আসল কথা। মনিব জাতের লোকেরা আমার মুখে

BanglaBook.org

থুতু ছিটায়। কোনো গোলাম স্বাধীন হোক, তারা চায় না। কারণ, তাহলে তাদের সমকক্ষ হতে পারে এমন লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এই নির্বোধদের ভেতর স্বার্থপরতায় ঠাসা। তারা চায় অন্যরা শুধু তাদের ইচ্ছে পূরণ করুক আর তাদের পক্ষে লড়াই করুক।' ওয়াহশি ইহুদির বাহুজোড়া দুই হাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে থাকল, 'তোমার কি মনে হয়, আজ যদি আমি মুহাম্মদের আহ্বানে সাড়া দিই আর হামজার বদলে আবু সুফিয়ান আর জুবাইরের বুকে বর্শা চালাই, তাহলেও সে আমার সঙ্গে এমন আচরণ করবে?'

ইহুদি লজ্জায় মাথা নাড়ল। 'না, বাস্তব সত্য হলো মুহাম্মদ তার লোকদের কদর করতে জানে। সে তাদের সঙ্গে খুবই কোমল আচরণ করে। ফলে তারা তার প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়।'

'দেখবে, এ জন্যই একদিন মুহাম্মদ মক্কার নেতাদের সব দম্ভ চূর্ণ করে দেবে। তাদের রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে।'

ইহুদি মুখে ষড়যন্ত্রের হাসি ঝুলিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা এত সোজা নয়। সবারই কিছু ভুল থাকে। সেটা মক্কার কারও হোক কিংবা ইয়াসরিবের। আমরা মুহাম্মদের সেই ভুলের সুযোগটা নেব। ক্ষমতা, জনবল আর সম্পদ দিয়ে আমরা তাকে পরাভূত করে ছাড়ব। দেখলে না উহুদে কী হলো?' কথার মধ্যখানে পেয়ালা থেকে পানি পান করল ইহুদি। তারপর আবারও বলতে শুরু করল, 'ওয়াহশি! আমার প্রস্তাবটার কথা তুমি ঠান্ডা মাথায় ভাবো। তুমি যদি মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারো, তাহলে তুমি আরবদের মাথার মুকুট হয়ে যাবে। মক্কার নেতারা তোমার কাছে তখন পাত্তা পাবে না। তুমি যা ইচ্ছে তা-ই পাবে। আর মনে রাখবে, ইহুদিরা কখনো তাদের বন্ধুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। কথাগুলো তুমি খুব ভালো করে মনে রেখো। হয়তো আমাদের ওপর দিয়ে ইদানীং কিছু ঝড়-ঝাপটা যাচ্ছে কিন্তু আমরা যাকে ইচ্ছা ওপরে ওঠাতে পারি, যাকে খুশি নিচে নামাতে পারি। তুমি যা চাইবে আমরা তা-ই করে দিতে পারব। প্রয়োজনে আমাদের দু-চারটা লাশ পড়বে। তুমি আমাদের কাছে মক্কার এক হাজার নেতার চেয়ে সম্মানিত। তাহলে আমি এখন যাচ্ছি।'

ওয়াহশি শাহাদাত আঙুল দিয়ে মুদ্রার থলেটাকে ইশারা করে বলল, 'ও আমার লাগবে না, ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

'ওটাকে আমি তোমার কাছে আমানত হিসেবে রেখে গেলাম। জিনিসটা তোমাকে বিষয়টা ভাবতে সাহায্য করবে।' তারপর ইহুদি বের হতে হতে

বলল, 'সম্পদই জীবন বদলে দিতে পারে। সম্পদই সবকিছুর ফয়সালা করে। এই সম্পদই সবাইকে তোমার স্বাধীনতা ও মর্যাদা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করতে পারে। তখন মক্কার নেতারাও তোমাকে সম্মান করতে বাধ্য হবে।'

ইহুদি বেরিয়ে গেল। ওয়াহশি অপলক চোখে মুদ্রার থলেটির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সব মুদ্রা উপুড় করে ঢালল মাটিতে। একটা একটা করে গুনে গুনে আবার ভরতে লাগল থলেতে।

আহা, দিনার গুনতেও কী শান্তি!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চৌদ্দ

জুবাইর ইবনে মুতইমের অপর এক দাসী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল নাহিলার কাছে। 'নাহিলা...নাহিলা...! মনিব এক্ষুনি তোমাকে ডাকছেন।'

হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে মেয়েটার বুক। দৌড়ে আসার কারণে হয়রান হয়ে গেছে সে। নাহিলা জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ অমন জরুরি তলব! কেন ডেকেছেন বলতে পারো?'

'তা জানি না। কিন্তু তাঁর চেহারা বিবর্ণ দেখলাম। চোখ থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে।'

ভয়ে ভয়ে নাহিলা বেরোল মনিবের ঘরের উদ্দেশে। হঠাৎ কেন এভাবে এই অসময়ে তাকে ডেকে পাঠালেন মনিব, সে বুঝতে পারছে না।

জুবাইর ইবনে মুতইম ওয়াহশির সেই কথা ভুলে যায়নি। যদিও সে তার কথা বিশ্বাস করেনি। তাকে কঠোরভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে। জুবাইরের চোখে সে নাহিলার চেয়েও তুচ্ছ। কিন্তু জুবাইরের ভেতর সন্দেহ উসখুস করছে। যদি ওয়াহশির কথা সত্য হয়, তাহলে কী হবে? তার জন্য কতটা লজ্জাজনক হবে বিষয়টা! মক্কার সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। উপরন্তু তার ঘরের কোনো মানুষ তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে মুহাম্মদের অনুসারী হয়ে যাবে—এটা সে ভাবতেই পারছে না। এমনটা হলে তার সম্মান ও আত্মমর্যাদা প্রচণ্ডভাবে ক্ষুণ্ন হবে। বরং এটা তার নিহত চাচার আত্মার সঙ্গেও চরম বেয়াদবি হবে। না, না, এটা হতে পারে না। তার কোনো বাঁদি এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা করতে পারে না। তবু বাঁদিটিকে তার ডাকা প্রয়োজন। একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। তাহলে সে ওয়াহশির ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

নাহিলা দাঁড়িয়ে আছে মনিবের সামনে। সে বুঝতে পারছে, কিছু একটা হয়েছে। নতুবা সাধারণত মনিব তাকে এ অসময়ে ডাকেন না। তাঁর চেহারাও অমন বিবর্ণ থাকে না। চোখে থাকে না রাগের কোনো চিহ্ন। কিন্তু ঠিক কী কারণে তিনি অত খেপলেন, তার বুঝে আসছে না। সে তো কোনো ভুল করেনি। কাজে তার কোনো গাফিলতি নেই। মনিবের কোনো কথাও কখনো অমান্য করে না। তবে কি তার পুরোনো সম্পর্কের কোনো খবর মনিবের

BanglaBook.org

কানে গেল? এটা অসম্ভব কিছু নয়। নাহিলা এই বিপদটার অপেক্ষায় করছিল। তাই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য কিছু কথা সে আগ থেকেই গুছিয়ে রেখেছে। সম্পর্ক ছিন্নের পর তার নামে আর কোনো অপবাদ থাকতে পারে না। সম্পর্ক তো অতীত হয়ে গেছে। তাই স্থিরচিত্তে সে মনিবের সামনে মাথা খানিক ঝুঁকিয়ে বলল, 'আদেশ করুন, মনিব!'

'তুমি আদবে, আনুগত্যে আমার বাঁদিদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে।'

'এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই মনিব, এটা আমার দায়িত্ব!'

'হ্যাঁ, এ জন্যই আমি কখনো তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি না। কঠোরতাও করি না।'

'এটা আপনার মহানুভবতা আর অনুগ্রহ। আমি চিরকৃতজ্ঞ আপনার কাছে।'

'দ্বিমুখিতা আমি দুই চোখে দেখতে পারি না, তুমি ভালো করেই জানো।'

মনিব আসলে কী বলতে চাইছেন, নাহিলা এখনো বুঝে উঠতে পারছে না। তাঁর অমন অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে নাহিলার কণ্ঠ থেকে আর কোনো শব্দ বেরোল না। সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। জুবাইর এবার প্রশ্ন করল, 'ওই অসভ্য গর্দভটার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক ছিল?'

'কে?'

'ওয়াহশি ইবনে হারব।'

নাহিলার শরীর কেঁপে উঠল। তা সত্ত্বেও সে একটা পুলক অনুভব করল।

'আপনার সেবার অছিলায় আমাদের মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখান থেকে সে চলে যাওয়ার পর এ বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছি। আর কোনো যোগাযোগ রাখিনি তার সঙ্গে। আমি সব সময়ই আমার মনিবের আস্থার পাত্রী হিসেবে থাকতে চেয়েছি। যদি আমাকে নিয়ে আপনার কোনো সংশয় থাকে, তবে আমি বলতে চাই, আমি আপনার সেবাকে পুণ্য মনে করি। সেবাকে কখনোই শ্রেষ্ঠত্ব ভাবি না। বরং এটা আমার দায়িত্ব। আমাকে যিনি ক্রয় করেছেন, আমাকে প্রতিপালন করছেন, তার প্রতি এটা আমার কর্তব্য! আর আমার বিশ্বাস, আপন মনিবের সঙ্গে যে গাদ্দারি করে, সে অসভ্য, নীচ।'

জুবাইরের চেহারায় আনন্দের রেখা ফুটে উঠল। সে বলল, 'গর্দভ ওয়াহশি বলল তুমি নাকি মুহাম্মদের অনুসারী হয়ে গেছ!'

নাহিলার সামনে গোটা জগৎটা চরকির মতো ঘুরতে লাগল, যেন আকাশ থেকে ভারী কোনো জিনিস কেউ তার মাথার ওপর নিক্ষেপ করেছে। ক্ষোভ

BanglaBook.org

আর ঘৃণায় ভেতরটা তার ফেটে পড়ছে। ওয়াহশি, এই নীচু, হীন লোকটাকেই সে নিজের হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা নিবেদন করেছিল? হায়, কী করে সে কথাটা ফাঁস করল! এত বড় গাদ্দার ওয়াহশি? এত বড় স্বার্থপর?

নাহিলার জবাবের অপেক্ষা না করেই জুবাইর বলতে লাগল, 'আমি জানি, সে মিথ্যুক। তবু কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। কিন্তু ইতরটার ভেতর এতটাই বিদ্বেষ যে সে ন্যায়-অন্যায় সব ভুলে যায়।'

নাহিলার চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, 'মনিব আমি...'

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিল না জুবাইর। থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমার কাছ থেকে কিনতে এসেছিল। এই পাগলটা ভাবে যে আমাদের দেওয়া মাল দিয়ে সে আমাদের মোকাবিলায় দাঁড়াবে। ছোটলোকটার যদি সামান্য লজ্জা থাকত কিংবা সুস্থ বোধশক্তি থাকত, তাহলে এমন নির্বুদ্ধিতা করত না।'

'মনিব! আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম...'

জুবাইর হাতের ইশারায় তাকে আবারও থামিয়ে দিল। বলল, 'নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা তেমন কোনো বিষয়ই নয়। তোমাকে ডাকার আগেই আমি বাস্তবতা জানতাম। আমি জানি, তুমি নির্দোষ। তোমাকে ডাকলাম শুধু ওর নিকৃষ্টতা তোমার সামনে পরিষ্কার করার জন্য, যাতে তার ব্যাপারে তোমার ধারণা থাকে। এরপরও যদি সে তোমাকে ডাকে কিংবা তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, তাহলে আমাকে জানাবে। এসব নির্লজ্জকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়, তা আমি ভালো করেই জানি। আসলে তোমার মতো বুদ্ধিমান দাসীদের ধর্ম নিয়ে ভাবার কথা নয়। তোমার কাজ তো অন্য কিছু। আমি জানি, কিছু দাস-দাসীর মস্তিষ্কে মুহাম্মদ জাদু করেছে। তাদের ভেতর বিদ্রোহের চিন্তা আর দুর্বলতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু তোমার মতো বুদ্ধিমান দাসীর মুহাম্মদের জালে পা দেওয়ার কথা নয়।'

খানিকটা থেমে সে নাহিলাকে ইশারা করে বলল, 'যাও, ও নিয়ে আর ভেবো না। নিশ্চিন্তে নিজের কাজ করতে থাকো।'

নাহিলা দেখল, মনিব তাকে সত্য বলার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাকে সত্য স্বীকার করার সুযোগই তিনি দেননি। তিনি ভাবতেই পারেন না যে তাঁর কোনো বাঁদি তাঁর বিরুদ্ধাচার করবে। নাহিলা ফিরে যেতে চাইল। সামনের দিকে কয়েক কদম ফেলল। কিন্তু সে আর এগোতে পারল না। আবারও

BanglaBook.org

পেছনে ফিরে তাকাল। জুবাইর জিজ্ঞেস করল, 'কী? কিছু বলার আছে তোমার?'

'আমি আপনাকে ধোঁকা দিতে বা মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নই। যদি এতে আমার প্রাণও চলে যায়...।'

'আহা, আমি জানি তো সেটা।'

নাহিলার চেহারা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'মনিব! বাস্তবতা হলো...বাস্তবতা...'

'কী, বাস্তবতা কী?'

'আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ধর্মের অনুসারী হয়ে গেছি।'

হঠাৎ যেন বিস্ফোরণ হলো। জুবাইরের মনে হলো, মক্কার কোনো পাহাড় তার মাথায় ভেঙে পড়েছে। তার মাথাটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না–এটা কি কোনো দুঃস্বপ্ন! তার পয়সায় কেনা একটা বাঁদি তার ঘরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলছে, সে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে! নাহিলার বিবর্ণ পাংশু চেহারার দিকে সে তাকাল। মেয়েটার শরীর কাঁপছে। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। জুবাইর চিৎকার করে বলল, 'তুই মিথ্যা বলছিস!'

সে নাহিলার হাত ধরে টান দিল। তাকে নিজের দুই চোখের মুখোমুখি করল। 'কথা বল। নিশ্চয় তুই মিথ্যা বলছিস। তোর মতো তুচ্ছ একটা বাঁদি সত্য-মিথ্যার ফারাক কী করে বুঝবে? তোর মতো বাঁদি আবার নিজের জন্য ধর্ম বেছে নেওয়ার সাহস কোথায় পাবে?' বলতে বলতে নাহিলাকে পেছনে ধাক্কা দিল সে। 'তোর সাহস দেখে অবাক মানছি।'

'মনিব! আপনি কষ্ট পেয়েছেন, এ জন্য আমি দুঃখিত। একজন দাসীর প্রতি মালিকের যে অধিকার আছে, আমার ওপর আপনার সে অধিকার সম্পূর্ণভাবে আছে। আমার রক্ত, আমার দেহ, আমার শ্রম শুধুই আপনার। কিন্তু আমার অন্তরের মালিক শুধু একজন। আল্লাহ।'

'তোর মালিকানা নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো প্রভু বিবাদ করতে আসবে? আসতে বল!' জুবাইর নির্বোধের মতো চেঁচিয়ে উঠল।

'আল্লাহ্ মাফ করুন। তিনি আপনার আমার সৃষ্টিকর্তা। আর আমি তো কোনো গাদ্দারি বা খেয়ানত করিনি।'

'তুই যা করেছিস, এর চেয়ে বড় খেয়ানত আর কী হতে পারে!'

BanglaBook.org

'অনেকেই তো নিজের চিন্তা-চেতনা আর প্রেম-ভালোবাসার কথা গোপন রাখে।'

'কে কী করল সেটা আমার দেখার বিষয় নয়!' জুবাইর এবার নিজেকে লক্ষ করে বলতে লাগল, 'যদি আমি এই দাস-দাসীদের সঙ্গে কঠোরতা করতাম, তাহলে মানুষ আমাকে বলত প্রভাবশালী মনিব। মুহাম্মদের যোগ্য প্রতিপক্ষ। কিন্তু আমার রহমদিলির কারণে দাস-দাসীরা আজ আমার অবাধ্যতা করে। ইসলাম গ্রহণ করে। হায় কপাল! আমি ওদের প্রত্যেকটার পিঠ চাবুক দিয়ে ঝলসাব আজ। তবু আমার রক্ত ঠান্ডা হবে না। তাহলে কি আমি ওদের রক্তাক্ত করব? আমি কী করব, আমি নিজেই জানি না। ওরা এখানে থেকে কীভাবে সেই লোকটার অনুরাগী হয় যে তার নতুন ধর্ম নিয়ে ইয়াসরিবে চলে গেছে। তারা তার দাওয়াতও গ্রহণ করে। নিজেদের মৃত্যু আর শাস্তির মুখোমুখি করতেও পরোয়া করে না। অথচ লোকটা তো তাদের কাছের কেউ নয়। আমি এখানে। ওদের পাশে। তারা আমার চোখ থেকে বের হতে পারে না। আমার কোনো কথা অমান্য করে না। তা সত্ত্বেও তারা আমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। এ আমার সঙ্গে উপহাস বৈ আর কী হতে পারে!'

এবার নাহিলার মুখোমুখি হলো সে। 'তোর কাছে মুহাম্মদের দাওয়াত কীভাবে পৌঁছাল? আর তুই সেটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গ্রহণ করার সুযোগ কখন পেলি? তুই কি মনে করিস, তুই আমার চেয়েও দূরদর্শী? আমার চেয়েও চিন্তাশীল?'

নাহিলার দুই চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু ঝরছে। সে বলল, 'মনিব! ঈমান ভিন্ন জিনিস। শুধু চিন্তার গভীরতা আর দূরদর্শিতা দিয়ে ঈমান পাওয়া যায় না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েতের আলো দান করেন।'

'আল্লাহর ইচ্ছা হলেই তিনি তুচ্ছ, অপদস্থ দাসীকে হেদায়েত দেবেন আর জুবাইর ইবনে মুতইমের মতো জ্ঞানীরা পথহারা থাকবে—এটা কি সম্ভব?' জুবাইরের কণ্ঠে তিক্ততা!

'আমি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার উপযুক্ত নই, মনিব!'

'কেন?'

'এর উত্তর আমি জানি না।'

'তাহলে কে জানে? মুহাম্মদ?' জুবাইর অস্থিরভাবে এমন আচরণ করতে লাগল, যা তার গাম্ভীর্যের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। 'তাহলে তুই যা। তুই তো

BanglaBook.org

পবিত্রা মুমিনা নারী। তুই গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন আল্লাহ আমার কপালে তার অবাধ্যতা লিখলেন? তুই তো আমার চেয়ে তার আপন লোক।'

'আল্লাহর রাস্তা উন্মুক্ত। তাতে চলতে কারও অছিলা প্রয়োজন হয় না।'

জুবাইর নাহিলার ঠোঁট চেপে ধরল। 'তুই জুবাইর ইবনে মুতইমের বাড়িতে বসে মুহাম্মদের দ্বীনের ব্যাখ্যা করছিস?'

'আমি আপনার সম্মান ও মর্যাদাকে ভুলে কথা বলছি না। আর আমি এই বাড়ির কোনো মানহানিও করছি না।'

জুবাইর ভেবে পাচ্ছে না কী করবে সে? নাহিলা যা ঘটিয়েছে, তা তার সম্মানের ওপর অনেক বড় চপেটাঘাত। সেই পুরোনো কাহিনি। বিলাল ও আরও কিছু দাস-দাসী আগে যা ঘটিয়েছিল। জুবাইর কি মেয়েটাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে, যাতে সে বিপথ থেকে ফিরে আসে? মেয়েটার বয়স খুবই অল্প। কঠিন শাস্তি দিলে হয়তো সে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ধর্মত্যাগী গোলাম-বাঁদিদের কষ্ট সহ্য করে নিজেকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করার মনোভাব আছে।

কেউ জানার আগে তাকে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এতেও জুবাইরের ক্ষোভ কমবে না। তার মনের ভেতর ক্রোধের আগুন জ্বলতেই থাকবে। তাকে শাস্তি দিতে দিতে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখোমুখি করা যেতে পারে। তাহলে তার অবাধ্যতার স্বাদ সে বুঝবে। নাকি সে আরও কঠিন ধৈর্য প্রদর্শন করে নিজেকে বিজয়ী করে ছাড়বে?

জুবাইর নাহিলার দিকে ফিরল। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'এখন তুই যেখানে খুশি যেতে পারিস। এখন যা হলো তা কাউকে বলবি না।'

নাহিলা ফিরে যেতে লাগল। তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে সে আকাশের দিকে তাকাল। তার ভেতরে এখন অসম্ভব রকম সুখ অনুভূত হচ্ছে। সামনের ভয়ংকর ভবিষ্যত নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়। সে তার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। কোনো সংকোচ ছাড়াই সত্য কথা সে বলতে পেরেছে। হয়তো এর বিনিময়ে তার জীবন দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সবাই তো বাস্তবতা জানবে। সে সবার সামনে পথকে উন্মুক্ত করে দিল। এখন সবাই আল্লাহর দিকে ছুটবে। তার চেয়ে বড় কথা, সে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। তার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। ঈমানের জন্য সে যেকোনো কিছুর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছে। সে মনে মনে বলল, 'ওয়াহশির ওপর আল্লাহর লানত! হায়, ভাবতেই পারিনি, সে এতটা নিচে নেমে আসবে।'

BanglaBook.org

নাহিলা বাড়িতে তার কাজে ফিরে এল। এক সখী জানতে চাইল, মনিব কেন ডাকলেন তাকে। সে বলল, 'কেন আর! খাবার প্রস্তুত করতে বিলম্ব হচ্ছিল দেখে ডেকে নিয়ে গালমন্দ করেছেন।'

অন্যদিকে জুবাইর অস্থিরভাবে নিজের কামরায় পায়চারি করতে লাগল। কোনোভাবেই সে স্থির হতে পারছে না। সে তার ঘন দাড়ি টানতে টানতে হাঁক ছাড়ল, 'ওয়াহশি ইবনে হারবকে এখনই তলব করো। বলো, এক্ষুনি তাকে আমার প্রয়োজন।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পনেরো

ওয়াহশি বিড়বিড় করছিল আর দ্রুত হাঁটছিল। 'আমি বিপদের গন্ধ দূর থেকেই পাচ্ছি। আমার নাক প্রশিক্ষিত কুকুরের মতো। আমার হাত যেমন নিশানা করতে ভুল করে না, তেমনি আমার নাক গন্ধ শুঁকতেও ভুল করে না।'

ওয়াহশি প্রথমে ভেবেছিল, জুবাইর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ডাকছে। কারণ, নাহিলার ওপর সে কোনো প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করেছে। কিন্তু দ্রুতই তার চিন্তা বদলে গেল। জুবাইর তো তাকে তখনই মিথ্যাবাদী বলেছিল। শাস্তি দিলে তো তখনই দিতে পারত। কিন্তু এভাবে দ্রুত তলব করার উদ্দেশ্য কী? নিশ্চয় সে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। নাহিলাটা আস্ত পাগলি। সে তার ঈমানের কথা স্পষ্ট বলে দেবে। পরিণতি কী হবে ভেবেও দেখবে না। মনে হচ্ছে, সে মনিবের মুখের ওপর বাস্তব কথাটা বলে দিয়েছে। জুবাইর খুবই শক্ত মানুষ। দাম্ভিকতার চূড়ান্ত শিখরে তার বসবাস। নাহিলার ইমান গ্রহণ করাকে সে মক্কার নেতাদের মধ্যে তার অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলে ধরে নেবে।

জুবাইরের সামনে এসে ওয়াহশি সামান্য ঝুঁকে সম্মান জানাল। 'আপনার বিশ্বস্ত খাদেম আপনার সেবায় উপস্থিত।'

'বসো, ওয়াহশি।'

'আমাকে বলছেন, মনিব?'

'হ্যাঁ, তোমাকে।'

ওয়াহশি কল্পনাও করতে পারেনি যে জুবাইর তাকে বসতে বলবে। সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল, এরা এমনই। যখন আমাকে কোনো প্রয়োজন হবে, তখন খুব সম্মান দেখাবে। নিজেদের একেবারে হাতেম তাঈয়ের মতো উদার বলে প্রমাণ করবে। এসব নেতাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। এদের বাইরে আত্মসম্মান আর মহানুভবতা। আর ভেতরটা ছোটলোকিতে ঠাসা। এই একই চিত্রে আমি জুবাইরকে দেখেছিলাম, যখন সে হামজাকে হত্যা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাকে আমার চিনতে বাকি নেই। এবার তাহলে কী চায় সে? সে কি নতুন কোনো অপরাধের জন্য আমাকে ভাড়া করতে চাচ্ছে? আল্লাহর কসম! এবার আমি

BanglaBook.org

কিছুতেই নিজের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলব না–বিনিময় যা-ই হোক। এমনকি বিনিময় যদি নাহিলাও হয়, তবুও নয়। তার তুচ্ছতার তুলনায় আমার প্রাণ আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু।

জুবাইরের কথায় ওয়াহশির কল্পনা ভাঙল। 'ওয়াহশি! বাস্তবে আমি তোমার প্রতি অবিচার করেছি।'

'আমার প্রতি আপনার অনেক অনুগ্রহ, মনিব! আপনার অনুগ্রহ আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্মরণ থাকবে। আপনি আমাকে স্বাধীনতার মতো মহামূল্যবান বস্তু দান করেছেন, জগতে যার চেয়ে মূল্যবান কিছু হতে পারে না।'

'আচ্ছা! তাহলে তুমি এটাও বিশ্বাস করো?'

'এটা এমন বিষয়, যা নিয়ে কেউই দ্বিমত করবে না, হে স্বাধীনতা দানকারী মহান মনিব আমার!'

ওয়াহশি মাথা নাড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে জুবাইরকে তুষ্ট করতে লাগল। প্রশংসার আতিশয্যে একবার তাকে আসমানে তুলছিল তো আরেকবার জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ বানিয়ে দিচ্ছিল। এতে ওয়াহশির কোনো ক্ষতি নেই। তার কথায় তার মনিবের মর্যাদা এক আঙুল পরিমাণও বাড়ছে না। কিন্তু ওয়াহশির লাভ হচ্ছে। সে কথা দিয়ে জুবাইরকে খুশি করতে পারছে।

'কখনো কখনো আমার মনে হয়, তুমি পরিপূর্ণ জ্ঞানী, ওয়াহশি! তুমি এমন এমন চিন্তার কথা বলো, যা এ যুগের দার্শনিকেরাই বলে।'

'অনেক বেশি বললেন, মনিব! চিন্তার জগতে আমি তো অধম।'

'যখনই তুমি বিনয়ী হও, তখনই আমার চোখে তুমি অনেক বড় হয়ে যাও।'

'গোলামরা কখনোই বড় হয় না, মনিব! তারা গোলাম হয়ে জন্ম নেয়। গোলাম হয়েই মারা যায়।'

'তবে তুমি এর ব্যতিক্রম!'

'আমি তো তাদেরই একজন।'

'তাদের একজন হলেও তুমি তাদের মতো নও। তুমি নিজের ঘাম ঝরিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছ। ভাগ্য তোমাকে সুখময় জীবন দিয়েছে।'

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নিল জুবাইর, 'আচ্ছা ওয়াহশি! তুমি কি মুহাম্মদকে পছন্দ করো?'

BanglaBook.org

'এটা কীভাবে সম্ভব, মনিব? তাহলে তার চাচাকে কেন হত্যা করলাম? আমি আমার জীবনে দুটো জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। এক হলো আমার অতীত জীবন, আরেক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।'

'অভিশপ্ত! তোর কথা কখনো আমাকে খুবই আনন্দ দেয়।' মিষ্টি ভর্ৎসনা করে মুচকি হাসল জুবাইর।

'কিন্তু মনিব, হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? আপনি তো এর উত্তর আগে থেকেই জানতেন।'

'বারবার শুনতে ভালো লাগে। আজকের মুসা আগামীকাল কীভাবে ফেরাউন হয়ে যায়, তা দেখতে পাই।'

'সব সময় সত্যের ওপর থাকাটা বিরাট গুণ।'

'কিন্তু সমস্যা হলো, সবাই নিজেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল দুজনের মধ্যে। নীরবতা ভাঙল জুবাইর। 'তুমি কি জানো, কেন তোমাকে ডেকেছি?'

'যে কারণেই ডাকুন, আমার প্রতি আপনার আস্থা আমাকে সৌভাগ্যবান করেছে। আমি ভাবতাম, শুধু স্বাধীনতা অর্জন করলে আর কিছু সম্পদের মালিক হলেই সমাজের সব মানুষের সঙ্গে টক্কর দেওয়া যায়। আমার ধারণা চরম ভুল ছিল, মনিব! যেই মানুষটার সঙ্গে আমি দীর্ঘ সময় থেকেছি, যার অনুগ্রহে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছেয়ে আছে, তিনি আমাকে ডাকবেন, সেটা আমি সারা জীবন কামনা করি।'

ওয়াহশির মিষ্টি কথা জুবাইরের খুব ভালো লাগছে। তার কথায় গোলামি আর আনুগত্যের স্রোত বইছে। এই-ই কি সেই অবাধ্য ক্রীতদাসটা, যে সারা দিন তাকে অভিশাপ দিত? তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত? যেকোনো মূল্যে তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইত? এই-ই কি সে, যে নাহিলার সঙ্গে গোপন প্রণয় গড়ে তুলেছিল? ভাগ্যের কী খেলা, সেই অবাধ্য ওয়াহশি আজ জুবাইরের পরম অনুগত। আর বিশ্বস্ত নাহিলা হয়ে গেল চরম বিশ্বাসঘাতক। জুবাইর বাহ্যিক দিক দেখে প্রথমে ভুল করেছিল। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে। জীবনের অনেকটাই তো এখনো বাকি। চাইলেই তো আর সবার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। জুবাইর হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার ধীরে ধীরে দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে যে মুহাম্মদ একটা জাদুকর।'

'জাদুকর?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তার অনুসারীদের একটা দল বড়ই বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান। আরেকদল নির্বোধ। সমাজের বিপরীতমুখী দুটো দলকে একত্র করা শুধু জাদুকরের পক্ষেই সম্ভব।'

'তাহলে উহুদে তার জাদু বাতিল হয়ে গেল কেন?'

'এটা ভেবেই আমি পেরেশান হচ্ছি। নবীরা কখনো পরাজিত হয় না, ওয়াহশি! উহুদে যা ঘটেছে, সে ব্যাপারে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছে। সে বলছে, "আল্লাহ নাকি মুমিনদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাদের কোরবানি আর আত্মত্যাগ দেখতে চেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন যে বিজয় মূল্যবান বস্তু। অলস আর অকর্মারা এর দেখা পায় না।" আমরা তাদের যতগুলো আঘাত করেছি, এই কথাগুলো সবগুলোতেই দাওয়াই হিসেবে কাজ করছে। ফলে তার অনুসারীদের বিশ্বাস আরও তাজা হচ্ছে। আরও মজবুতভাবে তারা তার আদর্শকে আঁকড়ে ধরছে। এসবকে জাদু ছাড়া আর কী বলা যায়, বলো?'

'এখানে জাদুর কিছু নেই, মনিব! সবই তরবারি আর কুবুদ্ধির খেলা।'

জুবাইর চেহারা ঘুরিয়ে নিল। 'রাখো এসব বাজে কথা। মূল কথায় আসি। তুমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলে, তা নিয়ে আমি ভেবেছি।'

'কোন প্রস্তাব, মনিব?'

'ওই যে নাহিলাকে ক্রয়ের ব্যাপারটা।'

'ও, আমি আসলে তখনই আমার ইচ্ছা ত্যাগ করেছি, যখন জেনেছি যে সে আপনার সেবার কাজে লাগছে। আপনার সুরক্ষায় সে ব্যস্ত থাকলে আমার কোনো কষ্ট নেই। আমি বরং নিজেকে খুব ভর্ৎসনা করেছি। মেয়ে তো আরও অনেক আছে।'

'আমি তাকে তোমার কাছে বিক্রি করতে চাচ্ছি।'

'আপনি তো আমাকে বিপদে ফেলে দেবেন।' লাজুক ভঙ্গিতে হাসল ওয়াহশি।

'তুমি সানন্দে তাকে গ্রহণ করতে পারো। তবে একটা কথা, তুমি কি সত্যিই তাকে ভালোবাসো?'

'আপনি কোন ভালোবাসার কথা বলছেন, মনিব? আপনি কি মনে করেন, যে ক্রীতদাস আপনার ছায়াতলে বড় হয়েছে, একটি নারীর জন্য তার জীবন থেমে থাকবে?' ওয়াহশি আদবের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলল।

'তাহলে কেন তুমি তাকে চেয়েছিলে?'

BanglaBook.org

'আসলে নারীর প্রতি এমন আকর্ষণ কোনো সুপুরুষের জন্য শোভা পায় না। আমি তো সামান্য সান্ত্বনার জন্য তাকে চেয়েছিলাম।'

'এটাই কি সত্য?'

'আমি আফসোসের সঙ্গে স্বীকার করছি, মাঝেমধ্যে এর চেয়ে বাড়াবাড়িও হয়ে যায়। তবে সেটা সাময়িক।'

'কত দিয়ে কিনবে বলো।'

'এক শ দিনার।'

'আরও কিছু বাড়িয়ে বলো।'

'এক শ বিশ।'

'আরও কিছু বাড়াও, ওয়াহশি!'

'আপনি কত চান, মনিব?'

'দুই শ দিনার হলে আমি খুশি।'

'তবে আপনার কথাই শিরোধার্য, মনিব!'

জুবাইরের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। ঘামের ফোঁটাগুলো ধীরে ধীরে তার চেহারায় গড়িয়ে পড়ছে। অস্ফুট স্বরে সে ওয়াহশিকে ডাকল, 'ওয়াহশি!'

'জি, মনিব!'

'একটা শর্তে তোমাকে আমি বাঁদিটা বিনা মূল্যে দেব।'

'কী শর্ত, মনিব?'

'তুমি তার জীবনটাকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলবে। তাকে সব রকম শাস্তি, কষ্ট আর লাঞ্ছনার ভেতর রাখবে। ক্ষুধা-পিপাসা আর তাচ্ছিল্যের এমন পর্যায়ে রাখবে যে, সে মৃত্যুর চেয়েও করুণভাবে বেঁচে থাকবে। তার দেহ ও আত্মা উভয়টাকে একত্রে শাস্তি দেবে। খেয়াল রাখবে, যেন তোমার অজান্তে সে আত্মহত্যা করতে না পারে।' রাগে দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল জুবাইর। 'আমি চাই সে বেঁচে থাকুক। বেঁচে থেকে শাস্তি পাক।'

ওয়াহশি ঝুঁকে পড়ে মনিবের হাতটা স্পর্শ করল। তারপর আদবের সঙ্গে তাতে চুমু খেল। 'আপনি যা বলবেন তা-ই হবে, মনিব। এবার আসুক মুহাম্মদের জাদু। তাকে রক্ষা করুক শাস্তি থেকে। সবাই তো আর বিলাল ও ইয়াসিরের মতো হবে না। ওদের সহ্যশক্তি প্রচণ্ড ছিল।'

'আমি নির্বোধ নই যে বিলাল, সুমাইয়া আর ইয়াসিরদের মতো শাস্তি দিতে বলব। আমি অন্য কিছু চাই। ভয়, ক্ষুধা আর শাস্তি। দিনের পর দিন অব্যাহত থাকবে। বিলালকে উমাইয়া কী করেছিল? বুকে পাথর চাপিয়ে

BanglaBook.org

মরুভূমিতে ফেলে রেখেছিল। বাচ্চাদের লেলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল স্বল্প সময়ের জন্য। সুমাইয়াকে আবুল হাকাম কী করেছিল? শুধু নৃশংসভাবে হত্যা। ব্যস, সে মুক্তি পেয়ে গেল। আমরা সেটা চাই না। আমরা যদি নাহিলাকে শাস্তি দিতে দিতে আবারও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে সেটাই আমাদের বড় সফলতা। হত্যা করে কিসের মজা? না, ওয়াহশি! আমি দুটো জিনিস চাই। শাস্তি আর সংশয় তৈরি করা, যাতে সে মুহাম্মদের ধর্মকে অস্বীকার করে।'

কথার মধ্যখানে একটা ঢোক গিলল জুবাইর। তারপর আবারও বলতে লাগল, 'শোনো, হামজার সঙ্গে তুমি যা করেছ, তার চেয়ে কিন্তু এটা কঠিন কাজ। বুঝেছ?'

'জি, মনিব! আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।'

জুবাইর দরাজ গলায় হাঁক দিল, 'নাহিলাকে নিয়ে আসো।'

নাহিলা ক্ষীণ পায়ে বিবর্ণ চেহারায় এসে হাজির হলো। ওয়াহশি মাথা নিচু করে বসে ছিল। জুবাইর তার দিকে ইশারা করে বলল, 'এ তোমার নতুন মনিব! সে তোমাকে আমার থেকে কিনে নিয়েছে। এখন থেকে তুমি তার কথা শুনবে। তাকে মেনে চলবে।'

নাহিলা ওয়াহশির দিকে তাকাল। ওয়াহশির মুখে তখন শয়তানি হাসি। এ দৃশ্য দেখে হঠাৎ নাহিলার চোখে গোটা জগৎটা চক্কর দিয়ে উঠল। সে আর দুই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষোল

অবশেষে আজ তারা এক ছাদের নিচে। এটা বাস্তব নাকি স্বপ্ন? ওয়াহশি এখন কীভাবে শুরু করবে? এখন সে কী করবে? এটা তো তার জীবনের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত মুহূর্ত, যে মুহূর্তটির জন্য সে বহুদিন ধরে ছটফট করছে। নাহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে প্রচণ্ড পেরেশান। এ এক অদ্ভুত সাক্ষাৎ দুজনার। এবারই প্রথম নাহিলা কোনো সম্ভাষণ ছাড়া ওয়াহশির মুখোমুখি হলো। সে কোনো কথা না বলে বসে আছে। তার দুই চোখে অশ্রু টলমল করছে। চেহারাটা মলিন হয়ে আছে। ওয়াহশি অহেতুক সব কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখছে। মুখ খুলে একটা কথাও সে বলতে পারছে না। তার ভেতরে কে যেন অনবরত হাতুড়িপেটা করছে।

ওয়াহশি এবার নাহিলার ঠোঁট দুটোকে নড়তে দেখল। সে তার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ছে। তাঁর কাছে সাহায্য চাইছে। কিন্তু ওয়াহশি কার উদ্দেশে নামাজ পড়বে? কার কাছে মিনতি করবে? সে তো বাস্তবে নাহিলার চেয়েও বেশি দুঃখী। কোনো কিছুই সে নির্ধারণ করতে পারছে না। নাহিলার চোখ ফাঁকি দিয়ে দ্রুত ঘরের কোণে তাকটার দিকে এগোল ওয়াহশি। ঢকঢক করে কিছুক্ষণ মদ পান করল। মদই তার শেষ ভরসা। এটাই তাকে কঠিন পরিস্থিতিতে শক্ত থাকতে সাহস জোগায়। একে একে দুটো পেয়ালা খালি করে ফেলল সে। তার কণ্ঠ এখন জড়িয়ে আসছে। এখন তার কথা বলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কী বলবে সে? অবশেষে নাহিলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলল, 'অবশেষে আমি তোমাকে নিজের সম্পদ দিয়ে ক্রয় করেছি।'

নাহিলা নিশ্চুপ। তার মুখে কোনো জবাব নেই।

'আমি বহুদিন অপেক্ষা করেছি।'

নাহিলা এবারও কোনো জবাব দিল না।

'কথা বলছ না কেন?'

'কী বলব?' ভারাক্রান্ত কণ্ঠে জবাব দিল নাহিলা।

'কী বলবে মানে? যা খুশি বলো।'

'আমি যা বলব তা তোমার ভালো লাগবে না।'

BanglaBook.org

'তুমি বলো।'

'তোমরা দুজন হিংস্র জানোয়ার।'

'কেন? সে তো তোমাকে লালন-পালন করেছে।'

'জুবাইর বাস্তব খবরটা জানার পর থেকে আমি নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছি। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে তুমি এই ঘৃণিত কাজটি করবে। তুমি আমাদের ভালোবাসার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলেছ।'

ওয়াহশি হো হো করে হেসে উঠল। 'এই কথাগুলো এখন অনর্থক। তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তোমাকে কিনে ফেলেছি। আমি এখন তোমার সঙ্গে যা খুশি করব।'

'কিছুতেই পারবে না।' ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চোখ তুলে তাকাল নাহিলা।

'হা হা হা!'

'তুমি পারবে না।'

ওয়াহশি দুই হাতে নাহিলার চেহারা স্পর্শ করল। 'আমি তোমাকে নিজের সম্পদ দিয়ে কিনেছি।'

'আরেকটু আগ বাড়লে মৃত্যু হবে বলে দিলাম।' নাহিলা রাগে ফেটে পড়ল।

'আমারও সর্বশেষ চিন্তা ওই মৃত্যুই। তবে আমি একা মরতে রাজি নই।' ওয়াহশি নাহিলার ওপর হামলে পড়তে চাইল। তার ইচ্ছে হলো, নাহিলার হাত দুটো সজোরে চেপে ধরবে। তারপর...। কিন্তু ওয়াহশি পারল না। তার মনে হলো, কেউ অদৃশ্য থেকে নাহিলাকে রক্ষা করবে। সে তাকে স্পর্শ করতে গেলেই কেউ তাকে আক্রমণ করে বসবে। একটা অদৃশ্য ভীতিতে তার ভেতরটা শুকিয়ে এল। সে এক কদমও সামনে বাড়ার সাহস করতে পারল না। নাহিলার বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি তার হৃৎকম্পনকে দ্রুত করে ফেলল। সে উঁচু গলায় বলল, 'তুমি জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার সঙ্গে যা করেছ, তোমার সঙ্গে আমি তা করতে পারি না। কারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি সারাটি জীবন তোমার পাশে থাকতে চাই। আমার এই কথাগুলো কি তোমার ভেতরে একটুও আঁচড় কাটছে না? এগুলো যে আমার ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি!'

নাহিলা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। ভালোবাসা একটা পবিত্র সম্পর্ক। তুমি তো পবিত্রতা আর মর্যাদার কিছুই বোঝো না। সামান্য কারণেই তুমি হিংস্র হয়ে ওঠো। তারপর নীচু থেকে নীচু হতে থাকো।'

BanglaBook.org

‘তোমার জন্য আমি পাগল। তাই আমি এসব করি। আর তুমি শুধু আমার সঙ্গে নির্দয় আচরণ করো। আমাকে তুমি যে অপমান করেছ, তা যদি অন্য কোনো পুরুষকে করতে, তাহলে সে তোমার ছায়াও মাড়াত না।’

‘আমি আমার ঈমানের ব্যাপারে কারও সঙ্গে আপস করতে রাজি নই।’

‘এগুলো ধোঁকা। তুমি জেনে-বুঝে নিজের ওপর বিপদ টেনে আনছ। আর আমাকে দুকূলহারা করে দিচ্ছ। দেখো, আমি যখন নিরাশ হয়ে যাব, তখন কিন্তু আমি সবকিছু শেষ করে দেব। তোমাকেও শেষ করে দেব। আমিও শেষ হয়ে যাব।’ চিৎকার করে কথাগুলো বলল ওয়াহশি।

নাহিলা শুনেও না শোনার ভান করল। সে অবাধ্যতার সুরে বলল, ‘আমি এখানে তোমার ইচ্ছামাফিক যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত।’

‘আমি তোমাকে আমার বউ বানাব।’

‘অসম্ভব!’

‘আমি নিজের সম্পদ দিয়ে তোমাকে কিনেছি। তোমাকে যা খুশি করার অধিকার আমার আছে। তুমি কি সে অধিকার আর নিয়ম লঙ্ঘন করবে?’

‘তুমি যেটা বলছ সেটা ছাড়া সবকিছুই আমি করতে রাজি আছি। কিন্তু আমি কোনো কাফেরকে নিজের স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারব না।’

‘আমার সে অধিকার আছে, নাহিলা!’

‘তুমিই তো একদিন আমাকে বলেছিলে, এই পৃথিবীতে অধিকার আর অনধিকার বলতে কিছুই নেই।’

ওয়াহশি নাহিলার ওপর হামলে পড়ল। দুই হাত দিয়ে নাহিলার গলা চেপে ধরে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল, ‘মনে রেখো, শক্তিই সব।’

নাহিলা সর্বশক্তি দিয়ে ওয়াহশিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পেরে উঠল না। আর ওয়াহশিও তার কবজাকে শিথিল করল না। তার চোখে সবকিছু ঘোলাটে মনে হতে লাগল। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। আশপাশের কোনো কথাই তার কানে যাচ্ছিল না। এভাবে কত সময় পার হলো, সে জানে না। চোখ খুলে সে দেখল, নাহিলার চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু তার চোখের সেই ক্ষিপ্রতা একটুও কমেনি। ওয়াহশির চোখ অশ্রুতে ভিজে গেল। সে বলল, ‘বাস্তবতা তুমি জানো না।’

BanglaBook.org

‘আমি জানি।’

‘কী জানো?’

‘দুই পাষণ্ড এক হয়েছে। পাষণ্ড জুবাইরের আত্মসম্মানে বড় আঘাত লেগেছে। আর পাষণ্ড ওয়াহশি তার দম্ভ আর ভালোবাসার কারণে খেপেছে।

তোমাদের কারও মনেই কোনো মানবতা নেই। একজন অসহায় দাসীর সঙ্গে তোমরা পাশবিকতা করছ। তার অপরাধ, সে শুধু আঁধারের জগৎ ত্যাগ করে আলোর জগতে প্রবেশ করেছে। বিশ্বাস করো, কুফরির চেয়ে আঁধার জগতে আর কোনো কিছু নেই।'

'দেখো, নিজের ইচ্ছায় নিজের ওপর বিপদ টেনে এনো না। তুমি এমন সব কথা বলছ, আমাদের জগতে যেগুলোর কোনো উদাহরণ নেই। তুমি কে, ভুলে যাচ্ছ। তুমি তো এক অপদস্থ দাসী! কয়েক দিনার হলেই তোমাকে বেচাকেনা করা যায়।'

'আত্মার একমাত্র মালিক তার স্রষ্টা, ওয়াহশি!'

'না, যে তোমার দেহের মালিক, সে-ই আত্মার মালিক।'

'তুমি যখন গোলাম ছিলে, তখন কি তুমি এ কথাই বিশ্বাস করতে?'

'ছিলাম...ছিলাম...কী ছিলাম সেটা ভুলে যাও। আমি এখন পূর্ণ স্বাধীন একজন মনিব। আর তুমি দাসী।'

নাহিলা একা একা বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কথা কত সুন্দর : "তোমরা সবাই আদম সন্তান। আর আদম তো মাটিরই তৈরি।" মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদর্শই প্রকৃত সত্য। তোমাদের আদর্শ তো প্রতিদিন বদলায়। একেক ক্ষেত্রে তোমাদের আদর্শ একেক রকম। তোমরা নিজেদের মনগড়া কাজকেই আদর্শ বলে চালিয়ে দাও। যেমন খুশি তেমন পোশাক পরো। আসলে আদর্শ বলতে কিছুই তোমাদের নেই। নিজেদের মনে যা চায়, তা-ই তোমরা করো। পাষণ্ড ওয়াহশি! তুমি অঢেল স্বর্ণ বা ধারালো তলোয়ারের অধিকারী হতে পারো, কিন্তু আমার আত্মার মালিক হতে পারবে না কখনো।'

ওয়াহশি মদের পেয়ালার দিকে এগিয়ে গেল। ঢকঢক করে গিলে নিল কয়েক পেয়ালা মদ। তারপর নাহিলার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। 'আমি তোমাকে রশি দিয়ে বাঁধব। এমনভাবে পিঠমোড়া করে বাঁধব যে তুমি নড়তেও পারবে না। তারপর আমার যা খুশি করব।' শয়তানের মতো একটা হাসি দিল ওয়াহশি।

'ওয়াহশি! তুমি একটা হিংস্র জানোয়ার। এমনটা করে কি তুমি সুখী হবে? তুমি বড় ভুল করবে, ওয়াহশি! একবার ভেবে দেখো, তুমি কী করতে যাচ্ছ।'

'কিসের ভুল? তুমি আমার। আমি তোমাকে নিজের সম্পদ দিয়ে কিনেছি।'

'তাহলে ভালোবাসার কথা আর মুখেও আনবে না।'

'ধিক ভালোবাসার ওপর। আমি যা ভেবেছিলাম, ভালোবাসা তার চেয়েও নিকৃষ্ট।'

'তুমি ভালোবাসা চেনোও না। জীবনে ভালোবাসার মুখ দেখোনি কখনো।'

ওয়াহশি এবার কণ্ঠে আশ্চর্য নম্রতা এনে বলল, 'বিরহের দিনগুলোতে আমি ভালোবাসা চিনেছি। যখন তোমার কাছ থেকে আদর আর মমতা পেতাম, তখন আমি নিজেকে জগতের সবচেয়ে সুখী মানুষ ভাবতাম। রাত নামলেই তুমি কান পেতে থাকতে–কখন আমি আসব। আমার সব দুঃখ-কষ্ট তুমি মুছে দিতে। মনে হতো, সত্যিই আমি ভাগ্যবান। সারা দুনিয়া যেন আমার অনুগত।'

'কিন্তু এখন আর তুমি এর উপযুক্ত নও।'

'আমি এখন মনিব। জুবাইর আমাকে যে শর্ত দিয়েছে, তা যদি তুমি জানতে, তাহলে মুখ সামলে কথা বলতে। তুমি ভাবতেও পারতে না, এই আমি কেমন রূপ ধারণ করতে পারি।'

ওয়াহশির কথায় কর্ণপাত করল না নাহিলা। সে আগ বেড়ে বলতে লাগল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের রাজত্বের পতন ঘটবে। মক্কার বুকে কুফরের পতাকা পদদলিত হবে। আল্লাহর হুকুমের সামনে গোটা মক্কা আত্মসমর্পণ করবে। চারদিক থেকে মহাসত্যের সৈনিকেরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে মক্কায় প্রবেশ করবে। নির্দয় পাষণ্ডরা মুক্তির জন্য পেরেশান হয়ে ছুটতে থাকবে। তোমাদের চেহারায় লজ্জার কালো আঁধার লেপ্টে থাকবে। ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে তোমাদের সমস্ত অহমিকা।'

ওয়াহশি চিৎকার করে উঠল, 'এসব কথা মুখেই আনবে না। এসব ঘটার আগেই আমার মৃত্যু হোক। না, না, মুহাম্মদ কখনোই বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কার আছে শক্তি। আছে ঐতিহ্য। আসমানের ফেরেশতাও যদি তাকে সাহায্য করে, তবু সে এসব ডিঙিয়ে মক্কায় আসতে পারবে না। রাখো ওসব কথা। আমি ওসব তোমার চেয়ে ভালো বুঝি।'

'আমি আল্লাহকে যেমন বিশ্বাস করি, আমার মুখের প্রতিটি কথাকে ঠিক তেমনই বিশ্বাস করি।' নাহিলার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওয়াহশি অস্থির চিত্তে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

সতেরো

অবলা, অপদস্থ এক দাসীর কাছেও আজ ওয়াহশি অক্ষম প্রমাণিত হলো। অথচ ওয়াহশি তার মনিব। তার নিজের ঘরেই থাকে। তার হুকুমের অধীনে বসবাস করে। তার মধ্যে আর মেয়েটির মধ্যে তাহলে কী আর পার্থক্য থাকল?

ওয়াহশি শক্তিশালী। ইচ্ছে করলে সে তাকে পিষে ফেলতে পারে। তার সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারে। কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে বাধা দেয়। সে নিজের ইচ্ছের কথা মুখেও ব্যক্ত করতে পারে না। মেয়েটার সামান্য কথাই তাকে কাবু করে ফেলে। সে বিভিন্ন উপায়ে নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হয়েছে। ধীরে ধীরে সে জুবাইরের দেওয়া শর্তগুলোর কথা ভুলে যাচ্ছে। এখন তার কী করণীয়? সে কি চাবুক আর রশি এনে তাকে বেঁধে ফেলবে? তারপর খাবার-পানীয় বন্ধ করে অন্ধকার কোনো জায়গায় ফেলে রাখবে? হতে পারে একাকিত্ব তার বোধ ফিরিয়ে দেবে। আর এটা করলে মনিবের শর্তও কিছুটা মানা হবে।

প্রচণ্ড পেরেশানি ওয়াহশিকে উত্তাল করে তুলল। এলোমেলো পায়ে সে রাস্তায় হাঁটতে লাগল। তার করোটিতে এখন দুটি নাম ঘুরপাক খাচ্ছে–রুমিয়া ও সুহাইল। কিন্তু সুহাইল তো অনেক দূরে। হয়তো এখন সে বনু সাকিফের এলাকায় পৌঁছে গেছে। যেকোনো সময় হয়তো সে মুহাম্মদের দলে যোগ দেবে। তবে রুমিয়া মক্কায়ই আছে। যখন ইচ্ছা তার সঙ্গে ওয়াহশি দেখা করতে পারে। সে এক অদ্ভুত ঘোর লাগা চোখে ওয়াহশির দিকে তাকায়। তার কাছ থেকে ওয়াহশি যে সান্ত্বনা পায়, দুনিয়ার আর কেউ সেটুকু দিতে পারে না।

ওয়াহশি রুমিয়ার বাড়ির পথ ধরল। তার মনে এখন গভীর সুখ। হৃদয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ। এই পতিতা নারীই একমাত্র তার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে। তার কষ্টের ভাগ নিতে পারে। তার মনের সব কথা নিজের মতো করে শুনতে পারে। তার প্রতি ওয়াহশির আসক্তি অনেকটা স্পষ্ট। আর রুমিয়াও যে তাকে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন চোখে দেখে, সেটাও আর বুঝতে বাকি নেই ওয়াহশির। রুমিয়ার কল্যাণকামিতা ওয়াহশির সামনে এক বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত

BanglaBook.org

করে দিয়েছে। তাই ওয়াহশি এখন তার কাছে ছুটছে। পুরো ব্যাপারটা এখন তাকে খুলে বলা দরকার।

দেখা হতেই রুমিয়া তার পরিচিত হাসি দিয়ে ওয়াহশিকে সম্ভাষণ জানাল। তার এই হাসিতে কষ্টের ছাপ আছে। ভাগ্যের নির্মম খেলায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার কষ্ট আছে। কিন্তু ওয়াহশির চেহারায় আজও দুশ্চিন্তার ছাপ।

'আমি আসলে কোনো কাজেরই না, রুমিয়া!'

'কিন্তু এখনো তুমি যৌবনের মৌবনে ঘুরছ। জীবনের শ্রেষ্ঠ বয়স পার করছ। নিজের অসামান্য শক্তিকে উপভোগ করছ।' মুখে ঘোর লাগা এক হাসি টেনে রুমিয়া কথাগুলো বলল।

'আমার শক্তি আছে। কিন্তু সে মুক্তির উপায় জানে না। আমার সকল সক্ষমতা বন্দী। তার কোনো মূল্য নেই। ভাগ্যের নির্মম চক্র আমাকে নিয়ে শুধু নির্দয়ভাবে খেলে যাচ্ছে। নাহ্, আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।'

'কী হয়েছে, খুলে বলো!'

'সে এখন আমার বাড়িতে। কিন্তু আমি তার সঙ্গে সঠিক আচরণই করতে পারছি না।'

'সে মানে? কে?'

'নাহিলা। আমার প্রিয়তমা আবলা।'

'কীভাবে সবকিছু হলো?'

ওয়াহশি সবকিছু তাকে বলল। কিছুই লুকাল না। কীভাবে তাকে ক্রয় করার চেষ্টা করেছে, জুবাইরের সঙ্গে তার প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষাতে কী কী ঘটেছে, সবই খুলে বলল। ইসলামের ওপর নাহিলার দৃঢ়তা ও ওয়াহশির কোনো হুমকির পরোয়া না করার কথাও বলল।

'কী সব অদ্ভুত কাণ্ড করো তুমি? প্রেমিকাকে কি শক্তি দিয়ে পরাজিত করা যায়?'

'কিন্তু সে এখন আমার মালিকানাধীন।'

'এ কথা তুমি ভুলে যাও। যদি তাকে নিয়ে সুখী হতে চাও, তবে হুমকি-ধমকি ছাড়া অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করো।'

'সব পন্থাই অবলম্বন করেছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।'

'না, তুমি করোনি।' ওয়াহশির কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না রুমিয়া। সে বলতে লাগল, 'ওয়াহশি! তুমি ভুলে যাও যে তুমি স্বাধীন আর সে দাসী। ভুলে যাও, তোমার শক্তি আছে, সম্পদ আছে। সব ভুলে তারপর তুমি তার সামনে যাও, যেন তাকে ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় নেই। তোমার

BanglaBook.org

অসৌজন্য আচরণগুলো এখন তোমাদের ভালোবাসার মধ্যে একটা প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছে। এটা এখন আর ভালোবাসা নেই। এটা এখন যুদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে জয়-পরাজয় আছে।'

'রুমিয়া! তার মানে তুমি চাও আমি মুহাম্মদের ধর্মকে মাথা পেতে গ্রহণ করে নিই?'

'সে চায় তুমি তার সামনে মাথা নত করো। তার ইচ্ছার সামনে নিজেকে সঁপে দাও। সে তোমাকে বোঝাতে চায় যে তোমার স্বাধীনতার চেয়ে তার দাসত্ব বেশি শক্তিশালী। তার বিশ্বাস তোমার দাসত্ব-মুক্তির চেয়েও বেশি দামি।'

রুমিয়ার কথাগুলো কানে না নিয়ে ওয়াহশি বলল, 'হতাশা আমার ভেতরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে।'

'তা ঠিক।'

'ব্যর্থতা আমার আত্মাকে শাস্তি দিচ্ছে।'

'মিসকিন, তুমি হতচ্ছাড়া মিসকিন।'

'অক্ষমতা আমাকে শেষ করে দেবে। আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। আমি স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সম্পদশালী হয়েছি। যাকে ভালোবাসতাম, তাকে নিজের মালিকানায় পেয়ে গেছি। তারপরও ব্যর্থতা আমার পিছু ছাড়ছে না। এমন রোগ আমার হয়েছে, যার কোনো আরোগ্য নেই।'

পুরো কামরায় একবার নজর বোলাল ওয়াহশি। তারপর রুমিয়ার চেহারা ও হতাশাগ্রস্ত চোখ দুটোর দিকে উদাস নয়নে চেয়ে রইল। 'মক্কাকে আমি ঘৃণা করি আমার অতীতের কারণে। মক্কার নেতাদের কারণে। এখন মুহাম্মদকেও আমি অপছন্দ করতে শুরু করেছি তার অনুসারী এক দাসীর কারণে। আমার জীবনে প্রিয় মানুষ বলতে কেউ নেই।'

রুমিয়ার কাছ থেকে মদের পেয়ালাটা চেয়ে নিল ওয়াহশি। তারপর ঢকঢক করে এক পেয়ালা মদ পেটে চালান করে সে ইমরুল কায়েসের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল :

সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আঁধার রাত্রি গ্রাস করেছে আমায়
দুশ্চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আজ বড্ড ক্লান্ত প্রাণ
অদৃশ্য আঁধারেরা যখন আমায় আবৃত করে নিচ্ছিল
আমি রাত্রিকে উদ্দেশ করে বললাম, হে রাত্রি!
কখনো কি আসবে না সকাল?
নাকি আমি যে সকালের কথা শুনেছিলাম, তা শুধুই রূপকথা?

BanglaBook.org

ওয়াহশির কবিতার তালে রুমিয়া মাথা দোলাচ্ছিল। সে বারবার চোখ বন্ধ করছিল। ওয়াহশি নিজ থেকে আরেকটি পঙ্‌ক্তি যোগ করল :

রাত তো গভীর হলো, কিন্তু কোথায় ভোরের পূর্বাভাস?
দূরে ঐ আবলার ছায়া দেখা যায়
সে তো বাস করে ভোরের শহরে
সেখানে পৌঁছাব আমি কোন উপায়?
আমি তো তার জন্য বুনে রেখেছি কত স্বপ্ন ও ভালোবাসা
অথচ মুহাম্মদ তার হৃদয়ে বপন করেছে বিশ্বাসের বীজ।

'ধৈর্য ধরো, ওয়াহশি!'

'ধৈর্য আমার জন্য নয়। ধৈর্য আমাকে দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অপেক্ষার যাতনায় আমি অস্থির হয়ে উঠি।'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'কী?'

'এটাই এই কঠিন সমস্যার সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধান।'

'বুদ্ধিটা কী, আগে বলবে তো!'

'তুমি মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও।'

'একা?'

'না, তোমার আবলাকে নিয়ে।'

'সে যদি যেতে না চায়?'

'কেন যেতে চাইবে না? সে দাসী আর তুমি মালিক। তার সঙ্গে তোমার অন্য কিছু নিয়ে বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু তুমি কোনো কাজের আদেশ করলে তো সে তা অমান্য করবে না।'

রুমিয়ার এ প্রস্তাব ওয়াহশি গভীর চিন্তায় ভাবতে লাগল। কোনো কথা বলছে না সে। খানিক পর রুমিয়া নিজেই আবার বলল, 'কিন্তু তোমাদের এই সফর হবে গোপনে। জুবাইর ইবনে মুতইম যদি কোনোভাবে জানতে পারে, তবে এ যাত্রায়ও তুমি ব্যর্থ হবে।'

'কোথায় যাব আমরা?'

'দুনিয়ায় যাওয়ার মতো জায়গার অভাব নেই।'

'আমার কাছে মনে হয় দুনিয়াটা আংটির গোলকের মতো ছোট্ট।'

'এমন কোথাও যাবে, যেখানে তুমি তোমার স্বপ্নের মতো করে বাঁচতে পারো। কেউ তোমার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না।'

'আমি কি নিজেই নিজের কাছ থেকে পালাব?'

BanglaBook.org

'শোনো, স্থান পরিবর্তন হলে মানুষ সহজে অতীতকে ভুলতে পারে। তখন মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়। সে মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে। স্থানান্তর মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন এনে দেয়!'

পুরো কামরায় আবারও গভীর নীরবতা নেমে এল। ওয়াহশি তাকিয়ে দেখল, রুমিয়া কাঁদছে। 'কী হলো! কাঁদছ কেন, রুমিয়া?'

'আমি সেদিন কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি ভাবতাম, কোনো এক সন্ধ্যায় সে আমাকে জানালা দিয়ে ডাকবে। আমার পিঠের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। সন্ধ্যার বাতাস আমাদের দুজনার শরীরকে ছুঁয়ে যাবে আর রাতের আঁধারে আমরা অপরিচিত কোনো জায়গায় চলে যাব, যেখানে আমাকে কোনো খদ্দের বিরক্ত করবে না। কোনো সরদার বাধ্য করবে না। আমরা একসঙ্গে বাঁচব। শুধু আমি আর সে। শুধুই আমরা দুজন। ভালোবাসা দিয়ে আমরা গড়ে তুলব নতুন এক পৃথিবী।'

'কার কথা বলছ তুমি?' ওয়াহশির দুই চোখ ভরা বিস্ময়।

'আমার প্রিয়তম।'

'কোনো একদিন তুমি আমার ভালোবাসা নিয়ে মশকারা করেছিলে। আজ এ কী বলছ তুমি!'

'সে আর কোনো দিন আসবে না।'

'সে তো মানুষ, তাই না?'

'হ্যাঁ মানুষ। আর সে মানুষটি অন্য কেউ নয়, তুমিই, ওয়াহশি!'

'আমি!' বিস্ময়ে চিৎকার দিয়ে উঠল ওয়াহশি।

'হ্যাঁ, তুমি।'

'আমি ভাবিনি, এ পৃথিবীতে কেউ আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসে।'

'আমি জানি, তোমার অনেক দোষ আছে। অনেক ত্রুটি আছে। তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু এখন আমার সময় ফুরিয়ে গেছে। আমার চেয়ে বেশি হকদার একজন আছে তোমার। যাক, ওসব কথা ভুলে যাও। মদের নেশা আমার মাথায় চড়ে গেছে।'

রুমিয়ার চোখের অশ্রু শুকিয়ে গেছে। সে আরেক পেয়ালা মদ ঢালল। তারপর আবারও বলতে লাগল, 'তোমাদের দুজনেরই কোথাও চলে যাওয়া উচিত, যাতে জুবাইর ইবনে মুতইম ও তার চেলা-চামুণ্ডারা তোমাদের কোনো খোঁজ না পায়। সে তোমাকে তোমার প্রিয়তমার জল্লাদ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। নিতান্ত এক গোলামের নজরে দেখে তোমাকে। সে চায় এখনো তুমি তার ইচ্ছা পূরণ করো। তাকে ভয় করে চলো। তোমাকে এই গণ্ডি থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে আসতে হবে, ওয়াহশি! তাদের ক্ষমতার বেড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। তুমি নাহিলাকে নিয়ে চলে যাও। জুবাইর মক্কার কোনো পাহাড়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মরে যাক।'

'আমি বাতাসের গতিতে চলব। নীরবে অন্ধকারে পা বাড়াব। নতুন কোনো ঠিকানা খুঁজে নেব। এমন কোথাও চলে যাব, যেখানে নতুন করে স্বপ্ন দেখা যায়। কিন্তু কোথায় যাব?'

ওয়াহশির ঊরুতে মৃদু চাপড় দিয়ে রুমিয়া বলল, 'আগে বের হও। রাস্তায় চলতে চলতে গন্তব্য ঠিক করে নিয়ো। প্রয়োজনে তার সঙ্গে পরামর্শ কোরো। তাকে বুঝিয়ে বোলো যে তুমি তার ভালোবাসার জন্য গোটা পৃথিবীকে ত্যাগ করছ। তুমি তার অনুগত গোলাম। ভালোবাসাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মনিব। সকল অহমিকা তার পদচুম্বন করে।'

'কিন্তু এটা তো অপমান, রুমিয়া! সে কেন তার অহমিকা সামান্য কমাবে না?'

'সে সময় এখনো আসেনি।'

'কিন্তু আমার শঙ্কা হয়, একটা কারণে সে তার অহমিকা কমাবে না। তা হলো মুহাম্মদের ধর্ম।'

'আগে বের হও। বেশি চিন্তা-ভাবনা করে সময় নষ্ট কোরো না। তুমি ঠকবে না।' নেশায় রুমিয়ার কণ্ঠ জড়িয়ে এল।

BanglaBook.org

আঠারো

ওয়াহশি বাড়ি ফিরল না। মক্কার অলি-গলিতে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগল। রুমিয়ার কথাগুলো তার মাথায় অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। সে তার কথামতো কোথাও চলে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত। কিন্তু ওয়াহশি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে তার প্রতি রুমিয়ার ভালোবাসার সরল স্বীকারোক্তি শুনে। মেয়েটা সত্যিই তাকে ভালোবেসেছে। এত দিনেও সে তাকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে মনে স্থান দেয়নি। ওয়াহশি ছাড়া তার জীবনে তো বহু পুরুষ ছিল। সে নিজেকে জানত। নিজের অবস্থান সম্পর্কেও সে অবগত ছিল। সে কাণ্ডজ্ঞানহীন কোনো নারী নয়। কিন্তু এই একটা ক্ষেত্রে সে তার সব দর্শন ভুলে গেছে। সব বিচার-বুদ্ধি গিলে খেয়েছে। তার ভেতরের দুর্বল নারীসত্ত্বাটা জেগে উঠেছে। যার ভেতরে আবেগ আছে, ভালোবাসা আছে। সে তার একান্ত জীবনে কোনো পুরুষকে কামনা করে। সব ভালোবাসা তার জন্য নিংড়ে দিতে চায়। তার জন্য বেঁচে থাকতে চায়। সবকিছুর আড়ালেও রুমিয়া একজন অসহায় নারী। কিন্তু ওয়াহশি বিষয়টা নিয়ে তার সঙ্গে বেশি কষাকষি করেনি। এক নাহিলাই তার সবকিছু জুড়ে আছে। রুমিয়াকে সে ভালোবাসে। কিন্তু সে ভালোবাসা শুধু নিজের দুঃখ আর কষ্টগুলো ভুলে থাকার জন্য। তার সাময়িক পিপাসা নিবারণের জন্য। রুমিয়া তার মনের মতো কেউ নয়। তার দেহ ও মনকে তুষ্ট করার উপযুক্ত নয়। ব্যাপারটা রুমিয়াও বুঝত। তাই হয়তো সে ওয়াহশিকে পাওয়া নিজের জন্য অসম্ভব বলে ভেবে নিয়েছে।

অন্ধকারের ভেতর ওয়াহশির চোখে হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের চেহারা ভেসে উঠল। ভয়ে পুরো শরীর কেঁপে উঠল তার। মদের নেশায় মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। আজগুবি সব চিন্তা আসছে মাথায়। ওয়াহশির চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছে। হায়, লাঞ্ছনা কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না। ভুল তার জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে গেছে। মদ তার মন্দ কপালকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। সে এখন কী দেখছে? নিঃসন্দেহে এটা তার ভুল ধারণা। হামজা তো সেই কবে মরে গেছেন। সে তার মস্তিষ্ক থেকে হামজার চেহারাটা দূর করার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হলো। বারবার চেহারাটা তার চোখের তারায় ভাসতে লাগল, যেন বাস্তবেই সে হামজাকে দেখতে পাচ্ছে। ওয়াহশি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়

BanglaBook.org

দিল। যে কেউ দেখলে ভাববে, সে পাগল হয়ে গেছে। কোমরে হাত দিয়ে সে দেখল, তার বর্শাটা নেই। হায়! এখন কী হবে? সে তো কখনো এটাকে ভুলে কোথাও ফেলে আসে না। হাঁপাতে হাঁপাতে গলির পাশে দাঁড়াল ওয়াহশি। হামজার চেহারাটা এখনো তাকে তাড়া করে ফিরছে। চেহারাটা তার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। 'আমি এ কী দেখছি! মৃতরা তো পুনরায় জীবিত হতে পারে না। তারা তো পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।'

ওয়াহশির মনে হলো, কেউ তার কানের কাছে এসে বলছে, 'তুই ভুল করছিস। তুই পথহারা। মৃতরা পুনরায় জীবিত হতে পারে, হে ভাড়াটে খুনি!'

ওয়াহশি এ কী শুনছে! মনে হচ্ছে অনেকগুলো আওয়াজ তার কানে বাজছে। অট্টহাসি দিয়ে একটা চেহারা অন্ধকার ঠেলে তার সামনে এল। ওয়াহশি নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। নেশা আর ঘুমে বোধ হয় মাথাটা ঘুরে এখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু সে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। চিৎকার করে বলল, 'এগুলো সব মিথ্যে। আমি কাউকে ভয় পাই না।' মনে হলো, তার খুব কাছেই কেউ কথাটা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির আওয়াজটা কোত্থেকে এল? ওয়াহশি ডানে-বামে তাকাল। চারদিকেই এখন সে হামজার চেহারা দেখতে পাচ্ছে। সে আবার চিৎকার দিল, 'আমার কাছে কী চাও তুমি? বলো। আমি আমার স্বাধীনতার জন্য তোমাকে হত্যা করেছিলাম। যুদ্ধে তো কারও সঙ্গে আপস চলে না।'

কিন্তু চেহারাটা তাকে উদ্দেশ করে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতেই লাগল। তার মনে হলো, দূর থেকে কেউ তাকে বলছে, 'এসব মিথ্যা ধোঁকার মধ্যেই ডুবে থাক ভাড়াটে খুনি কোথাকার! তুই একটা অপদস্থ শয়তান। সারা জীবন লাঞ্ছনা তোকে ধাওয়া করে বেড়াবে।'

ওয়াহশি পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলে, 'কে তুমি? কে বলো? এসব কী বলছ তুমি? আমি কোনোভাবেই অপদস্থ নই।'

মনে হলো, তার পাশে শত শত যুদ্ধাস্ত্র আওয়াজ তুলছে। ধীরে ধীরে আওয়াজটা তার কাছে আসতে লাগল। এই তো আরও কাছে আসছে।

'বাঁচাও! বাঁচাও...!' অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ওয়াহশি। চিৎকার শুনে গলির আশপাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন বাতি নিয়ে বেরিয়ে এল। সবাই আওয়াজের উৎস খুঁজতে লাগল। অবশেষে অন্ধকারে একজনকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'কপালপোড়া ওয়াহশিটা এখানে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।'

ওয়াহশির মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালা হলো। সে চোখ খুলে দেখতে পেল, ছোট ছোট বাতি নিয়ে কয়েকজন তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাতির আবছা

BanglaBook.org

আলোয় চেহারাগুলো দেখে সে ভয়ে আঁতকে উঠল। 'সে আমাকে মেরে ফেলতে চায়। সে এখানেই আছে। আমি নিজ চোখে তাকে দেখেছি। সে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। সে আমাকে মেরে ফেলার সুযোগ খুঁজছে।'

'কে? কার কথা বলছ?' জড়ো হওয়া লোকদের কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল।

'হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। একজন বলল, 'খুব বেশি নেশা করেছিস তুই, ওয়াহশি!'

'না, না, আমি নিজ চোখে তাকে দেখেছি।'

একজন ঠাট্টা করে বলল, 'তোমরা জানো না। সে সত্যিই বলছে।' আবারও হাসির রোল পড়ে গেল।

'আমি নিজেকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না। কিন্তু নিজ কান আর চোখকে তো বারবার অবিশ্বাস করা যায় না।'

'আমরা তো সেটাই বলছি। তুমি সত্যিই দেখেছ তাকে।' ঠাট্টা করে আরেকজন বলল। ওয়াহশিকে কেন্দ্র করে হাসাহাসি চলতে লাগল। একজন তার হাত ধরে সবাইকে লক্ষ করে বলল, 'তাকে নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে না। সকাল হয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন ধরাধরি করে কমবখতটাকে তার বাড়িতে ফেলে এসো। সকালবেলা নেশার ঘোর কেটে যাবে।'

একজন ধাক্কা দিয়ে দেখল ওয়াহশির ঘরের দরজা খোলা। দরজা খুলে যেতেই ওয়াহশি দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। 'তোমরা জাহান্নামে যাও। কেউ আমার ঘরে ঢুকবে না। সে ভেতরে আমার অপেক্ষায় আছে।'

সবার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল সে। তারপর চেঁচাতে লাগল, 'সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে...। নাহিলা! নাহিলা...! কোনো জবাব দিচ্ছে না কেন? সে কি আমাকে ভালোবাসে না?'

ওয়াহশি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নেশার ঘোরে তখনো প্রলাপ বকছে সে। ধীরে ধীরে তার কথা জড়িয়ে এল। গলার স্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একসময় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ওয়াহশি নিশ্চুপ অচেতন পড়ে আছে তার ঘরের মেঝেতে। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে, সে জানে না। তবে যখন চোখ মেলল, সূর্য তখন মধ্যাকাশে। রোদ তার চেহারা ঝলসে দিচ্ছে। সে অনুভব করল, তার মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। আলস্য কাটাতে আড়মোড়া ভাঙল সে। উঁচু আওয়াজে ডাক দিল, 'নাহিলা! নাহিলা!'

কোনো উত্তর এল না। খালি কামরায় নিজের আওয়াজের প্রতিধ্বনি কেবল শোনা গেল। উঠে গিয়ে নাহিলার কামরায় ঢুকল সে। এ কী! নাহিলা

BanglaBook.org

কোথায়! কামরা যে খালি পড়ে আছে। বাড়ির সবগুলো কামরায় একেক করে খুঁজতে লাগল সে। না, কোথাও নেই। এবার পাগলের মতো বাড়িটা তন্ন তন্ন করতে লাগল। কিন্তু কোথাও নাহিলার কোনো নামগন্ধও নেই। এতক্ষণে তার মাথা থেকে নেশার রেশ পুরোপুরি কেটে গেছে। নাহিলা কোথায় গেল? সে কি পালাল? অসম্ভব! এ হতে পারে না। এ খবর শুনলে মানুষ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। জুবাইর ইবনে মুতইম রাগে ফেটে পড়বে। এবার নিশ্চিত চাবুক মেরে তার পিঠ ঝলসে দেবে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজখবর নিল। কেউ কিছু বলতে পারছে না। দুশ্চিন্তায় তার কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। নাহিলাকে খুঁজে পেলে নিশ্চিত তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওয়াহশি। তাকে নিজের মনের দুর্বলতার কথা বুঝতে দেওয়াই উচিত হয়নি। তার সঙ্গে কত সুন্দরভাবে কথা বলেছে ওয়াহশি। এখন পর্যন্ত কোনো রকম কঠোরতাই করেনি। উচিত ছিল তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা। তাহলে এখন এই দশা হতো না।

ওয়াহশি মক্কার অলি-গলিতে তাকে খুঁজতে লাগল। আশপাশেও খোঁজ লাগাল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করল তার কথা। কেউ জানে না। মেয়েটা পালানোর দুঃসাহস করল কীভাবে? সে মৃত্যুকেও পরোয়া করল না। তার মনিবকেও ভয় করল না। ওয়াহশি তাকে খুঁজতে খুঁজতে জুবাইরের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পথে সেই ইহুদির সঙ্গে সাক্ষাৎ। ইহুদি তাকে দেখে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা ভেবেছিলে?'

'কোন ব্যাপার?'

'ওই যে, মুহাম্মদকে হত্যা করার প্রস্তাব...।'

'আমি ভাড়াটে খুনি নই। আমার রাস্তা ছাড়ো।'

'কাজটা যদি শুধু ভাড়াটে খুনিরই হতো, তাহলে আমি অন্য কাউকে বলতাম, তোমাকে নয়। আমি শুধু তোমার সাহস আর বীরত্বের কারণে তোমাকে বলেছি। আর মুহাম্মদ বেঁচে থাকলে আজ বা কাল তোমার গর্দান ওড়াবেই।'

'স্বার্থপর কোথাকার! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তোমার নিজের জাতির স্বার্থ উদ্ধার করতে আমাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাও। আমি তোমাদের সবগুলোকে ঘৃণা করি।'

ইহুদি একটি স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে ওপরে ছুড়ে দিল। তারপর সেটাকে মুঠোতে নিয়ে নিল। ওয়াহশি অর্থবহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। প্রচণ্ড কাঠিন্য ফুটে উঠেছে তার চোখে। সে ইহুদিকে লক্ষ করে বলল, 'হামজাকে

BanglaBook.org

হত্যা করে আমার কপালে যে দুর্ভোগ চেপেছে, তার কোনো নজির নেই। তুমি কেটে পড়তে পারো।'

'তুমি স্বাধীন। কিন্তু একদিন তুমি দেখবে, তারা তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। সেদিন তুমি আত্মরক্ষার জন্য তরবারি হাতে নিতে বাধ্য হবে।'

ওয়াহশি ইহুদির কথা উপেক্ষা করে জুবাইর ইবনে মুতইমের বাড়ির পথ ধরল। সে ভাবছে, কীভাবে ব্যাপারটা জুবাইরকে বলবে। আর বলার পর জুবাইরের চেহারারই-বা কী রূপ হবে। কী অজুহাত দিয়ে সে তার হাত থেকে রক্ষা পাবে। জুবাইর তাকে দেখেই মুচকি হাসি দিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, দার্শনিক!'

ওয়াহশি কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নাড়াল। জুবাইর আবারও বলল, 'কী? তার আচরণে চিন্তিত নাকি?'

'না, মনিব, তেমন কিছু নয়।'

জুবাইর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে সে ওয়াহশির শরীরের ওপর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। 'তাহলে তোমার সেই হাসি-খুশি মুখটা কোথায়?'

'মনিব!...'

'বুঝেছি...। কোনো ওজর পেশ করতে এসেছ নিশ্চয়। আসলেই তুমি দুর্বলচিত্তের মানুষ। তবে তুমি যদি দাসীটাকে একবার আদব শেখাতে পারো, তাহলে সে আর ভবিষ্যতে কখনোই তোমার অবাধ্য হবে না। চিন্তার অবশ্য কারণ নেই। সামনে দীর্ঘ সময় আছে। তুমি তোমার যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবে তার সঙ্গে। কিন্তু তোমাকে এতটা চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন, ওয়াহশি?'

'মনিব...!'

'কেবল মনিব মনিব করছ, কী হয়েছে বলছ না কেন?'

'বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী দুর্ঘটনা? বলো।'

'নাহিলা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!' রাগে জুবাইরের চোখ অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে নিচের ঠোঁট সজোরে কামড়ে ধরল। দ্রুত হয়ে উঠল তার হৃৎকম্পন। দুই হাতে সে তার ঘন দাড়ি হাতড়াতে লাগল। 'তুই কী বলছিস এসব? নাহিলা পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ, মনিব।'

BanglaBook.org

জুবাইর সামান্য সময় থমকে রইল। ধকলটা যেন সয়ে নিল খানিকটা। তারপর ওয়াহশির কান ধরে টেনে তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল। তার গলা পা দ্বারা চেপে ধরে বলল, 'তুই বলছিস সে পালিয়েছে। তখন তুই কোথায় ছিলি হতচ্ছাড়া? তুই আমার অপমান আর লাঞ্ছনা আরও বাড়িয়ে দিলি, অপদস্থ গোলাম কোথাকার! এই! চাবুক আর রশি নিয়ে আয়...।'

জুবাইর পাগলের মতো ওয়াহশিকে আঘাত করতে লাগল। সে কী করছে তার নিজেরই জানা নেই। ওয়াহশি চাবুকের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলতে লাগল, 'দয়া করুন, মনিব! দয়া করুন। আমার সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তার প্রতি আমার ঘৃণা আপনার চেয়েও বেশি।'

ওয়াহশির কথায় কোনো কর্ণপাত করছে না জুবাইর। তার শরীরের শক্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে মারতেই লাগল। ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বসে পড়ল। ওয়াহশির শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে।

জুবাইর এক চাকরকে ডেকে বলল, 'চারটা শক্তিশালী ঘোড়া প্রস্তুত করো। ইয়াসরিবের দিকে লোক পাঠাও। মেয়েটা পালিয়ে মুসলিমদের কাছেই যাবে।'

BanglaBook.org

উনিশ

নাহিলা আত্মগোপন করেছে। এমন গোপনে সে বের হয়েছে, যেন কোনো পক্ষীও টের না পায়। যদি মাটি খনন করে তার নিচ দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব হতো, তবে সে তা-ই করত। একা একজন নারীর আত্মগোপন করা চাট্টিখানি কথা নয়। তবু বহু মুমিন নারী মদিনায় গোপনে চলে গেছে। এমনকি এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে। তাই মক্কার লোকেরাও ব্যাপারটা জানত। কিন্তু নাহিলা ভাবছিল ভিন্ন কিছু। তার জন্য কি মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া বৈধ হচ্ছে? যত যা-ই হোক, লোকটার তো হক আছে তার ওপর। কিন্তু আরেক দিক থেকে ভাবলে তার মনে এই প্রশ্ন আর আসছে না। কারণ, তার মালিক তার প্রতি ইনসাফ করবে না। সে এমন বর্বরতা করতে জানে, যা কোনো মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাই তাকে তার বিশ্বাসের পথেই চলা উচিত। কোনো জুলুমের কাছে মাথা নত করা এখন ঠিক হবে না। তবে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, যেভাবেই হোক মনিবের অধিকার সে ফিরিয়ে দেবে। অন্ধকারে নাহিলা একটি পরিচিত বাড়ির রাস্তা ধরল। দরজায় মৃদু করাঘাত করল। ঘরওয়ালির নাম উম্মে রাবেহ। তিনি তাঁর ১৩ বছর বয়সী ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এত রাতে আমাদের দরজায় কে কড়া নাড়ছে?'

'হয়তো কোনো পথিক।'

'আমার মতো একজন স্বামীহীনা নারী, যার পৃথিবীতে একটি সন্তান ছাড়া কেউ নেই, তার দরজায় তো কোনো পথিকের আসার কথা নয়।'

'আপনি চিন্তা করবেন না আম্মা, পরিচয় না জেনে আমি দরজা খুলছি না।'

উম্মে রাবেহ দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করলেন। একজন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। আপাদমস্তক আবৃত। দেখে চেনার উপায় নেই। তিনি মৃদু আওয়াজে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

'নাহিলা।'

'জুবাইর ইবনে মুতইমের দাসী নাহিলা?'

'জি...।'

BanglaBook.org

'তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো। মনে হচ্ছে, তুমি কোনো বিপদে পড়েছ।' দরজা খুলে দিলেন উম্মে রাবেহ।

উম্মে রাবেহ বিধবা নারী। মক্কার অনেক নারীর মতো তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাধ্য ও সুযোগ না থাকায় মদিনায় হিজরত করতে পারেননি। তাঁর সবচেয়ে বেশি শঙ্কা তাঁর একমাত্র সন্তানটিকে নিয়ে। মক্কার কাফেররা কতটুকু বর্বর হতে পারে, সেটা তিনি দেখেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কন্যা জয়নবের ক্ষেত্রে। জয়নব আবুল আসের স্ত্রী ছিলেন। কাফেররা নির্দয়ভাবে জয়নবকে আটকে রেখেছিল। তাই সব দিক বিবেচনা করে উম্মে রাবেহ নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছেন। নাহিলার সঙ্গে তাঁর ঈমানি সম্পর্ক। তাঁরা উভয়েই আলোর পথের অনুসারী। একত্রে তাঁরা আল্লাহর আয়াত শুনেছেন। দ্বীনের বিধান শিখেছেন। মুসলিমদের আদর্শ নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছেন।

'ভালোভাবে দরজা বন্ধ করুন। ওরা সারা মক্কা তন্ন তন্ন করে আমাকে খুঁজবে।'

নাহিলা বাড়িওয়ালির চেহারায় চিন্তা ও উদ্বেগের ছাপ দেখতে পেল। খানিকটা বিরতি নিয়ে সে বলল, 'মাফ করবেন। আমি বাধ্য হয়ে এই অসময়ে বিরক্ত করেছি। জুবাইর আমাকে হামজার ঘাতক ওয়াহশি ইবনে হারবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এই খবর জানার পর আমাকে অত্যাচার করার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছে। আমার পক্ষে তাদের ওই অকথ্য নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব নয়। বিদ্বেষে তারা অন্ধ হয়ে আছে। আমি যদি তাদের কাছে থাকি, তবে তারা আমার শরীরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

'ভালো করেছ। এ ছাড়া তো তোমার আর কোনো উপায় ছিল না।'

'আমি খুব বেশি দিন আপনার এখানে থাকব না। সময়-সুযোগ হলেই মদিনায় চলে যাব।' নাহিলার কণ্ঠে অপরাধবোধ ফুটে উঠল। সে উম্মে রাবেহকে গোটা পরিস্থিতি খুলে বলল। সব শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষাকারী। তিনিই সবচেয়ে দয়াময়।'

'আপনি নিশ্চয় খুব চাপ অনুভব করছেন।'

'নাহ, আমি নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবছি। এ তো আমার ওপর এক পবিত্র দায়িত্ব। আল্লাহ আমাকে এর বিনিময় দেবেন। আমাদের ভাইয়েরা ময়দানে লড়াই করে। বোনেরা তাদের সেবা করে। আমি তো সে সুযোগ পাইনি, আমার আফসোস ছিল। আজ সে আফসোস পূর্ণ হলো। বোন, আমাদের

BanglaBook.org

পথের সবখানেই তো ত্যাগ, ধৈর্য আর দৃঢ়তার পরীক্ষা। আল্লাহ পাকের কাছাকাছি যেতে হলে এ পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে।'

খানিকটা থামলেন উম্মে রাবেহ। তারপর তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, 'বাবা, ভুলেও কাউকে কিচ্ছু বলবে না। যদি বলো তাহলে আমরা কেউই আর বেঁচে থাকতে পারব না। কাফেররা আমাদের ওপর তাদের যত ক্ষোভ আর জিঘাংসা, সব মেটাবে। সীমাহীন অত্যাচার করবে তারা আমাদের। বুঝেছ?'

'জি আম্মা, বুঝেছি। আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। এমনকি যদি তারা আসহাবে উখদুদের মতো আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করে, তবু এ ব্যাপারে একটা শব্দও আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না।'

খুশিতে উম্মে রাবেহর হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আসহাবে উখদুদের উদাহরণ টেনে তাঁর ছেলে কী দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁকে আশ্বস্ত করল! নাহিলার দিকে আবার মনোযোগ দিলেন তিনি। 'আমার স্বামীর প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তিনি আমাদের ঘরের পেছনের দিকে একটি গোপন কামরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কামরাটা সহজে কেউ খুঁজে পাবে না। এ ছাড়া কয়েকটা বকরি আর কিছু স্বর্ণমুদ্রাও তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। আল্লাহর রহমতে তুমি ভালো জায়গায়ই এসেছ।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর রাস্তায় বেরোলে তিনি সবকিছুই সহজ করে দেন।' এই বলে নাহিলা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকল। তারপর বলল, 'একটা বিষয় নিয়ে আমি চিন্তায় আছি।'

'কী?'

'আমার মনিব আমাকে যে মূল্য দিয়ে কিনেছে, তাকে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

'আহা, তুমি তো জানো, মুশরিকরা মুসলিমদের কত সম্পদ দখল করে আছে। তারা আমাদের ভাইদের ঘরছাড়া করেছে। ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য—সব লুণ্ঠন করেছে।'

'সবই জানি। কিন্তু আমি নিজেকে দায়মুক্ত করতে চাচ্ছি।'

'সুন্দর। তাহলে আমার একটি স্বর্ণের বালা আছে। এক জোড়া রেশমি কাপড়ও আছে...।'

'বুঝলাম না।'

'আর দু-তিনটি বকরিও আছে। ওগুলো বিক্রি করলে বেশ কিছু অর্থকড়ি পাওয়া যাবে। আমরা সেগুলো একটা থলেতে ভরে ওয়াহশি ইবনে হারবের বাড়ির ভেতর গোপনে নিক্ষেপ করে আসব।'

BanglaBook.org

'আলহামদুলিল্লাহ, আমি কোনো কাফেরের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকা অবস্থায় হেদায়েতের পথে এই যাত্রা শুরু করতে চাচ্ছিলাম না। আল্লাহ আমার ইচ্ছেটা পূরণ করে দিলেন।'

ছেলেটা এবার বড়দের কথার মধ্যে ঢুকল। সে বলল, 'একটা হাড্ডির সঙ্গে থলেটা বেঁধে দেব। হাড্ডিতে লেখা থাকবে, "আমি তোমার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।" এতটুকুতেই সে বুঝে যাবে।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। নাহিলা উম্মে রাবেহের দিকে অপলক চেয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। সে বলল, 'এসব কিছুই আমার ঋণ হিসেবে রইল। সময়মতো ফিরিয়ে দেব।'

পরদিন চার-চারটি ঘোড়া নাহিলাকে খুঁজতে বেরোল। মক্কার প্রতিটি অলি-গলিতে গোয়েন্দা ঠিক করা হলো। গোপনে বিভিন্ন বার্তাবাহক মদিনায় রাসুলের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিতে লাগল। ওয়াহশি শরীরের ব্যথায় চেঁচাচ্ছিল আর বলছিল, 'আমি তাকে খুঁজে বের করবই। তারপর তার রক্ত চুষে খাব। মুহাম্মদের ধর্ম আমি অস্বীকার করি। সব লোকও যদি তাকে মেনে নেয়, আমি মানব না।'

জুবাইর ইবনে মুতইম নিজেকে শান্ত করতে পারছিল না। সে রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'একটা তুচ্ছ দাসী আমাদের সম্মান আর মর্যাদাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এভাবে হাতছাড়া হয়ে গেল!'

রুমিয়া তার ঠোঁটে তিক্ত একটা হাসি ফুটিয়ে আনমনে বলল, 'আমি তার জায়গায় থাকলে এমনই করতাম। ওয়াহশি! তুমি কি মনে করো, মানুষের মন একজনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর দেহ তোমার মতো একটা জল্লাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? এত সহজ নয়!'

ঘটনা শুনে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বলল, 'সত্যিই এটা বাজে একটা ঘটনা। মুহাম্মদের পতন হলে আমরা দাস-দাসীদের সঙ্গে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করব।'

নাহিলার ভাগ্য প্রসন্ন হলো। মক্কার লোকেরা ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দল পাকাচ্ছিল। এ যুদ্ধ ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এতে কুরাইশ, গতফান, ফাজারাহ, আশজা, সালিমসহ বহু ইহুদি গোত্রও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জোট তৈরি করেছিল।

সবাই পলাতক দাসীর সেই ঘটনা ভুলে গেলেও ওয়াহশি ইবনে হারব ভুলতে পারল না। এমনকি সে যখন মদের নেশায় মাতাল থাকে, তখনো

BanglaBook.org

পথের সবখানেই তো ত্যাগ, ধৈর্য আর দৃঢ়তার পরীক্ষা। আল্লাহ পাকের কাছাকাছি যেতে হলে এ পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে।'

খানিকটা থামলেন উম্মে রাবেহ। তারপর তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন, 'বাবা, ভুলেও কাউকে কিচ্ছু বলবে না ; যদি বলো তাহলে আমরা কেউই আর বেঁচে থাকতে পারব না। কাফেররা আমাদের ওপর তাদের যত ক্ষোভ আর জিঘাংসা, সব মেটাবে। সীমাহীন অত্যাচার করবে তারা আমাদের। বুঝেছ?'

'জি আম্মা, বুঝেছি। আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। এমনকি যদি তারা আসহাবে উখদুদের মতো আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করে, তবু এ ব্যাপারে একটা শব্দও আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না।'

খুশিতে উম্মে রাবেহর হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আসহাবে উখদুদের উদাহরণ টেনে তাঁর ছেলে কী দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁকে আশ্বস্ত করল! নাহিলার দিকে আবার মনোযোগ দিলেন তিনি। 'আমার স্বামীর প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তিনি আমাদের ঘরের পেছনের দিকে একটি গোপন কামরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কামরাটা সহজে কেউ খুঁজে পাবে না। এ ছাড়া কয়েকটা বকরি আর কিছু স্বর্ণমুদ্রাও তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। আল্লাহর রহমতে তুমি ভালো জায়গায়ই এসেছ।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর রাস্তায় বেরোলে তিনি সবকিছুই সহজ করে দেন।' এই বলে নাহিলা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকল। তারপর বলল, 'একটা বিষয় নিয়ে আমি চিন্তায় আছি।'

'কী?'

'আমার মনিব আমাকে যে মূল্য দিয়ে কিনেছে, তাকে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

'আহা, তুমি তো জানো, মুশরিকরা মুসলিমদের কত সম্পদ দখল করে আছে। তারা আমাদের ভাইদের ঘরছাড়া করেছে। ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য—সব লুণ্ঠন করেছে।'

'সবই জানি। কিন্তু আমি নিজেকে দায়মুক্ত করতে চাচ্ছি।'

'সুন্দর। তাহলে আমার একটি স্বর্ণের বালা আছে। এক জোড়া রেশমি কাপড়ও আছে...।'

'বুঝলাম না।'

'আর দু-তিনটি বকরিও আছে। ওগুলো বিক্রি করলে বেশ কিছু অর্থকড়ি পাওয়া যাবে। আমরা সেগুলো একটা থলেতে ভরে ওয়াহশি ইবনে হারবের বাড়ির ভেতর গোপনে নিক্ষেপ করে আসব।'

BanglaBook.org

'আলহামদুলিল্লাহ, আমি কোনো কাফেরের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকা অবস্থায় হেদায়েতের পথে এই যাত্রা শুরু করতে চাচ্ছিলাম না। আল্লাহ আমার ইচ্ছেটা পূরণ করে দিলেন।'

ছেলেটা এবার বড়দের কথার মধ্যে ঢুকল। সে বলল, 'একটা হাড্ডির সঙ্গে থলেটা বেঁধে দেব। হাড্ডিতে লেখা থাকবে, "আমি তোমার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।" এতটুকুতেই সে বুঝে যাবে।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। নাহিলা উম্মে রাবেহের দিকে অপলক চেয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। সে বলল, 'এসব কিছুই আমার ঋণ হিসেবে রইল। সময়মতো ফিরিয়ে দেব।'

পরদিন চার-চারটি ঘোড়া নাহিলাকে খুঁজতে বেরোল। মক্কার প্রতিটি অলি-গলিতে গোয়েন্দা ঠিক করা হলো। গোপনে বিভিন্ন বার্তাবাহক মদিনায় রাসুলের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিতে লাগল। ওয়াহশি শরীরের ব্যথায় চেঁচাচ্ছিল আর বলছিল, 'আমি তাকে খুঁজে বের করবই। তারপর তার রক্ত চুষে খাব। মুহাম্মদের ধর্ম আমি অস্বীকার করি। সব লোকও যদি তাকে মেনে নেয়, আমি মানব না।'

জুবাইর ইবনে মুতইম নিজেকে শান্ত করতে পারছিল না। সে রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'একটা তুচ্ছ দাসী আমাদের সম্মান আর মর্যাদাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এভাবে হাতছাড়া হয়ে গেল!'

রুমিয়া তার ঠোঁটে তিক্ত একটা হাসি ফুটিয়ে আনমনে বলল, 'আমি তার জায়গায় থাকলে এমনই করতাম। ওয়াহশি! তুমি কি মনে করো, মানুষের মন একজনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর দেহ তোমার মতো একটা জল্লাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? এত সহজ নয়!'

ঘটনা শুনে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বলল, 'সত্যিই এটা বাজে একটা ঘটনা। মুহাম্মদের পতন হলে আমরা দাস-দাসীদের সঙ্গে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করব।'

নাহিলার ভাগ্য প্রসন্ন হলো। মক্কার লোকেরা ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দল পাকাচ্ছিল। এ যুদ্ধ ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এতে কুরাইশ, গতফান, ফাজারাহ, আশজা, সালিমসহ বহু ইহুদি গোত্রও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জোট তৈরি করেছিল।

সবাই পলাতক দাসীর সেই ঘটনা ভুলে গেলেও ওয়াহশি ইবনে হারব ভুলতে পারল না। এমনকি সে যখন মদের নেশায় মাতাল থাকে, তখনো

BanglaBook.org

বিষয়টি তাকে পীড়া দেয়। তার সারা দিনের সব কথায় শুধু নাহিলা আর নাহিলার স্মৃতি। প্রতি রাতেই সে ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখে। একদিন দেখল, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে হাজার হাজার বর্শা। পাশেই আছে নাহিলা। সে তার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। ওয়াহশি চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বিশ

দেখতে দেখতে বহুদিন কেটে গেল। বহু কিছু ঘটে গেল। ওয়াহশি ভগ্ন হৃদয়ে নাহিলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ভুলে থাকার জন্য নিজেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখে সে। কুরাইশদের সঙ্গে গতফান, ফাজারাহ, আশজা ও ইহুদিদের যে জোট হয়েছিল, ওয়াহশি তার ফলাফলের অপেক্ষায় ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতকে মিটিয়ে দিতে সম্মিলিত জোটের এ অভিযানে সে নিজেও অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সম্মিলিত জোট রণাঙ্গন থেকে খালি হাতে ফিরল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ধর্ম আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। দিন দিন তাঁর অনুসারীও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ব্যাপারটা এই পর্যন্ত থাকলে কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কাফেরদের জন্য। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজার ইহুদিদের শায়েস্তা করেছেন। তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকি ইহুদি গোত্রপতি হুয়াই ইবনে আখতাব মুসলমানদের হাতে মারা পড়েছে। সে-ই খন্দক যুদ্ধের প্রধান সমন্বয়ক ছিল।

কিছুদিনের ভেতর কুরাইশের সঙ্গে হুদায়বিয়ায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাময়িক একটা চুক্তিও হয়ে গেল। তারপর তিনি খায়বারের ইহুদিদের শায়েস্তা করলেন। তাদের ক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিলেন। এর চেয়ে ভয়ানক সংবাদ হলো, তিনি জাজিরাতুল আরবের উত্তরে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করতে লাগলেন। কিসরা, কায়সারসহ বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন। ইসলামের দাওয়াত দিলেন সবাইকে। এসব ঘটনার মধ্যেই নাহিলা সুযোগ বুঝে একদিন মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। যাওয়ার আগে তার ক্রয়মূল্য ওয়াহশির বাড়ির ভেতরে একটি থলেতে ফেলে গেল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, রাসূল তাঁর অনুসারীদেরসহ সন্ধির পরের বছর ওমরা করবেন। দেখতে দেখতে সেই দিন চলে এল। তিনি এখন হাজির বেশে মক্কায় প্রবেশ করবেন। এখানে তিনি তাঁর লোকজনসহ তিন দিন অবস্থান করবেন। তারা নিজেদের সঙ্গে কোনো প্রকার অস্ত্র বহন করবেন না।

BanglaBook.org

কুরাইশরা এ তিন দিন মক্কা ছেড়ে দেবে। মুসলিমগণ এর ভেতর ওমরার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে মদিনায় ফিরে যাবেন। তারপর কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশ করবে। এত দিন তারা আশপাশের পাহাড় বা টিলায় অবস্থান করবে। ওয়াহশি এসব ভেবে অস্থির হয়ে উঠছিল। নাহিলা চলে যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কত কিছুই না ঘটে গেল। সবই মুহাম্মদের অনুকূলে। তাঁর দাওয়াতের বিস্ময়কর সাফল্যের সামনে কুরাইশরা একের পর এক নতি স্বীকার করছে। যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে মুহাম্মদেরই চূড়ান্ত বিজয় হবে। মক্কা ও গোটা আরব তাঁর ধর্মের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে। তিনি হয়ে উঠবেন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। কুরাইশ ও মক্কার লোকদের পতাকা তখন ধুলোয় লুটাবে। ওয়াহশি নিজের ভেতর প্রচণ্ড হতাশা অনুভব করছে। সে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলল, 'হে কুরাইশের নেতা! হে কুরাইশের একমাত্র ত্রাণকর্তা! মুহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ করবে, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে–এটা আপনি কীভাবে মেনে নিচ্ছেন?'

'আল্লাহ কপালে আর কত যে দুর্ভোগ রেখেছেন কে জানে, ওয়াহশি? কিন্তু বাইতুল্লাহ তো আরবের সবার। আমরা গত বছর মুহাম্মদকে বাইতুল্লাহয় আসতে বাধা দিয়েছিলাম। তাতে গোটা আরব আমাদের নিন্দা করেছে। তা ছাড়া তার সঙ্গে আমাদের একটা সন্ধিও আছে, যেটা লঙ্ঘন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা তার সঙ্গে চুক্তি করেছি, সে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে ওমরার কাজ সেরেই চলে যাবে।'

'এসব চুক্তিকে আবর্জনায় নিক্ষেপ করুন। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে কোনো চুক্তি কিংবা ওয়াদা চলে না।' ওয়াহশির চোখে-মুখে চূড়ান্ত জিঘাংসা ফুটে উঠেছে। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিশ্চুপ। ওয়াহশি আবারও বলল, 'মুহাম্মদ দুই হাজার লোক নিয়ে আসবে। আসুন, আমরা একযোগে তার ওপর আক্রমণ করি। তাহলেই এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।'

'নির্বোধ কোথাকার! তুমি বাস্তবতার কিছু বোঝো না। মুসলিমরা কারা? এরা আমাদের চাচাতো ভাই। মক্কার অনেক মানুষ অনেক দিন পর নিজের আপন মানুষদের দেখার অধীর অপেক্ষায় আছে। আল্লাহ না করুন, যদি যুদ্ধ বেধে যায়, তবে তো তারা সবাই একযোগে দলে দলে মুহাম্মদের বাহিনীতে যোগ দেবে।' ধমকের সুরে কথাগুলো বলল আবু সুফিয়ান।

'আবু হানজালা! এ তো চরম লজ্জার কথা।'

'আসলে মক্কার মানুষ যুদ্ধ করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। অনেকেই গোপনে মুসলিম হয়ে গেছে। এখন আমাদের এমন কোনো যুদ্ধে জড়ানো উচিত হবে না, যা বিপরীত ফলাফল বয়ে আনবে।'

BanglaBook.org

'আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন, আবু সুফিয়ান!'

'বিষয়গুলো আমি তোমার চেয়ে ভালো বুঝি। মুহাম্মদের প্রতি বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও আমি একজন দায়িত্বশীল নেতা। গোটা মক্কাবাসীর দায়ভার আমার কাঁধে। এটা অনেক বড় আমানত। একবার রক্তপাত করার আগে আমাকে দশবার ভাবতে হয়। রক্ত তো পানির মতো ঝরানো যায় না। রক্তের মূল্য অনেক।'

কথার মধ্যখানে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এসে হাজির। সে ক্ষোভ নিয়ে বলল, 'আমার সন্তানের হত্যাকারীরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে, এটা আপনি কীভাবে মেনে নিচ্ছেন? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আমাদের ধর্ম নিয়ে তাচ্ছিল্য করে।'

আবু সুফিয়ান আফসোসে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আমরা তাদের হত্যা করেছি। তারাও আমাদের করেছে। কিন্তু এখন যদি চুক্তি ভঙ্গ করি, তাহলে কুরাইশের মান-সম্মান বলতে কিছুই থাকবে না। সার্বিক দিক লক্ষ করে চুক্তি ভঙ্গ না করাই ভালো হবে।'

'এটা কাপুরুষতা। ভীরুতা।' বলল হিন্দা।

আবু সুফিয়ান উত্তর দিল, 'আসলে তোমাদের চিন্তা-ভাবনা শিশুদের মতো।'

হিন্দা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মুহাম্মদ যে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবে, এ দিনগুলোতে আমরা পাহাড়ে চলে যাব। মুহাম্মদ ও তার সাথিরা যখন মদিনায় ফিরে যাবে, তখন...'

'তখন আর কী হবে, লজ্জা আর লাঞ্ছনা ছাড়া!'

হিন্দার কথায় কান না দিয়ে আবু সুফিয়ান বলে চলল, 'তারপর আমরা নতুন করে ভাবব। আশা করি, এই দুর্দশার একটা সমাধান আমরা পেয়ে যাব।'

ওয়াহশি হাতে বর্শা নিয়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'তারা মক্কায় ঢুকলেই আমি তাদের ওপর আক্রমণ করব। যতক্ষণ আমি জীবিত থাকব, তাদের একেকটাকে হত্যা করেই যাব।'

আবু সুফিয়ান ওয়াহশির কান ধরে বলল, 'বাইতুল্লাহ, হারাম মাস আর চুক্তির সম্মান নষ্ট হয় এমন কিছু যদি করো, তাহলে আমি তোমার গর্দান শরীর থেকে আলাদা করে দেব।'

আবু সুফিয়ানের কথাবার্তা শুনে হিন্দা রাগে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছু পিছু ওয়াহশিও চলে গেল।

BanglaBook.org

ওয়াহশি অস্থির চিত্তে মক্কার অলি-গলিতে ঘুরতে লাগল। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। সে আর এখন চুপ করে বাড়িতে বসে থাকতে পারছে না। এমনকি মদের নেশাও তার মাথা থেকে মুহাম্মদের মক্কায় আগমনের কথা ভুলিয়ে রাখতে পারছে না। রুমিয়ার বাড়িতে রাত কাটিয়েও তার দুশ্চিন্তা কমছে না। এখন তো আর মদ-নারী নিয়ে মেতে থাকার সময় নয়। তাকে মক্কার কোনো এক নেতার কাছে যেতে হবে। সে ইকরামা ইবনে আবু জাহেলের কাছে যাবে। মুসলিমরা বদরে তার পিতাকে হত্যা করেছে। তাই ইকরামার মনে মুসলিমদের প্রতি অন্যদের তুলনায় বিদ্বেষটা বেশি থাকবে।

'হায় ইকরামা! তোমার পিতার হত্যাকারীরা মক্কায় প্রবেশ করবে, বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে–এটা তুমি কীভাবে সহ্য করবে?'

ইকরামার চেহারায় একই সঙ্গে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। সে বলল, 'আমি কাউকে দেখব না। আমি কোনো একটা টিলায় গিয়ে দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে একাকী সময় কাটাব। ততক্ষণে মুহাম্মদ তিন দিন মক্কায় থেকে মদিনার দিকে চলে যাবে।'

'কিন্তু এভাবে লুকিয়ে বেড়ানো তো লজ্জার ব্যাপার। তোমার পিতা যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না।'

'দেখো ওয়াহশি! আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মেনে নিতে বাধ্য। কুরাইশের ব্যবসা-বাণিজ্য আর মান-সম্মানের ভয় আছে।'

'এগুলো সব অহেতুক অজুহাত দেখাচ্ছ তোমরা। মুহাম্মদকে তোমরা ভয় পাও–স্পষ্ট করে বললেই পারো। আবু সুফিয়ান চমৎকার চমৎকার কথা বলে তোমাদের তুষ্ট করে রেখেছেন। তাঁর পরিবর্তে যদি তাঁর স্ত্রী হিন্দা মক্কার নেতা হতেন, তাহলে মক্কার আজ এই দশা হতো না। মক্কার সম্মান আজ আকাশের ওপরও ছড়িয়ে যেত। কিন্তু আমি এ কী দেখছি? এই কি সেই বীর ইকরামা? মক্কার মানুষেরা গোপনে সমালোচনা করছে। তারা আজ বিচ্ছিন্ন। তাদের কোনো ঐক্য নেই। কোনো দৃঢ়তা নেই। অথচ মুহাম্মদ কত সংগঠিত। তার মধ্যে কত দৃঢ়তা। তার অনুসারীরা তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। আর আমরা এখানে এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর আফসোসের কথা আর কী হতে পারে?'

ইকরামা নিচু গলায় বলল, 'মক্কার মানুষের মনোভাব আমরা বুঝি। এখন আমরা অভিযানে বের হলে কেউ আমাদের সঙ্গে যাবে না। আমাদের সঙ্গে তারা চরম উপহাস করবে। তারা আসলে যুদ্ধবিগ্রহ করতে করতে আর দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছে। মুহাম্মদের মক্কায় আসা আমাদের জন্য

BanglaBook.org

অসম্মানজনক–এটা তারা মেনে নিতে রাজি নয়। এ জন্যই আমাদের নীরব থাকতে হচ্ছে। কিন্তু দুই হাজার লোক নিয়ে মুহাম্মদ মক্কায় এলে আমার কতটা কষ্ট লাগবে, সেটা তো আমিই বুঝি।'

'তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলো। মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করো। সবকিছুকে উল্টে দাও। এভাবে মাথা নত করার চেয়ে এটাই উত্তম।'

'নির্বোধ কোথাকার! আমাকে কষ্ট দেওয়ার মতলবে তুই এখানে এসেছিস! দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে।'

ওয়াহশি মক্কার মূল সড়ক ধরে হাঁটছে। দুঃখ তাকে পিষ্ট করে ফেলছে। তার চোখে ভয় আর শঙ্কার ছাপ পরিস্ফুটিত। অথচ অন্যান্য লোকজন বেশ শান্তচিত্তেই চলাফেরা করছে। মনে হচ্ছে, যা ঘটছে তা নিয়ে তাদের কোনো ভাবান্তর নেই। একদিকে পরাজয় হাতছানি দিচ্ছে, আরেক দিকে তারা তাদের কাছের মানুষদের দেখার অপেক্ষায় আছে। কেউ তার ভাই, কেউ তার সন্তান, কেউবা চাচাতো ভাইকে দেখার অপেক্ষায় আছে। কেউ তো তাদের শত্রু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকেই দেখার জন্য ব্যাকুল। আসলে কেউই এই বিপদটাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছে না। ভবিষ্যতের শঙ্কায় কারও কপালে ভাঁজ পড়ছে না। এটা হলো জনসাধারণের অবস্থা। আর নেতাদের দেখে মনে হচ্ছে, তাদের চিন্তা-চেতনায় মরিচা পড়ে গেছে। কাপুরুষতা তাদের পেয়ে বসেছে। তারা এখন চুক্তি ভঙ্গের ভয় করে। ব্যবসার লাভ-ক্ষতির হিসাব করে। যারা কিছু করতে চায়, তাদেরও দমিয়ে দেয়।

ওয়াহশি এখন কোথায় যাবে? সংকীর্ণতা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরছে। পৃথিবীকে তার কাছে এখন ছোট্ট এক বিন্দুর মতোই মনে হচ্ছে। কোথায় গেলে এখন সে সামান্য সান্ত্বনা পাবে? ওয়াহশি তার পুরোনো মনিব জুবাইর ইবনে মুতইমের কাছে গেল।

'মনিব, মক্কার আকাশে তো ঝড়ের পূর্বাভাস দেখতে পাচ্ছি। অপমান আর বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ আমার নাকে এসে বিঁধছে।'

জুবাইর মাথা নিচু করে বসে রইল। ওয়াহশির কথার কোনো জবাব দিল না। বেশ খানিকক্ষণ পর সে মাথা তুলল। নির্বিকার গলায় বলল, 'তুমি কি মুহাম্মদের মক্কা আগমনের কথা বোঝাতে চাইছ?'

'হ্যাঁ, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে?'

জুবাইর মাথা নাড়ল। তারপর দূরে দৃষ্টি ফেলে উদাস গলায় বলল, 'এ বিষয়টা বাদ দাও। এসব কথা শুনতে আর ভালো লাগে না।'

BanglaBook.org

'আপনার কি একটুও কষ্ট হয় না, মনিব?'

জুবাইর নিজের বিবর্ণ চেহারাটা ওয়াহশির দিকে ফেরাল। তার চোখে দুশ্চিন্তা আর রাতজাগার ছাপ; 'এখন আর কোনো কিছুতেই আমার কষ্ট হয় না।'

'এ কী করে সম্ভব!' অনেকটা চিৎকার করে উঠল ওয়াহশি।

'ওয়াহশি! আমি যখন কোনো সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারি, তখন আর আমার ভেতর কোনো কষ্ট থাকে না। বরং প্রশান্তিতে ভরে যায় আমার সমগ্র সত্ত্বা।'

'আপনি কী সিদ্ধান্তে স্থির হলেন?'

'যা ঘটবে, তা মেনে নেব। আমরা মুহাম্মদের সঙ্গে একমত হয়ে একটা চুক্তি করেছি। সে ওমরা করতে এখানে আসবে। তিন দিন অবস্থান করবে। নিয়ম অনুযায়ী সব কাজ করবে।'

'একমাত্র যুদ্ধই পারে সব নিয়মকে ভেঙে দিতে।'

'তোমার মতো গোলাম আর ছোটলোকেরা এগুলোই বলবে।' ওয়াহশির দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাল জুবাইর। ওয়াহশির মনে হলো, গোটা পৃথিবীটা ঘুরছে। জুবাইর তার বুকে একটি বিষাক্ত তির বিদ্ধ করে দিয়েছে। এখন কি সে তার পুরোনো মনিবের গলা চেপে ধরবে? তার চোখ উপড়ে দেবে? নাকি তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করবে? নাহ্, এই সমস্ত আহাম্মক উচিত শিক্ষা পাবে, যখন মুহাম্মদ মক্কায় আসবে। যেদিন মুহাম্মদ তাদের রাজত্ব আর নেতৃত্ব খতম করে দেবে, সেদিনই টনক নড়বে। এ দিনটির কথাই নাহিলা বলে গিয়েছিল। ওয়াহশির প্রচুর কান্না পেল।

'এর চেয়ে অপমানের আর কোনো দিন হতে পারে না, মনিব!'

জুবাইর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পুরোনো গোলামের কান্না তার মনটাকে ভারী করে তুলল। সে ওয়াহশিকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, 'কেঁদো না, ওয়াহশি! আমি আসলে ভবিষ্যৎকে ভয় পাই না। যদি মুহাম্মদ ন্যায়ের ওপর থাকে, তাহলে আল্লাহই তাকে বিজয়ী করবেন। আর যদি সে অন্যায়ের ওপর থাকে, তাহলে সে নিজের কবর নিজেই রচনা করবে আর কৃতকর্মের প্রতিদান পেয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হওয়া ভদ্রলোকদের জন্য সাজে না। আমরা তো মৃত্যুকে ভয় করি না। অচিরেই আমরা চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ করব। যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে বীরত্বের পরিচয় দেব। আর যদি চুক্তি বাকি থাকে, তাহলে মুহাম্মদ তার শহরে স্বাধীনভাবে যা খুশি করবে। আমরাও আমাদের শহর নিয়ে একান্ত আমাদের মতো করে ভাবব। আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম আঁকড়ে থাকব। কিন্তু আসল কথা কি ওয়াহশি, যুদ্ধ

কখনোই কোনো সমাধান দেবে না। যুদ্ধ দেবে কেবল রক্ত, ক্ষতি আর দারিদ্র্য। তাই এখন আমাদের থামা উচিত। কয়েক বছর একটু নিশ্চিন্তে থাকা উচিত। দেখবে, এর মধ্যেই যেকোনো একটা ফলাফল বেরিয়ে আসবে।'

'কিছু মনে করবেন না, মনিব! আসলে আমি একদম অপেক্ষা করতে জানি না। ধৈর্য আমার ধাতে সয় না। বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই আমার পছন্দ। ভবিষ্যতের অপেক্ষায় বসে থাকতে ভালো লাগে না। বস্তুত, ভবিষ্যতের অপেক্ষায় যে বসে থাকে, সে বিপদে পড়ে।'

'তোমার কথাও একদিক থেকে ঠিক। কিন্তু এখন এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে আমরা অগ্রসর হব। তুমি বলতে চাচ্ছ, আমরা নিজেদের থেকে একটা ক্ষেত্র তৈরি করে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু এখন সেটা হবে চরম বোকামি।'

'কিন্তু মুহাম্মদের আগমনে বিরাট একটা প্রভাব পড়বে এখানে। সেটা তো আপনিও বুঝতে পারছেন।'

'তা ঠিক। কিন্তু মুহাম্মদের সঙ্গে শত্রুতার আগুনে এখন আর আগের মতো উত্তাপ নেই। যদি থাকত, তাহলে এখন তরবারি আর সৈনিকের অভাব হতো না।'

'আপনারা সে আগুনে আবারও উত্তাপ আনুন।'

'আমরা ক্লান্ত, ওয়াহশি।'

'মানুষ শুধু যোগ্য নেতৃত্ব চায়। আপনারা বিদ্রোহের ঘোষণা দিন। যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করুন। মানুষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আছে। আপনারা শুধু ঝান্ডা উঁচু করবেন। লোকেরা জীবন দিতে পাগলের মতো ছুটে আসবে।'

জুবাইর মুচকি হেসে বলল, 'এগুলো এখন দুঃস্বপ্ন, ওয়াহশি। মানুষ খন্দক যুদ্ধের দুর্দশার কথা এখনো ভুলে যায়নি। ইয়াসরিবের প্রবেশপথে মুহাম্মদ যে পরিখা তৈরি করেছিল, তার সামনে গোটা বাহিনী দিনের পর দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। শীতে তাদের প্রচণ্ড কষ্ট হতো। মুহাম্মদের বাহিনীর চেয়ে তার কৌশলের কাছেই বেশি পরাস্ত ছিল আমাদের সম্মিলিত বাহিনী। সংখ্যায় তো আমরা কম ছিলাম না। ১২ হাজারেরও বেশি। কিন্তু ফিরে এলাম খালি হাতে। তারপরই মুহাম্মদ বনু কুরাইজার পাট চুকিয়ে দিল। ইহুদি নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবকে গাদ্দারির অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। আমরা আমাদের সর্বশক্তি ব্যয় করেছি, ওয়াহশি। প্রতিবারই বলেছি, এটাই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে শেষ অভিযান। কিন্তু তারপরই আমরা আরেকটি যুদ্ধে জড়িয়ে গেছি। কোনো ফলাফল ঘরে তুলতে পারিনি। এখন আশা করি, সুদিন ফিরবে। সিরিয়ার

BanglaBoi.org

ব্যবসায়ও কিছু উন্নতি হবে। কিছুটা নিরাপত্তাও পাব আমরা। কিন্তু কোনো ফায়দা হবে না। কারণ, আমরা অতীতে কথা রাখতে পারিনি। একের পর এক শুধু যুদ্ধই করেছি। বাস্তবতা তাই এখন আমাদের পক্ষে নয়, ওয়াহশি!'

নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো ওয়াহশির। সে একরাশ হতাশা নিয়ে মক্কার মূল সড়কে ফিরে এল। রাস্তা এখনো লোকারণ্য। কারও ভেতর কোনো চাঞ্চল্য নেই। সবাই ভাবলেশহীন। শান্ত। ওয়াহশি একা একাই হেসে উঠল। তারপর নিজেকে সম্বোধন করে বলল, 'নাহিলা ও তার চেতনা বিজয়ী হয়ে যাবে। ওয়াহশি হবে পরাজিত। একটা তুচ্ছ দাসীর কাছে পরাজয় হবে একজন বীরের, যে তার স্বাধীনতা নিজ হাতে ছিনিয়ে এনেছে। সত্যিই কি মুহাম্মদ আসবে? তারপর এক বছর পর আবারও আসবে? দু-তিন বছর পর কি গোটা মক্কা তার ধর্মকে গ্রহণ করে নেবে? তাহলে তো মুহাম্মদের তরবারি খুব শিগগির ওয়াহশির গর্দানের ওপর চড়াও হবে। তারপর চোখের পলকেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ধড় থেকে।'

ব্যথায় ওয়াহশির মাথাটা প্রায় ফেটে যাচ্ছে। শুধু মদ তার কষ্ট কমাতে পারছে না। এখন তার দুঃখ কমানোর অপর অবলম্বনটি গ্রহণ করতে হবে। রুমিয়াই সেই অবলম্বন।

'বহুদিন পর এলে এ দুয়ারে।'

'দুশ্চিন্তা আর দুর্দশা আমাকে বিনোদনের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে, রুমিয়া।'

'তুমি বিনোদনও বোঝো, ওয়াহশি?'

'মুহাম্মদ মক্কায় আসছে। সে এখানে তিন দিন থাকবে।'

কথাটা শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না রুমিয়া। নিরস গলায় সে বলল, 'এটা তো পুরোনো খবর।'

'কুরাইশরা তিন দিনের জন্য শহর ছেড়ে চলে যাবে। এমন একজনের জন্য ছেড়ে যাবে, যে তাদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তাদের বহু রাতের ঘুম হারাম করেছে।'

'এতে আমাদের কী যায়-আসে?'

'সে আমাদের শত্রু, রুমিয়া।'

'আমরা এখন যে অবস্থায় আছি, তার চেয়ে বাজে অবস্থা আর হতে পারে না।'

'ব্যাপারটা তাহলে তুমি মোটেও গায়ে লাগাচ্ছ না?'

'আমি তো ভাবছি আবু কুবাইস পাহাড় বা অন্য কোনো উঁচু টিলায় উঠব। কিংবা কোনো গাছে চড়ে বসব। এই দৃশ্যটা দেখার খুব ইচ্ছে আমার।

BanglaBook.org

আসলে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়, মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা কীভাবে উপাসনা করে। মক্কার সংস্কৃতি দেখতে দেখতে কেমন বিরক্তি ধরে গেছে। এখানকার পরিবেশ বড় বিষাক্ত আর পানসে লাগে আমার কাছে।'

'তোমার কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা শুধু উপভোগের?'

'এটাই স্বাভাবিক।'

'তা অবশ্য ঠিক। তোমার মতো একটা নারীর বিবেক এর চেয়ে বেশি আর কী ভাববে?'

'দেখো, যা-ই ঘটুক না কেন আমার কোনো ক্ষতি নেই।'

'তোমার স্বাধীনতা গোল্লায় যাবে। ব্যবসা লাটে উঠবে।'

'দেহ ব্যবসায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।'

'এখন বলো যে তুমি স্বাধীন থাকতেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ! কীভাবে যে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি এতটা বদলে গেল!'

'এসব জটিল আলাপ রাখো।'

কথা আর এগোল না। কামরাজুড়ে নেমে এল নিস্তব্ধ নীরবতা। খানিক পর ওয়াহশি আনমনা হয়ে ইমরুল কায়েসের দুটি পঙ্ক্তি আওড়াতে লাগল। রুমিয়া তার আবৃত্তির মধ্যখানেই বলে উঠল, 'আচ্ছা, আমরা কি জীবনকে তার গতিতে ছেড়ে দিতে পারি না? ভাগ্য আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারি না?'

'তুমি পারলেও আমি পারি না। জীবনের বড় একটা সময় আমি সুখের পেছনে ছুটেছি। আমি সে পথ থেকে ফিরে আসতে পারব না। হ্যাঁ, আমি যতবার চেষ্টা করেছি, ততবারই ব্যর্থ হয়েছি। এটা আমার দুর্ভাগ্য।'

'তুমি যদি একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতে, তাহলে এ অস্থিরতা কিছুটা হলেও কমত।'

'এটা সম্ভব নয়।'

'আমার মনে হয়, তুমি ভুল পথে হাঁটছ।'

'আমি যেটা বুঝি, সেটাই সঠিক। অন্যরা যতই ভুল বলুক।'

'এ জন্যই তোমার দুর্দশার শেষ নেই।'

'আমি শুধু পান করতে চাই। শুধুই পান করতে চাই। পান করে করে পাকস্থলীটা মদে ভরে ফেলতে চাই। গলা পর্যন্ত পান করতে চাই আমি।'

রুমিয়া আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'তাহলে চলো আমরা ভিন্ন জগতে হারিয়ে যাই।'

BanglaBook.org

'মুহাম্মদের তরবারি আমার গর্দানটা উড়িয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি নারী আর মদ নিয়েই ডুবে থাকতে চাই।'

এক, দুই, তিন–এক এক করে সবগুলো পেয়ালা সাবাড় করে ফেলল ওয়াহশি। ধীরে ধীরে নেশার সাগরে তলিয়ে গেল সে। নেশাজড়ানো কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আমি যদি এ জগতের নিয়ন্ত্রক হতাম, তবে জুবাইর, ইকরামা, আবু সুফিয়ান–এদের সবাইকে ক্রীতদাস হিসেবে সৃষ্টি করতাম।'

কথাটা শেষ করে পাগলের মতো অট্টহাসি দিল সে। তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

BanglaBook.org

একুশ

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি এল। ওয়াহশি একটি উঁচু টিলার ওপর চড়ে বসল। এখান থেকে মক্কার ভেতরের চিত্র দেখা যায়। বিশেষ করে, বাইতুল্লাহর চারপাশটা ভালো করে দেখা যায়। কুরাইশের লোকেরা মক্কা শহর ত্যাগ করে হেরা, আবু কুবাইসসহ আশপাশের টিলাগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাসওয়া নামের উটনিতে চড়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। উটনির লাগাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার হাতে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবয়ব ওয়াহশির চোখের সামনে আসতেই তার পুরোটা সত্ত্বা কেঁপে উঠল। থরথর করে কাঁপছে সে। এই অস্থিরতার মধ্যেও ওয়াহশি মুহাজিরদের আলাদাভাবে চিনতে পারছে। সাত বছর হলো তাঁরা মক্কায় নিজেদের ঘরবাড়ি রেখে ভিন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চারপাশে তাঁর অনুসারীরা জমাটবদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁদের কণ্ঠে তালবিয়ার পবিত্র শব্দমালা ধ্বনিত হচ্ছে : 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ইবনে রাওয়াহা! থামো। বলো, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি বিজয়ী করেছেন তাঁর বান্দাকে। সম্মানিত করেছেন তাঁর বাহিনীকে। আর পরাজিত করেছেন সম্মিলিত জোটকে।'

ওয়াহশির ভেতরে তখন অজানা এক ঝড়, যে ঝড় তার সমস্ত সত্ত্বাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। এ কী স্লোগান শুনছে সে! স্লোগানের আবেশে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তার কাছে মনে হলো, ওয়াহশি বলতে কেউ নেই পৃথিবীতে। কেউ একজন তার পাশে বসে বলছে, 'মুহাম্মদের অনুসারীরা দেখছি আগের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ। কে যেন বলল, তারা ক্ষুধা আর পিপাসায় জর্জরিত। আমার তো মনে হচ্ছে, এসব লোক যে বাহিনীতে থাকবে, সে বাহিনীকে পরাজিত করা অসম্ভব।'

ওয়াহশির কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। সে লোকটির কথার প্রতিবাদ করল, 'এ লজ্জা মুছে যাওয়ার নয়। তোমরা নিজ চোখে তোমাদের লাঞ্ছনা দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমাদের কোনো ভাবান্তর নেই।'

BanglaBook.org

'কিসের লাঞ্ছনার কথা বলছ, ওয়াহশি? তারা তাদের পদ্ধতিতে উপাসনা করছে। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছে। এতে আমাদের লজ্জার কী আছে? বাইতুল্লাহ তো সবার।'

ওয়াহশি লোকটার সঙ্গে তর্কে জড়াল না। তার দৃষ্টি একজন মানুষের ওপর গিয়ে স্থির হয়ে গেছে। এ কী দেখছে সে? সে নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছে না। এ যে বিলাল হাবশি। কাবার সবচেয়ে উঁচু স্থানে আরোহণ করেছে সে। সবাই চুপ হয়ে গেছে। সে উচ্চ স্বরে আজান দিচ্ছে–আল্লাহু আকবার...আল্লাহু আকবার। তার সুমধুর কণ্ঠ সবার হৃদয়-মনে আন্দোলন তুলছে পবিত্র এক আহ্বানের। সবাই নিচু আওয়াজে জবাব দিচ্ছে প্রতিটি উচ্চারণের–আল্লাহু আকবার...আল্লাহু আকবার। কুরাইশের যুবক-বৃদ্ধ সবাই স্তব্ধ হয়ে আজান শুনছে। মক্কার ইথারে ইথারে ছড়িয়ে পড়ছে শাশ্বত সেই আহ্বান। বিলাল আজানে বলল, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' কাবার ওপর তখনো অসংখ্য মূর্তি বিদ্যমান। ওয়াহশি চিৎকার করে উঠল, 'এ যে দেখো বিলাল। তোমাদের নেতা উমাইয়া ইবনে খালাফের খুনি। সে সাক্ষ্য দিচ্ছে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের একাধিক উপাস্য নিয়ে তো সে উপহাস করছে।'

ওয়াহশির এ চিৎকার কারও মধ্যে সামান্যতম কোনো প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করল না। সে আবারও চিৎকার করল, 'চুপ করে আছ কেন তোমরা সবাই?'

এবার এক কুরাইশি তার কথার জবাব দিল, 'তুমি যা বলছ ওসব পুরোনো কথা। নতুন কিছু বলো।'

'হে মৃত সম্প্রদায়! এখনো কি তোমাদের কোনো ভাবান্তর হবে না?'

কুরাইশি লোকটি তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলল, 'চেঁচামেচি বন্ধ করো তো!'

ওয়াহশি নিথর হয়ে আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। আর কোনো কথা সরল না তার মুখে। অপলক চোখে সে মুসলিমদের ইবাদতের দৃশ্য দেখতে লাগল। কী প্রশান্ত চিত্তে তারা ইবাদত করছে! কতটা সংঘবদ্ধভাবে তাওয়াফ করছে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন সবাই মিলে তারা একটিমাত্র দেহ। অদৃশ্য কোনো এক সুতোয় আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে আছে। চেহারায় নিদারুণ তৃপ্তির আভা। আচরণে অবাক করা প্রশান্ত ভাব। বিলালের আজান শেষ হলো। এবার সে অন্য সবার সঙ্গে মিশে গেল। তার চেহারা আর আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওয়াহশির ভেতরে তার একটা ছায়া এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে।

BanglaBook.org

ওয়াহশি আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল, 'হায়, সীমাহীন দুঃখ আমাকে শেষ করে দিয়েছে। দুশ্চিন্তা শুষে নিচ্ছে আমার চেতনা-বোধ। পেরেশানিতে আমি আজ ক্লান্ত-কাহিল। অথচ তুমি বিলাল কত প্রশান্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছ, যেন তুমি একজন নেতা। স্বাধীন হয়েই যেন জন্ম নিয়েছিলে এই ভূপৃষ্ঠে। তুমি নামাজের দিকে আহ্বান করছ। তোমার কথা শুনে সবাই একত্র হচ্ছে। তুমি মুহাম্মদের কাছে যেতে চাচ্ছ। সবাই তোমার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে। মুহাম্মদের একেবারে পাশেই তুমি নামাজ আদায় করছ। সত্যি করে বলো তো বিলাল! তুমি কি খুব সুখী? নাকি আমার অজানা কোনো শিকল এখনো তোমার পায়ে জড়িয়ে আছে? তোমার দুই হাত কি এখন উন্মুক্ত? আমি জানি না বিলাল! এসব কোনো কিছুই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বুঝে আসছে না কোনোভাবেই। না, না, আমি তোমার চেয়ে ভালো আছি। তুমি বলবে, "তুমি আমার চেয়েও ভালো থাকো কীভাবে?" আমি বলব, "আমি আমার স্বাধীনতা নিজ হাতে ছিনিয়ে এনেছি। আমি হামজার ঘাতক। আমি যা করেছি মক্কার অশ্বারোহী আর তিরন্দাজেরাও তা পারেনি। আমিই মুহাম্মদের অন্তর ক্রোধ দিয়ে ভরে দিয়েছি। মুসলিমদের হৃদয়কে কাঁদিয়েছি। এসব কিছুই আমি নিজে করেছি বিলাল! আমার তো সুখী হওয়ারই কথা।"'

পাশের লোকটার কথা ওয়াহশির চিন্তায় ছেদ ফেলল, 'দেখো, ওই যে বিলাল হাবশি। বাইতুল্লাহর সবচেয়ে উঁচু ও সম্মানিত জায়গায় সে চড়েছিল।'

'তোমরা তাকে চড়ার সুযোগ দিয়েছ।' ক্ষোভ নিয়ে উত্তর দিল ওয়াহশি।

'বরং আল্লাহ তাকে উঠিয়েছেন, ওয়াহশি।'

'আল্লাহ কাউকে ওঠান-নামান না। আমাদের নির্বুদ্ধিতা বিলালকে এই পবিত্র স্থানে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে।' অবাধ্য শয়তানের মতো কথাটা বলল ওয়াহশি।

'তোর কপাল পুড়ে ছাই হোক, হতভাগা ওয়াহশি!'

ওয়াহশি লোকটার দিকে ফিরে তাকাল। 'কী বললে তুমি?'

'সৃষ্টিকর্তাই যদি কাউকে ওঠাতে-নামাতে না পারেন, তাহলে কে পারবে?'

'এ যে আমি একজন মুসলিমের কথা শুনছি!'

'তুমি যা খুশি মনে করো। প্রবঞ্চনা আর মূর্খতার কারণে তুমি সাধারণ বিষয়টাও বুঝতে পারছ না। নিজেকে কি তুমি উপাস্য ভাবো? দেখো না মুসলিমরা কী বলছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা। বিলালও আল্লাহর বান্দা। নির্বোধ ওয়াহশি! তারা মুখে যা

BanglaBook.org

বলে, কাজেও তা-ই করে। আমরা শুধু পাগলের মতো তাদের বিরোধিতা করি।'

ওয়াহশি চিৎকার করে উঠল, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এই লোকটা গোপনে মুসলিম হয়ে গেছে।'

অনেকেই তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু কেউই ওয়াহশির এ চিৎকার আমলে নিল না। কেউ একজন বলে উঠল, 'ওয়াহশি, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের দেখতে দাও! অনেক হয়েছে, আর বিরক্ত কোরো না।'

***

চুক্তিমতো মক্কায় মুসলিমরা তিন দিন অবস্থান করবে। এই তিন দিনে ওমরার কার্যাদি সম্পাদনের পাশাপাশি মুহাজিররা সময়-সুযোগমতো মক্কার অলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘুরে ঘুরে দেখে নিজেদের জন্মস্থান আর ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ি। জীবনের বড় একটা অংশ যে ভূমিতে কাটিয়েছে, সে মাটির ঘ্রাণ নিয়ে তারা সুখবোধ করে। আনন্দ আর বিরহের মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাদের অনুভূতিকে আর্দ্র করে তোলে। রাতে তাঁবুতে ফিরে হারানো সে জীবনের নানা স্মৃতিচারণা করে।

এই তিন দিনে মক্কাবাসীর সামনে ইসলামের সুশৃঙ্খল ও সুচারু জীবনব্যবস্থার নমুনা স্পষ্ট হতে লাগল। মুসলিমদের সবার চরিত্রে ইসলামের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কেউ নেশা করে না। হট্টগোল করে না। একসঙ্গে সবাই মিলে নামাজ আদায় করে। আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখে। শক্তিশালীরা দুর্বলকে সাহায্য করে। ধনীরা গরিবদের সহায়তা করে। নবীর অবস্থান তাদের মধ্যে একজন স্নেহশীল পিতার মতো। কুরাইশ ও মক্কার সব মানুষ এ দৃশ্য বিভিন্ন উঁচু স্থান থেকে দেখছিল। তারা দেখছিল, মুসলমানরা কোনো পাপাচার করে না। খাবার নিয়ে বিশৃঙ্খলা করে না। তাদের জীবনে কোনো ফিতনা-ফ্যাসাদ নেই। এ দৃশ্য যেন গোটা মানবতাকে নতুন কিছু শেখাচ্ছে। মানুষকে আসমানের ফেরেশতার কাছেও ঈর্ষণীয় করে তোলার শিক্ষা দিচ্ছে। এ পরিবেশের মধ্যেও ওয়াহশি ছন্নছাড়া। তার দুই চোখে বিদ্বেষ। বুকভরা জিঘাংসা। কথাবার্তায় ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ। কুরাইশদের সে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করে সবার মধ্যে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু

BanglaBook.org

কুরাইশরা তাকে কোনো পাত্তা দিচ্ছে না। ওয়াহশি দেখল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ তার কাছেই আরেকটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে খালিদের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ জানাল। সম্ভাষণের জবাব দিলেন খালিদ, কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকালেন না।

'হে বনু মাখজুমের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী! হে উহুদের বিজয়ের নায়ক! আজকের এই দিন ভোলার মতো নয়। পরবর্তী প্রজন্ম এ দিনকে লজ্জা ও অপমান দিবস হিসেবে স্মরণ করবে।'

খালিদ ওয়াহশির দিকে ফিরে তাকালেন। মুখে কিছু না বলে অগ্নিঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কেবল। ওয়াহশি অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আমি জানি, আজকের এ দৃশ্য আপনাকে ব্যথিত করছে।'

খালিদের চোখ থেকে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি গুনগুন করে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন, 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক।'

ওয়াহশি হো হো করে হেসে উঠল। 'আপনি কি মুসলিমদের কালিমা নিয়ে উপহাস করছেন? এখন শুধু উপহাস যথেষ্ট নয়। আপনি তলোয়ার খাপমুক্ত করুন। তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।'

খালিদ তার কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি আপনমনে আওড়াতে লাগলেন, 'এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি বিজয়ী করেছেন তাঁর বান্দাকে। সম্মানিত করেছেন তাঁর বাহিনীকে। পরাজিত করেছেন সম্মিলিত জোটকে।'

ওয়াহশির ভেতর এবার ও ভয় সন্দেহ–উভয়টাই জেগে উঠল। তাজ্জব স্বরে সে বলল, 'খালিদ! এসব কী হচ্ছে?'

খালিদ তার দিকে ফিরে তাকালেন। 'ছোটলোকের দাস! আল্লাহ সম্বন্ধে কী জানিস তুই?'

'ওসব জেনে আমার কাজ নেই। আমি শুধু জানি আমাদের ওপর বিপদ আসছে আর আমাদের নেতারা ভয়ে কাবু হয়ে যাচ্ছে।'

খালিদের মাথায় রাগ চড়ে গেল। তিনি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে তুই কী জানিস?'

ওয়াহশির গলা শুকিয়ে গেল। তার মনে হলো, এখনই খালিদ তার ওপর আক্রমণ করবেন। সে কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বলল, 'তিনি একজন ভালো মানুষ। উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমানতদার।'

'এমন একজন ব্যক্তি কি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলতে পারেন?'

BanglaBook.org

ওয়াহশি ভয়ে ভয়ে বলল, 'ব্যাপারটা আমি এভাবে কখনো ভাবিনি। শুধু ব্যক্তি মুহাম্মদকে নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। আমি ভেবেছি বড় ব্যাপার নিয়ে। সেটা হলো তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধান, যা দিয়ে তিনি আমাদের সমাজব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিতে চান।'

'তোরা সব সময় মিথ্যা বলিস। শব্দের মারপ্যাঁচ দিয়ে সত্য গোপন করিস।'

ওয়াহশি এবার খালিদের দিকে প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। 'তাহলে কেন আপনি সারাটা জীবন তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি চালালেন?'

'এ প্রশ্ন এখনো আমি নিজেকে করিনি। আমি এর এমন একটা জবাব খুঁজছি, যা আমাকে তুষ্ট করবে। আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করবে। এখন তুই আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ। অন্যথায় তোকে আমি ওই খাদে ফেলে দেব।'

***

মুসলিমদের মক্কায় অবস্থানের তিন দিন ফুরিয়ে এল। ইয়াসরিবের দিকে তারা যাত্রা শুরু করল। কুরাইশের নারী-শিশুরা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে বিদায়ী কাফেলার পথপানে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। কাফেলার সম্মুখে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনি কাসওয়ায় সাওয়ার হয়ে আছেন। চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছে মুহুর্মুহু স্লোগান, 'এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি বিজয়ী করেছেন তাঁর বান্দাকে। সম্মানিত করেছেন তাঁর বাহিনীকে। পরাজিত করেছেন সম্মিলিত জোটকে।'

মক্কা নগরীজুড়ে থমথমে নীরবতা। কুরাইশরা পাহাড় ও টিলা থেকে নেমে চুপচাপ যার যার বাড়িতে চলে যাচ্ছে। চেহারায় তাদের বেদনার কালো রেখা। কারও কারও চোখে জল। টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে কপোল বেয়ে। এ দৃশ্য দেখে ওয়াহশি একা একা বিড়বিড় করে বলল, 'এমন দিন আর না আসুক জীবনে।'

রুমিয়ার কাছে ছুটে গেল সে। এ পরিস্থিতিতে তাকে একমাত্র রুমিয়াই শান্ত করতে পারবে। বিবর্ণ, বিধ্বস্ত চেহারায় রুমিয়া দাঁড়িয়ে ছিল তার ঘরের সদর দরজায়। ওয়াহশি এসে বলল, 'রুমিয়া, এসো।'

'কোথায়?'

BanglaBook.org

'কোথায় আবার? এসো মদ পান করি। সেই সঙ্গে তোমাকেও। মদ ও তুমি–এ দুই জিনিসই আমাকে কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া থেকে খানিক সময়ের জন্য রেহাই দিতে পারে।'

'আমি আর ওসবে নেই, ওয়াহশি। মদ ও আমার দেহ–কোনো কিছুই আর পাবে না এখানে।'

'মানে?'

'মদের পাত্রগুলো ভেঙে ফেলেছি। দেহ ব্যবসার বিছানাও পুড়িয়ে দিয়েছি আগুনে।'

'রুমিয়া, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

'আমার কাছ থেকে চলে যাও।'

'তুমি ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই, রুমিয়া।'

'আমি এই আজাবে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।'

'আমিও।'

'কপটতা কোরো না।'

'আমি এই পাপের সাগর থেকে নিজেকে ধুয়েমুছে পবিত্র করতে চাই।'

'দুই টাকা দরের পতিতার মুখে পাপের অনুশোচনা! রাখ তোর পাপবোধ!' চিৎকার করে গালিটা ছুড়ল ওয়াহশি। তার কালো চেহারাটা রাগের কারণে আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে।

রুমিয়াও রেগে গেল। কিন্তু রাগ সামলে শান্তভাবে সে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। আমিও ইচ্ছে করলে একইভাবে তোমাকে প্রত্যুত্তর দিতে পারি।'

ওয়াহশি ধাক্কা দিয়ে রুমিয়াকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিল। 'আমি এখন তোকে যেকোনো কিছুতে বাধ্য করতে পারি। চাইলে আমার এ দুই পা দিয়ে পিষ্ট করতে পারি।'

'তুমি পারবে না।'

ওয়াহশির মাথায় চূড়ান্ত রাগ চড়ে বসল। নাহিলার কথা মনে পড়ে গেল তার। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। সময় সবকিছুকে নষ্ট করে ফেলেছে। এখন সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উল্টে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। সে রুমিয়াকে সজোরে চেপে ধরে বলল, 'ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিস বুঝি?'

রুমিয়া তিক্ত হাসি দিল। 'নাহিলার সঙ্গে যা করেছ, আমার সঙ্গে তা করার কোনো সুযোগ তুমি পাচ্ছ না।'

BanglaBook.org

'মানে? কী বলতে চাচ্ছিস তুই?'

'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও বলছি। আমার ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট কোরো না। তুমি যদি আমাকে বাধ্য করো, তাহলে আমরা কেউ সুখী হব না। বুঝতে চেষ্টা করো ওয়াহশি! আজ রাতটা থাকুক। আগামীকাল রাতে আবারও সাক্ষাৎ হবে আমাদের।'

'কীভাবে ধৈর্য ধরব? তুমি জানো আমার ধৈর্যশক্তি নেই।' কিছুটা স্থির হলো ওয়াহশি।

'দাসত্বের চাবুক খেয়ে যেমন বহু বছর ধৈর্য ধরেছিলে, তেমনই চেষ্টা করো।'

'হায়, সেই রাতগুলো কত দুঃসহ, যাতনার ছিল!'

দুজনই নীরব হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর ওয়াহশি বলল, 'রুমিয়া! আমি মদ আর নারী চাই না। আমি এমন একজন মানুষ চাই, যে আমার পাশে এসে বসবে। আমি তার সঙ্গে নিজের কষ্টগুলো ভাগাভাগি করে নেব। আমি তো ডুবন্ত একজন মানুষ।'

'সত্যিই অভাগা তুমি, ওয়াহশি! সবার মতো তুমিও ভাবো, জীবন মানেই হলো পানাহার আর জৈবিক চাহিদা মেটানো।'

রুমিয়ার এ অবস্থা দেখে ওয়াহশি পরবর্তী রাতের আশায় ফিরে গেল তার কাছ থেকে।

***

পরের রাতে ওয়াহশি আবারও এল। দরজায় কড়া নাড়ল। মনে হলো, বাড়িতে কেউ নেই। ভেতরটা কেমন বিরান লাগছে। একজন বৃদ্ধা নারী কুঁজো হয়ে লাঠি ভর দিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, 'অন্য কোথাও যাও।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'সে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।'

ওয়াহশির পা-জোড়া যেন ভেঙে আসতে লাগল। সে দরজার সামনেই বসে পড়ল। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এল তার চোখ দিয়ে। টপটপ করে পড়তে লাগল কুচকুচে কালো কপোল বেয়ে।

BanglaBook.org

বাইশ

কুরাইশের সেনাপতি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান খালিদ ইবনে ওয়ালিদ অস্থির চিত্তে রাত-দিন অতিবাহিত করছেন। সিদ্ধান্তহীনতা আর পেরেশানিতে তাঁর রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। মক্কায় বিগত কয়েক দিনে যা ঘটেছে, তা তাঁর চিন্তার জগৎকে এলোমেলো করে দিয়েছে। ইয়াসরিবের মানুষজন আর তাদের সফলতা নিয়ে কখনো ভাবছেন তিনি। কখনো গভীর মনোনিবেশে সূক্ষ্ম নজর রাখছেন চারপাশের পরিবেশের প্রতি। কখনো-বা মনে পড়ছে অতীত স্মৃতি। মনে পড়ছে উহুদের দিনের কথা। সেদিন কুরাইশের কপালে নিশ্চিত পরাজয় ছিল। কিন্তু খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলিম তিরন্দাজ বাহিনীকে পরাস্ত করে কুরাইশদের রণাঙ্গনে ফিরিয়ে এনেছেন। তাদের নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করেছেন। বিজয় এনে দিয়েছেন। কুরাইশরা তাই তাঁকে গভীর সম্মানের চোখে দেখে। তাঁর মর্যাদা তাদের কাছে অপরিসীম। খন্দক যুদ্ধের কথাও মনে পড়ছে তাঁর। মনে পড়ছে বিগত বছর নবী মুহাম্মদ ও কুরাইশের মধ্যে সংঘটিত হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা। সেদিন তাঁর নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিম বাহিনীর আশপাশে চক্কর দিচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, নবী মুহাম্মদ যেন বাইতুল্লাহ জিয়ারত করতে না পারেন। মুহাম্মদ সেদিন হজ করতে এসেছিলেন। যুদ্ধ করতে নয়। তাই কুরাইশরা তাঁর মক্কা প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

খালিদ নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, 'কেন আমি নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছি? আমি তো কোনো আদর্শের জন্য লড়াই করিনি। যুদ্ধের দামামা আর বীরত্বের নেশা আমাকে লড়াইয়ে তাড়িত করেছে। শুধু মনের শখে আর ব্যবসা রক্ষার জন্যই লড়াই করেছি। কোনো আদর্শকে রক্ষার জন্য আমি অস্ত্র ধরিনি। কুরাইশদের তো কোনো পরিপূর্ণ ধর্মই নেই। আত্মমর্যাদা নামের একটা অহমিকাই আছে কেবল, যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। নেই মানবতার কোনো সম্পর্ক। আমি এত দিন মক্কার নির্বোধ লোকগুলোর সঙ্গে মিলে সে অহমিকার পেছনেই ছুটেছি। অথচ তাদের কথাগুলোতে কোনো নীতিবোধ নেই। কোনো সীমা বা সীমাবদ্ধতা নেই। নেই কোনো স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ অর্থও। গত কয়েক দিনে মুসলিমরা মক্কা পরিভ্রমণের সময় যে

BanglaBook.org

কথাগুলো উচ্চারণ করল, তার সঙ্গে এর তফাত আমার কাছে স্পষ্ট। মুসলিম বাহিনী তো সংঘবদ্ধ একটা দেহের মতো। তাদের সবার কালিমা এক। সুস্পষ্ট। যা তাদের একটি আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য তারা দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করে। একটা আত্মিক প্রশান্তি নিয়ে বেঁচে থাকে। তাদের গোটা এলাকায় হয়তো এমনই পরিবেশ বিরাজ করে। তাদের ইবাদতের নয়নাভিরাম দৃশ্য আমার ভেতরে এক উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। আমরা কুরাইশরা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চোখে সে চিত্র কেবল দেখেই গেছি। হয়তো আমরা এমন একটি আদর্শেরই স্বপ্ন দেখতাম। সত্যিই আমি তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার বীরত্ব আর অর্জিত বিজয়গুলোকেও নিজের কাছে খুব তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। আমি দেখছিলাম, মুহাম্মদ কথা বলছেন। হায়! আমি যদি আরও আগেই তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করতাম। আমি তো আবু সুফিয়ানের কথাও শুনেছি। তার কথায় শুধু ঘৃণা, হিংসা, জিঘাংসা। আল্লাহু আকবার আর উলু হুবল–এ দুই স্লোগানের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাত! ফেলে আসা অতীতের জন্য আমার খুব লজ্জা আর অনুশোচনা হচ্ছে আজ।'

খালিদ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর ভেতরে উত্তাল এক ঝড় বইতে শুরু করল। হৃদয়ে আন্দোলিত হতে লাগল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। তাঁর আত্মা এখন আর কোনো বাধা মানতে চাচ্ছে না। কাউকে পরোয়া করতে চাচ্ছে না। মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। আবহাওয়া প্রচণ্ড উত্তপ্ত। কিন্তু মক্কার মানুষের জীবনযাত্রায় কেমন অদ্ভুত শীতলতা। কোনো উত্তাপ নেই। কোনো হট্টগোল নেই। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যেন আশপাশের টিলাগুলোও কেমন নিথর হয়ে আছে। মক্কার মানুষ বাস্তবতা জানে। কিন্তু ভয়ে তারা মুখ খোলে না। তাদের চালচলনে মনে হয় তারা বেশ শান্ত। কিন্তু তাদের ভেতরে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে খালিদ সম্যক অবগত। মক্কার এসব মানুষ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আবারও নতুন করে যুদ্ধে জড়াবে, এটা বিশ্বাস করেন না খালিদ। তিনি নিজে একজন সেনাপতি। মানুষের চোখের ভাষা তিনি ভালোভাবেই পড়তে জানেন। তাদের আচরণ দেখেই তিনি নির্ণয় করতে পারেন তারা কী করতে ইচ্ছুক।

BanglaBook.org

তাহলে নবী মুহাম্মদ বিজয়ী হচ্ছেন–এটাই নিশ্চিত! হ্যাঁ, এখন হয়তো তিনি হিজরত করে মদিনায় অবস্থান করছেন, মক্কার শাসনভার যদিও এখনো কুরাইশদের হাতে আছে, কিন্তু মানুষ তাদের প্রতি প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে আছে। গত

কয়েক দিন তারা টিলার ওপর থেকে যে আধ্যাত্মিক চিত্র দেখেছে এবং মুসলিমদের লাব্বাইক ধ্বনি তাদের যেভাবে আন্দোলিত করেছে, তাতে নবী মুহাম্মদকে আলাদাভাবে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করতে হবে না। এমনিতেই মক্কার মানুষ একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে। তারা স্বেচ্ছায়ই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। ইয়াসরিবের লোকেরা যেমনটি পূর্বে করেছিল। তারপরও যদি কুরাইশ নেতারা তাদের আত্মপ্রবঞ্চনার জগতেই বাস করতে থাকে, তাহলে বাস্তবতার ছোবলে একদিন ঠিকই তাদের হুঁশ ফিরবে। সেদিন দেখবে সাধারণ মানুষ আর তাদের সঙ্গে নেই। তারা তখন নিজেরাই লজ্জাবোধ করবে। অথচ এখনো তাদের পাশে মানুষের ভিড় তাদেরকে প্রবঞ্চনার জগতে ডুবিয়ে রেখেছে।

খালিদ রাস্তায় এসে দেখলেন ওয়াহশি ইবনুল হারব মাতাল হয়ে পড়ে আছে। সে পাগলের মতো অট্টহাসি দিচ্ছে আর বলছে, 'খবর শুনেছ? পাপাচারী নারী রুমিয়া মুহাম্মদের প্রতি ঈমান এনেছে। সে মুসলিম হয়ে গেছে। মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিব চলে গেছে। আমাকে ভাসিয়ে গেছে দুঃখের সাগরে।'

ওয়াহশির পাশে কিছু লোক জমায়েত হয়েছে। তারা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। তাদের একজন ঠাট্টা করে বলল, 'সে মুহাম্মদের প্রেমে পড়েছে। তাই তার কাছে চলে গেছে।'

ওয়াহশি লোকটার দিকে এমনভাবে ফিরে তাকাল, দেখে মনে হলো. সে কোনো নেশা করেনি। সে প্রতিবাদের সুরে বলল, 'সে পাপাচারী নারী।'

'ঈমান পূর্বের সব পাপ মোচন করে দেয়, ওয়াহশি! পেছনের সব পাপকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে নেয়।'

'না না। তার পাপ কখনোই মুছন হবে না। মুহাম্মদ তাকে দেখলেই এক শটি চাবুক লাগাবে। বরং হাজার হাজার চাবুক লাগাবে।'

ওয়াহশি এবার কাঁদতে লাগল। আর বিলাপের মতো করে বলতে শুরু করল, 'আমি তাকে বলেছিলাম, রুমিয়া! তুমি নাহিলার মতো আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না। আমার পাশে একটু থেকো. রুমিয়া! আমি বড় দুঃখী মানুষ। তুমি আমার সান্ত্বনা। আমার সব রোগের দাওয়াই তুমি।'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'এই পাপাচারী শয়তান!'

'এই মক্কায় আমার বন্ধু বলতে ছিল শুধু রুমিয়া আর আমার বর্শাটি।'

'তুমি এখন বর্শা নিয়েই থাকো।'

'না। আমার বর্শা শুধু আমার শত্রুদের হত্যা করতে পারে। কিন্তু সে আমার দুঃখ আর কষ্টগুলোকে হত্যা করতে ব্যর্থ। আমি শক্তিশালী, সক্ষম।

BanglaBook.org

কিন্তু দুঃখী। একমাত্র কষ্ট আমাকে পরাস্ত করেছে। হায়, দুঃখ যদি একজন ব্যক্তি হতো, তাহলে আমি হামজার মতো তাকেও হত্যা করে ফেলতাম। এই যে হামজা। আমি নিজে তাকে দেখতে পাচ্ছি। আপনারা তাকে হাসি থামাতে বলুন। আমি তার হাসিকে ঘৃণা করি। আমার চারপাশ থেকে কারা যেন তরবারি নিয়ে ধেয়ে আসছে। আপনারা আমার চোখের সামনে থেকে হামজার চেহারাটা সরিয়ে দিন। এই আহাম্মকের দল! তোরা হাসছিস কেন? হায়! কেউ যদি আমাকে রক্ষা করতে আসত!' এ কথা বলে সে উঠে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করল। টলমল পায়ে দৌড়ানোর চেষ্টা করছে, এখানে-ওখানে টক্কর খাচ্ছে, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না, শরীরের শক্তি ফুরিয়ে এল। আহত কুকুরের মতো সে হাঁপাতে লাগল।

তাকে নিয়ে যারা তামাশা করছিল, হঠাৎ তারা খালিদের বজ্রকণ্ঠ শুনতে পেল, 'সবাই এদিকে এসো। এসো এদিকে।'

সবাই তাঁর কাছে দৌড়ে গেল। খানিক দূরে ওয়াহশি রাস্তার ওপর পড়ে রইল। সবাই নীরবে খালিদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। খালিদ গম্ভীর। চেহারায় বিদ্রোহের ছাপ। দৃঢ় কণ্ঠে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে বললেন, 'বিবেকবান প্রত্যেক মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট যে মুহাম্মদ জাদুকর নন। কবিও নন। তাঁর কথাগুলো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কথা। তাই প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের উচিত তাঁকে অনুসরণ করা।'

ইকরামা ইবনে আবু জাহেল খালিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খালিদের ডাকে মক্কার আরও কয়েকজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে সেও ভিড় জমিয়েছিল। খালিদের কথা শুনে সে এগিয়ে গেল, 'তুমিও ধর্মত্যাগী হলে, খালিদ!'

'ধর্মত্যাগী হইনি। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, ইকরামা!'

'আল্লাহর কসম! গোটা কুরাইশ এ কথা বললেও তুমি বলতে পারো না।'

'কেন?'

'কারণ, মুহাম্মদ তোমার পিতার সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। তোমার চাচা ও চাচাতো ভাইকে বদরে হত্যা করেছে। আল্লাহর কসম! আমি তো কখনোই তোমার মতো ইসলাম গ্রহণ করব না। তুমি যা বলেছ, তা মুখেও আনব না।'

'এগুলো জাহিলিয়াতের মানসিকতা আর বিবেচনা। কিন্তু আমার কাছে এখন সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি।'

মাতাল ওয়াহশি দূর থেকে খালিদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল। নিজের কানকে বিশ্বাস করাতে পারছিল না সে। কয়েকবার মাথা ঝাঁকুনি দিল। চোখ

BanglaBoi.org

দুটো ভালোভাবে খুলল। তারপর চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে মানুষের ভিড়ে জমায়েত হলো। 'খালিদ কী বলছেন?'

'ইবনে ওয়ালিদ মুসলিম হয়ে গেছেন। তিনি মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করবেন।'

'নাহিলা আর রুমিয়া যা করেছে, তিনি তা-ই করলেন। তিনি যদি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তোমরা তাঁকে হত্যা করে ফেলো।'

কথাটা শুনে একজন মক্কাবাসী ওয়াহশিকে সজোরে লাথি দিল। 'তোর কপাল পুড়ুক পাপাচারী গোলাম কোথাকার! তোর মতামত কে শুনতে চেয়েছে? তুই মতামত দেওয়ার কে?'

'আমি কে মানে? আমি হামজার ঘাতক।'

'এটা তোর কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটা তোর অপরাধ আর লাঞ্ছনা। সারা জীবন তোকে এর মাশুল দিতে হবে।'

'আমার অপরাধ! লাঞ্ছনা!'

শোরগোল বেধে গেল রীতিমতো। শুরু হলো তর্ক-বিতর্ক। খালিদ দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে লাগলেন। এর মধ্যেই আবু সুফিয়ানের দূত এসে হাজির। আবু সুফিয়ান খালিদকে জরুরি তলব পাঠিয়েছে। খালিদ তাঁর পাশে জড়ো হওয়া লোকজনকে নিয়ে মক্কার সবচেয়ে বড় নেতা আবু সুফিয়ানের বাড়ির দিকে চললেন। আবু সুফিয়ান অস্থির চিত্তে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। খালিদ এলে তাঁর চোখে চোখ রেখে সে বলল, 'তোমার ব্যাপারে যা শুনলাম তা কি সত্য?'

'হ্যাঁ।'

আবু সুফিয়ান রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। 'লাত উজ্জার কসম! আমি যদি আগে জানতাম, তাহলে মুহাম্মদের আগে তোমার গর্দান ওড়াতাম।'

'আপনি যা খুশি করেন না কেন, সত্য সত্যই।'

আবু সুফিয়ান খালিদের দিকে তেড়ে গেল। ইকরামা এগিয়ে এসে তাকে বাধা দিল। 'আবু সুফিয়ান! থামুন। আমিও আপনার মতো শঙ্কিত। খালিদ যা বলছে, সে কথা মক্কার সব মানুষ বলতে পারে। তারা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে ফেলতে পারে। আপনি হয়তো খালিদকে হত্যা করতে পারবেন। কিন্তু তাতে ফলাফল ভালো হবে না। কুরাইশের সবাই তার পথ ধরবে। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার ভয় হয়, গোটা মক্কাবাসী না আবার নিজেদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলে।'

BanglaBook.org

আবু সুফিয়ান ফিরে গেল। সে দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তার মনে হলো, গোটা বাড়ি তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। অস্থিরতায় রাতে আর ঘুমাতে পারে না সে। অথচ মুহাম্মদ এখন ইয়াসরিবে নিশ্চিন্তে বসে আছেন। তিনি কোরআন পাঠ করছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন। বিভিন্ন নিয়মকানুন প্রণয়ন করছেন। বনু হাশেমের জন্য তিনি রাজত্ব গড়ে দিচ্ছেন। ইয়াসরিবে বসে তিনি মক্কা বিজয়ের ছক আঁকছেন। দিন দিন শক্তি জোগাচ্ছেন। অথচ মক্কায় এখন শুধু বিবাদ, বিদ্রোহ, সংঘাত। পরাজয়ের শঙ্কায় আবু সুফিয়ানের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ইকরামাও মন ভারী করে বাড়িতে ফিরে গেল। খালিদকে সে ফেরাতে পারল না। মক্কার পরিবেশ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এসব কিছু দেখেও সে তার ধর্মের ওপর অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিল। বিশ্বাসের দৃঢ়তা থেকে নয়, নিতান্ত অহমিকার বশবর্তী হয়ে।

ওয়াহশি রাস্তার পাশে শুয়ে জ্বরাক্রান্ত মানুষের মতো বিড়বিড় করতে লাগল, 'নাহিলা মুসলিম হয়ে গেল। তারপর রুমিয়াও। এখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদও সে পথে ছুটল। হে ইবনে ওয়ালিদ! ইয়াসরিবে পৌঁছে নাহিলা আর রুমিয়াকে আমার সালাম বোলো। আর জিজ্ঞেস কোরো, তারা কেন আমাকে একা রেখে চলে গেল। আমি কত কষ্টে আছি। প্রতিনিয়ত তাদের অভিশাপ দিচ্ছি।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল ওয়াহশি।

BanglaBook.org

তেইশ

ওয়াহশি ইকরামার কাছে দৌড়ে এল। ইকরামা ও ওয়াহশির মধ্যে সখ্য গড়ে উঠেছে। এখন ইকরামা ছাড়া ওয়াহশি কিছুই বোঝে না। তার সঙ্গেই সে ওঠাবসা করে। তার পেছনে পেছনে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ওয়াহশির প্রতি মানুষের ঘৃণা আরও বেড়ে গেছে। তারা এখন তাকে দেখলেই উপহাস করে। মদ খেয়ে মাতলামি করলে হাসাহাসি করে। ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। তারা সবচেয়ে বেশি মজা পায়, যখন সে হামজার মুখ কল্পনা করে আর পালিয়ে বেড়ায়। ইকরামার সঙ্গে ওয়াহশির ঘনিষ্ঠতা শুধু একটি কারণে। সেটা হলো, নবী মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতা। আর তিনি তাদের উভয়ের রক্তকেই মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন।

ইকরামার কাছে আজ ওয়াহশি একটি সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। তার চেহারায় তাই আনন্দের ছাপ। সে নানান গোপন খবর ইকরামার কানে পৌঁছে দেয় সব সময়। ওয়াহশি চিৎকার করে বলল, 'বড় একটা সুসংবাদ আছে।'

'আমাদের তরবারি অলস হয়ে গেছে। এখন শুধু আমরা মুখের কথায় সন্তুষ্ট থাকছি, ওয়াহশি!'

'আমি উট-বকরি চড়াচ্ছিলাম। দেখলাম, ইয়াসরিবের দিক থেকে একটা কাফেলা আসছে। তারা বলাবলি করছিল, তোমরা নিশ্চয় জানো যে মুহাম্মদ সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। চিন্তা করে দেখো তো একবার। তিন হাজার মুসলিম মুতায় গিয়েছে এক লাখ রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এটা কি বিবেক মানতে চায়?'

ইকরামার চেহারায় গুরুত্বের ছাপ ফুটে উঠল। সে বলল, 'বিস্ময়কর সংবাদ বটে। তারপর কী হলো?'

'রোমানরা সেনাপতি জায়েদ ইবনে হারেসাকে হত্যা করে ফেলেছে। তারপরের সেনাপতি জাফর ইবনে আবু তালিবও নিহত হয়েছে। তারপরের সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও নিহত হয়েছে।'

ইকরামা সোজা হয়ে বসল। 'আর কে কে নিহত হলো?'

'হায়, যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত!'

'কী হলো তারপর?'

BanglaBook.org

'বাকি মুসলিমদের রক্ষা করা হয়েছে। তারা ইয়াসরিবে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। ইয়াসরিববাসী তাদের মুখে মাটি ছিটাচ্ছে। তাদের পলাতক বলে সম্বোধন করছে।'

ইকরামার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'চরম একটা চপেটাঘাত হয়েছে। মুহাম্মদ ভেবেছিল, সে গোটা আরবকে পরাজিত করার শক্তি রাখে।'

তাদের কথার মধ্যে বনু বকরের এক লোক এল। বনু বকর হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরাইশের মিত্রপক্ষ। লোকটি বলল, 'কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছ যে আরবের অনেক গোত্র ইয়াসরিবে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুহাম্মদ তাদের এলাকায় নিজের বিধান বাস্তবায়ন করেছে। বিস্তৃত করেছে তার সাম্রাজ্য।'

ওয়াহশি বলল, 'এ জন্যই আমি বলছি, এটাই মুহাম্মদকে আক্রমণ করার সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ। এটা হাতছাড়া হলে কোনো দিন আর এমন সুযোগ আসবে না।'

ইকরামা বনু বকরের লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, 'এটা তোমাদের জন্যও খুজায়া গোত্রকে আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগে তোমরা তোমাদের পুরোনো প্রতিশোধ নিয়ে নাও।'

বনু খুজায়া হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মুসলিমদের মিত্র। আর বনু বকর কুরাইশদের। বনু বকর আর বনু খুজায়ার মধ্যে পুরোনো শত্রুতা। তাই এই সন্ধিতে তারা বিপরীত দিকে অবস্থান করছে। ইকরামা একটা ঢোঁক গিলে আবার বলতে শুরু করল, 'মুহাম্মদ এবার তার মিত্র খুজায়াকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ, সে এখন বিধ্বস্ত। রোমানদের কাছে পরাজিত। দেখবে, এখন তার মিত্ররা তাকে বর্জন করবে। তার সঙ্গে কেউ চুক্তি করতে আশ্বস্ত হবে না।'

'কিন্তু এ জন্য তো অস্ত্র আর অর্থের প্রয়োজন।' বনু বকরের লোকটি বলল।

ইকরামা তাকে আশ্বস্ত করল। 'তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন সব আমরা সরবরাহ করব।'

মুতার যুদ্ধের সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল। মুসলিমদের শত্রুরা উল্লসিত হয়ে উঠল। গোপন মুসলিমরা ব্যথিত হলো। কিন্তু আবু সুফিয়ান ভাবছিল ভিন্ন কিছু। সে ইকরামাসহ মক্কার অন্য যুবকদের বলল, 'মুতার রণাঙ্গন থেকে খালিদের বাহিনী নিয়ে অক্ষত ফিরে আসাটা কিন্তু বিরাট মেধার পরিচয়। এটা একরকম বিজয়ই, যা তোমরা বুঝতে পারছ না। মুসলিমরা ফিরে আসার পর কী হয়েছে জানো? আরবের দক্ষিণ অঞ্চল ও সিরিয়ার উত্তর অঞ্চলের অনেক

BanglaBook.org

গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এদের অধিকাংশই মুহাম্মদের সঙ্গে চুক্তি করেছে, আর রোমানদের সঙ্গে শত্রুতার ঘোষণা দিয়েছে। মুহাম্মদের জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? তোমরা কি ভাবছ যে সে রোমান সাম্রাজ্য দখল করতে গিয়েছিল? আমার তেমনটা মনে হয় না।'

মক্কার যুবসমাজ আবু সুফিয়ানের ওপর চটে গেল। তাকে ভীরু, কাপুরুষ বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। তাদের অভিমত, মুহাম্মদ ও তাঁর বাহিনী এখন দুর্বল অবস্থায় আছে। এটাই মুসলিম ও তাদের মিত্রদের ওপর আক্রমণের মোক্ষম সুযোগ। মক্কার যুবকদের উত্তেজনার সামনে আবু সুফিয়ানের বিদগ্ধ মতামত টিকল না। সে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে এল। স্ত্রী হিন্দা বলল, 'কী লজ্জার কথা! আপনাকে দেখছি প্রয়োজনের চেয়ে একটু অতিরিক্ত ঘাবড়ে যাচ্ছেন; আপনার ধারণার চেয়ে মুসলিমরা দুর্বল। তাদের যদি সামান্য বিবেক থাকত, তাহলে তারা রোমানদের সঙ্গে শত্রুতা করত না।'

'মুসলিমরা তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। বরং তার চেয়ে বড় ফলাফল পেয়েছে। মুহাম্মদ সবকিছুকে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করে, যা তোমরা বোঝো না। এমন লোকের সঙ্গে আমরা কীভাবে লড়াই করতে যাব, যে রোম সম্রাটের প্রতিপক্ষ। যার সৈনিকেরা মৃত্যুর জন্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে লড়ে।'

'আমাদের আর কিসের ভয়? মুহাম্মদ তো আমাদের রক্ত অশোধযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। পরিণাম যদি মৃত্যুই হয়, তবে আমরা যুদ্ধের ময়দানেই মরব। এমন ভয় করে চললে মুহাম্মদের বিজয় নিশ্চিত। সে অনায়াসেই আমাদের গিলে ফেলবে।'

'দু-একজনের রক্ত অশোধযোগ্য করার কারণে আমরা গোটা মক্কার নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারি না।'

'তার মানে আপনি এ বিষয়টি নিয়ে একটুও ভাবছেন না?'

'আমি সেটা বলছি না, হিন্দা! বিষয়গুলো আমাকে সত্যিই ভাবনায় ফেলছে। মুহাম্মদ ধীরে ধীরে বড় শত্রু হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক তার নেতৃত্বে মুসলিম হচ্ছে। এখন তার ব্যাপারে কোনো কিছু করতে হলে ভেবেচিন্তে করতে হবে। কিন্তু কুরাইশের যুবকেরা স্বেচ্ছায় বিপদ টেনে আনছে।'

'শুধু এতটুকু কারণে আপনি মুসলিমদের ভয়ে কাবু হয়ে যাচ্ছেন? এই আপনিই তো তাদের উহুদের দিন পরাজয় আর অপমানের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিলেন।'

BanglaBook.org

আবু সুফিয়ান মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'রাখো তো ওসব পুরোনো কথা। উহুদের পরাজয় মুহাম্মদের শক্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চেয়ে সে তাতে বেশি উপকৃত হয়েছে। বিষয়টা এখন সব জ্ঞানী মানুষই বোঝে।'

আবু সুফিয়ানের দরজায় এমন সময় কেউ কড়া নাড়ল। একজন লোক চিৎকার করতে করতে বলছে, 'আবু সুফিয়ান! আবু সুফিয়ান! সন্ধি রক্ষা করো। সন্ধি রক্ষা করো।'

আবু সুফিয়ান দ্রুত উঠে দরজা খুলে দিল। হিন্দাও উঠল তার পেছন পেছন। দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ে জুতা নেই। মাথায়, দাড়িতে ধুলো জড়িয়ে আছে। আবু সুফিয়ান আঁতকে উঠে বলল, 'কী হচ্ছে এসব?'

'আমি বনু খুজায়ার নেতা। বনু বকর আমাদের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে। আমাদের একটি পানির কুয়ার কাছে তারা আক্রমণ করেছে। যুদ্ধের স্লোগান দিতে দিতে অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়েছে আমাদের ওপর। অনেক লোক মারা পড়েছে।'

'কীভাবে এসব ঘটল?'

'আপনি জানেন না এসব কীভাবে ঘটল? অথচ আপনারাই বনু বকরকে অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন!'

আবু সুফিয়ানের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, 'হায় বিপদ!'

'আপনারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছেন। মুহাম্মদ ও তার মিত্রদের সঙ্গে গাদ্দারি করেছেন। এটা আরবদের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। প্রয়োজনে আমাদের শত শত লোক জীবন দেবে।'

হিন্দা মৃদু আওয়াজে বলল, 'যাক, এবার হয়তো আপনারা বাধ্য হয়েই মুহাম্মদের মোকাবিলায় যাবেন। রণাঙ্গনে যেতে বাধ্য হবেন। বাস্তবতা আপনার চেয়েও বেশি জ্ঞানী।'

কথাটা আবু সুফিয়ান শুনল। কিন্তু বনু খুজায়ার লোকটা শুনল না। আবু সুফিয়ান আফসোসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আবারও রক্তারক্তি শুরু হয়ে গেল।'

আবু সুফিয়ান মক্কার মূল সড়কে বের হয়ে এল। ডেকে ডেকে বলতে লাগল, 'হে মক্কাবাসী! খুজায়ার রক্ত হারাম, হারাম। বনু বকর যা করেছে, তা হুদায়বিয়ার সন্ধির স্পষ্ট বিরোধিতা। এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা সুরাহা হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনারা তরবারি খাপবদ্ধ রাখুন।'

BanglaBook.org

আবু সুফিয়ান দাঙ্গা থামানোর জন্য মক্কার অলি-গলিতে ঘুরতে লাগল। সবাইকে বুঝেশুনে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে তাদের মিত্র বনু বকর যা করেছে, তার ক্ষতির ব্যাপারে সতর্ক করতে লাগল।

***

ইকরামা মধ্যরাতে তার বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর বসিয়েছে। পেয়ালার পর পেয়ালা নিঃশেষ হচ্ছে। ওয়াহশি ইবনুল হারবও আছে তাদের সঙ্গে। ইকরামা বলল, 'আবু সুফিয়ান শুধু লোক হাসাচ্ছেন। তিনি গতকাল মক্কার অলি-গলিতে ডাকাডাকি করেছেন। আসলে অতিরিক্ত সতর্কতা ভীরুতা আর কাপুরুষতার নামান্তর।'

'আমিও এ কথাই বলি। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।'

'সকাল পর্যন্ত আমরা বনু বকরের বিজয় উদ্‌যাপন করব।'

একজন গায়িকা দাসী কামরায় প্রবেশ করল। বেজে উঠল বাদ্যযন্ত্র। গানের তালে নৃত্যও শুরু। দাসীদের সঙ্গে ওয়াহশিও নাচতে শুরু করল। আসরে হাসির রোল পড়ে গেল তার এ কাণ্ডে।

এদিকে মক্কার বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভাবছিল, বনু খুজায়া নিশ্চয় এ সংবাদ মুহাম্মদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। মুহাম্মদ এখন ওয়াদা রক্ষার্থে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এটাই কথা ছিল। আর মুহাম্মদের স্বভাব হলো, যেকোনো মূল্যে তিনি ওয়াদা রক্ষা করেন। তাই মক্কার বিজ্ঞজনেরা সিদ্ধান্ত নিল, আবু সুফিয়ান মুহাম্মদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে ইয়াসরিবে যাবে এবং মুহাম্মদকে বনু খুজায়ার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। তা ছাড়া তাঁকে এই অনুরোধও করবে, হুদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদ যেন দুই বছর থেকে বৃদ্ধি করে দশ বছর করা হয়।

আবু সুফিয়ান একটি উটনিতে চড়ে রওনা হয়েছে ইয়াসরিবের উদ্দেশে। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিকর সফরে তার ভাবনাজুড়ে অনেক কিছুই উদিত হচ্ছে—আজ সে বিনীত হয়ে মুহাম্মদের দরবারে যাচ্ছে নিরাপত্তা ও শান্তি চাইতে। এভাবেই কি দিন চলবে? জন্মভূমি-ত্যাগী এক সাধারণ যুবক মুহাম্মদ, যাকে কেউ চিনত না, আজ তার হাতেই গোটা আরবের নিরাপত্তা। আবু সুফিয়ান কীভাবে তার সবচেয়ে বড় শত্রুর মুখোমুখি হবে? কীভাবে সে সেই আবু বকর-উমরদের সামনে দাঁড়াবে, যাদের সে অপমান করেছে, স্বাধীনতা ও অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে, চালিয়েছে কয়েকটি বড় বড় অভিযান?

BanglaBook.org

এই সফর নিঃসন্দেহে অপমান আর লাঞ্ছনার সফর। কিন্তু আবু সুফিয়ান এসব কিছু সহ্য করে নিতে প্রস্তুত। তাকে যেকোনো মূল্যে মক্কার সমাজব্যবস্থা রক্ষা করতে হবে। তাদের ধর্ম ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এখন সে যা করছে, তা ধর্তব্য নয়। ধর্তব্য এর ফলাফল। তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সে এখন যেকোনো কিছু করতেই প্রস্তুত। ইকরামাসহ মক্কার যুবকেরা যা খুশি বলে বেড়াক। এই নির্বোধগুলো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোনো কাজ কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাদের কারণে আজ মক্কার নিরাপত্তা হুমকির মুখে। আবু সুফিয়ানের মনে পড়ল তার কন্যা উম্মে হাবিবার কথা। সে এখন মুহাম্মদের স্ত্রী। নিশ্চয় সে তার পিতাকে তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে।

এসব ভাবতে ভাবতেই আবু সুফিয়ান উপনীত হলো ইয়াসরিবে। এ শহরকে এখন তারা মদিনা নামে ডাকে। তার কন্যা উম্মে হাবিবা তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন। আবু সুফিয়ান দেখল, বিছানা বিছানো আছে। সে বসতে চাইল। কিন্তু এ কী, তার কন্যা যে বিছানা গুটিয়ে নিল!

'তুমি কি আমার সম্মানার্থে বিছানা উঠিয়ে নিলে, নাকি অন্য কোনো কারণে?'

'এটা আল্লাহর রাসুলের বিছানা। আর আপনি একজন মুশরিক। তাই আমি চাইনি আপনি সেই বিছানায় বসুন যেখানে রাসুল বসেন।'

মেয়ের কথায় আবু সুফিয়ানের আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল। বিস্মিতও হলো। রাগে ফেটে পড়ল সে। বলল, 'আল্লাহর শপথ, তোমার ওপর নিশ্চয় কোনো অনিষ্ট সওয়ার হয়েছে।'

মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আবু সুফিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বড় কষ্ট পেয়েছে সে। তার কন্যা পর্যন্ত আজ তাকে তার ধর্মের জন্য অপমান করল। তাকে চরম একটা শিক্ষা দিয়ে দিল। সে বুঝিয়ে দিল, বিশ্বাসের মূল্য জীবন ও রক্তসম্পর্কের চেয়েও বেশি। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মুহাম্মদ কি তোমাকে এমন করার আদেশ করেছে?'

'না, তিনি আমাকে কোনো আদেশ করেননি। কিন্তু আমার করণীয় আমি নিজেই বুঝি। বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কী আচরণ করতে হয়, জানা আছে আমার।'

আবু সুফিয়ান ইয়াসরিবে আসার সময় বিভিন্ন মনজিলে, যেখানেই থেমেছে, মানুষজনকে জিজ্ঞেস করেছে নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে। তাদের কাছ থেকে সে যা শুনেছে, তাতে তার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে ভয়ে। তার বারবার মনে পড়েছে, সেই সব নির্দয় আচরণের কথা, যা মক্কার মানুষ

BanglaBook.org

মুসলিমদের সঙ্গে করেছিল। এখন প্রচণ্ড লজ্জিত সে। কিন্তু তবু ঢোঁক গিলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'বনু বকর যা করেছে, সে ব্যাপারে আমি ওজর পেশ করতে এসেছি। আমরা সন্ধি দৃঢ় করতে চাই; মেয়াদও বাড়াতে চাই।'

নবীজি কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবু সুফিয়ান নানাভাবে চেষ্টা করল আপসের জন্য। নানাজনকে সুপারিশের জন্য আবেদন জানাল। প্রথমে গেল আবু বকরের কাছে। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এ ব্যাপারে কিছু বলতে। উমরের কাছে গেলে তিনি আরও কঠোর কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে সুপারিশ করব? আল্লাহর কসম, তিনি যদি বাধা না দিতেন, তাহলে আমি এই মুহূর্তে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম।'

তারপর গেল আলি ইবনে আবু তালিবের কাছে। রাসুলের কন্যা ফাতেমা তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। উভয়ের কাছে সে সুপারিশের আরজি পেশ করল। আলি বললেন, 'আমি আপনার কোনো উপকার করতে পারব না। তবে হে বনু কিনানার নেতা, একটা বুদ্ধি দিতে পারি। আপনি সবার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আরজি পেশ করুন। তারপর বাড়ি ফিরে যান। এতটুকু আমি যথেষ্ট মনে করি না। তবে এ ছাড়া আপনার জন্য আর কোনো পথ খোলা নেই।'

আলির কথামতো সে মসজিদে নববিতে গেল। সবার সামনে দাঁড়িয়ে আরজি পেশ করল, সে মীমাংসা চায়। তারপর মক্কার পথে রওনা হয়ে গেল। তার হৃদয় ব্যথিত। তার কন্যার কাছ থেকে যে আচরণ সে পেয়েছে, তা সে কখনোই আশা করেনি। হিজরতের আগে যে লোকগুলো মক্কায় তার একটুখানি করুণা আর সুদৃষ্টির আশায় থাকত, তারা আজ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিল।

ফেরার পথ আঁধারে ঘেরা। দুঃখ আর ব্যথায় জর্জরিত। আবু সুফিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর পথ চলছে। তার দৃষ্টি দুর্বল। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন। সে তার এই সফরের ফলাফলের হিসাব কষছে। কুরাইশদের কাছে সে কী জবাব দেবে? তার সফর যে ব্যর্থ। তাদের সব আশা যে ধূলিসাৎ। সে কি নেতৃত্ব ছেড়ে দেবে? মক্কার সমাজব্যবস্থা যে পথে খুশি চলুক, নাকি মক্কাবাসীকে শেষবারের মতো মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার আদেশ করবে? তারপর যা হওয়ার হবে। সে এখন কী করবে, নিজেই জানে না। অথচ একসময় সে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারত। এখন যে স্থিরই হতে পারছে না। তার ইচ্ছে হচ্ছে, মরুভূমির পূর্ব দিকে অজানা কোনো এলাকায় চলে যেতে, যেখানে সে

BanglaBook.org

অজ্ঞাত ব্যক্তির মতো বসবাস করবে। মক্কার ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। যুবকদের কটু কথা আর শুনতে হবে না। আপনজনের বিপদগ্রস্ত চেহারা দেখতে হবে না।

নাহ্, সে পালাবে না। সে মক্কায় ফিরে যাবে। সবাইকে তিক্ত বাস্তবতা খুলে বলবে। যারা নির্বুদ্ধিতা করে চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাদের বয়কট করবে। তাদের বয়কট করাই উচিত, যাতে পবিত্র ভূমি ও তার অধিবাসীরা দুর্দশা থেকে মুক্তি পায়।

আবু সুফিয়ান মক্কায় প্রবেশ করেই দেখল, ওয়াহশি মাতাল হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে আছে। তার পাশে কিছু শিশু ও যুবক জমায়েত হয়েছে। ওয়াহশি ভীত দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। এই যে সেই হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আমি তাকে ভালো করে চিনি। সে মরেনি। সে লাল উটের মতো আমার দিকে ধেয়ে আসছে। তার হাতে তরবারি। আমাকে মেরে ফেলবে সে। বাঁচাও...বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেলল। তার হাত থেকে রক্ষা করো আমাকে। আমার কোনো দায় নেই, হামজা। জুবাইর ইবনে মুতইম আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।'

ওয়াহশিকে যারা ঘিরে আছে, সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। ঠাট্টা করছে। আবু সুফিয়ানের আগমন নিয়ে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আবু সুফিয়ান তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, সে আসছে, ওয়াহশি। সত্যিই আসছে। এবার তুমি আর বাঁচতে পারবে না।'

সবাই বিস্মিত হয়ে আবু সুফিয়ানের দিকে তাকাল। কেউই তার কথার মর্ম বুঝতে পারল না। জটলাটা এবার ওয়াহশির বদলে আবু সুফিয়ানকে কেন্দ্র করে তৈরি হলো। সফরের ফলাফল জিজ্ঞাসা করল সবাই। পেছন থেকে ওয়াহশির মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, 'তারা আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না, আবু সুফিয়ান! আপনি তাদের বোঝান। তারা যেন আমাকে একা ফেলে না যায়। নইলে হামজা এসে আমাকে মেরে ফেলবে।'

BanglaBook.org

চব্বিশ

এই প্রথম মক্কাজুড়ে এক অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এর আগে এমন কখনো হয়নি। মানুষের মনে অস্থিরতা। সবার চোখ দক্ষিণ দিকে। কানগুলো সজাগ। নতুন কোনো সংবাদ এলেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মক্কার পরিবেশ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে গম্ভীর। ভয়, আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। মক্কার কেউই এখন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত নয়। আজকের পরিবেশের সঙ্গে হস্তী বাহিনীর আক্রমণের বছরের অনেক সাদৃশ্য। যেদিন আবরাহা তার বিরাট বাহিনী নিয়ে কাবাকে গুঁড়িয়ে দিতে এসেছিল, সেদিন আরবের সরদার বড় অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এই ঘরেরও একজন প্রতিপালক আছেন। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন।' কিন্তু আজকের পরিবেশ তার চেয়ে অনেক ভিন্ন। মক্কার দিকে যারা আসছে, তারা আজ বাইতুল্লাহ ভাঙতে আসছে না। তারা বাইতুল্লাহর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে চায়। শির্কের নাপাকি থেকে পবিত্র করতে চায় আল্লাহর ঘরকে। মিথ্যা আকিদা-বিশ্বাস নির্মূল করতে চায়। মক্কায় আজ যারা আক্রমণ করতে আসছে, তারা ভিনদেশি কেউ নয়। তারা মক্কারই সন্তান। তাদের নেতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কুরাইশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। মক্কার গর্বের ধন।

সবার মুখে মুখে একই আলোচনা। নবী মুহাম্মদ এখন কী করবেন? তিনি তো আবু সুফিয়ানের অজুহাত শুনলেন না। সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারেও কোনো কথা বললেন না। তিনি কি তাহলে সন্ধি ভঙ্গকারীদের শায়েস্তা করার জন্য বাহিনী নিয়ে আসছেন? এলে কখন আসবেন? গোটা মক্কায় শুধু এ নিয়েই কল্পনা-জল্পনা।

ইকরামা বলল, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? এভাবে অস্থির হয়ে সময় পার করে দিলে মুহাম্মদ তোমাদের দমন করে ফেলবে। তোমাদের শহর দখল করে নেবে। তারপর এখানে যা খুশি তা-ই করবে। তোমাদের নারী-শিশুদের বন্দী করবে। পুরুষদের হত্যা করবে। তার রাজত্ব চাপিয়ে দেবে সবার ওপর। আল্লাহর কসম! এখন তোমাদের তরবারি হাতে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তোমরা যদি কাপুরুষতা করো, ভয়়ে

BanglaBook.org

আর শঙ্কায় কাবু হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের জীবন ও মুক্তির সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।'

হিন্দা বলল, 'ইকরামা যা বলেছে, তা-ই সত্য। একমাত্র যুদ্ধই এখন আমাদের সম্মান আর মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। মুহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর এ ছাড়া আর কোনো উপায় দেখি না। আবু সুফিয়ানকে ফিরিয়ে দেওয়াই যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। এখন চিন্তা করা আর পেছনে পেছনে থাকার মানেই হলো পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু তোমরা তো দেখছি কাপুরুষতা করছ। মুহাম্মদ তোমাদের কবজায় পেলে কী অবস্থা করবে, ভাবতে পারো? সে এখন তোমাদের মনে ভয় সৃষ্টি করে ফেলেছে। অথচ তোমরা তার চেয়ে শক্তিশালী। তার চেয়ে অভিজ্ঞ। তোমাদের সৈন্যও বেশি। কোথাকার এক দেশত্যাগী, বিদ্রোহী ভিনদেশি সৈন্য নিয়ে তোমাদের এতটা ভীত করে ফেলল? যতটুকু সে প্রচার করছে, তার শক্তি তার চেয়ে অনেক কম।'

আবু সুফিয়ান মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমি তাদের ও আমাদের–উভয়ের শক্তি সম্বন্ধে জানি। আমার কথা ভালো করে শোনো। মক্কার অধিকাংশ মানুষের মানসিকতা এখন তার দিকে ঝুঁকে আছে। যদিও তারা এখনো পুরোনো ধর্মেই আছে। মক্কার মানুষ এখন এক অদ্ভুত মানসিকতা লালন করছে, যা আমি ভালো করেই বুঝতে পারছি। তারা এখন আমাদের সঙ্গেও নেই, মুসলিমদের সঙ্গেও নেই। একটা গভীর আদর্শ-সংকট এখন এখানে বিরাজ করছে। তাই তারা কারও পক্ষেই অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত নয়। বরং আমার মত হলো, তারা আমাদের চেয়ে মুহাম্মদের দিকেই বেশি আকৃষ্ট। এটাই তিক্ত বাস্তবতা। ওদিকে মুহাম্মদের লোকদের সংখ্যা ও শক্তি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। তাদের মধ্যে মক্কার লোকদের মতো কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। কোনো ভয়-ভীতিও নেই।'

ইকরামা বলল, 'তাহলে এখন আমরা কী করতে পারি?'

আবু সুফিয়ান অস্থির চিত্তে মাথা নাড়াল। 'সেটা নিয়ে আমিও ভাবছি। মুহাম্মদের কাছে নতুন কোনো প্রতিনিধিদল পাঠানো যায় কি না, দেখা দরকার। তারা প্রয়োজনে বনু খুজায়ার রক্তপণ তার কাছে পেশ করল। কিংবা বনু বকরের বিদ্রোহীদের তার কাছে উপস্থিত করা হলো।'

আবু সুফিয়ানের কথা শুনে হিন্দা উপহাসের হাসি হেসে উঠল। সে বলল, 'আমরা এটা করলে মুহাম্মদ আমাদের দুর্বলতা আর ভয়ের কথা এমনিতেই টের পেয়ে যাবে। তখন সে এক দিন এক রাতে গোটা মক্কা গিলে ফেলবে।'

BanglaBook.org

ওয়াহশি বলল, 'প্রয়োজনে জীবন দেব। তবুও মাথা নত করব না। আমাদের এখন উচিত তরবারি নিয়ে ইয়াসরিবের দিকে ধেয়ে যাওয়া। বনু বকরও যুদ্ধ চায়। তাদের অনেকেই মুহাম্মদের ওপর চটে আছে। তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। এখন যুদ্ধই আমাদের একমাত্র উপায়। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

ওয়াহশির কথা শুনে সবাই চিৎকার করে উঠল। বিভিন্নজন বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগল। গোটা মজলিসে শুরু হয়ে গেল শোরগোল। এটা আতঙ্ক আর পেরেশানিকে আরও বাড়িয়ে তুলল, যেন জগৎটা সংকীর্ণ হয়ে আসছে তাদের। এখন আর কোনো আশা নেই। মুহাম্মদ আরবের ইহুদিদের শায়েস্তা করে ফেলেছে। অনেক গোত্র তার পক্ষে চলে গেছে। এমনকি যেই গতফান গোত্র তাদের সঙ্গে খন্দক যুদ্ধের সম্মিলিত জোটে ছিল, তারাও এখন মুহাম্মদের মিত্র। ইয়েমেনও তার পক্ষে। উত্তর-দক্ষিণের বহু গোত্র তার নিয়ন্ত্রণে।

আবু সুফিয়ান বলল, 'হায়! আমাদের সূর্য হয়তো ডোবার পথে। আমাদের রাজত্বের বোধ হয় অবসান ঘটছে। সবকিছু কেমন দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যচক্রের সামনে আমরা অসহায় হয়ে আছি। আমাদের অস্ত্র-সম্পদ বেশি থাকা সত্ত্বেও আমরা পিছু হটছি। আমার কিছুই বলার নেই। যে আদর্শের জন্য আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম, সে আদর্শের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আজ নড়বড়ে। আমি এখন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি, মানুষ কেন আর আগের মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না? তোমাদের কারও কাছে কি এ প্রশ্নের জবাব আছে? মানুষ এখন যুদ্ধে অতিষ্ঠ। কিসের জন্য তারা লড়াই করবে? তাদের কাছে এমন কোনো আদর্শ নেই, যার জন্য তারা লড়বে। একসময় আমরা তাদের বিদ্রোহের নামে জাগিয়ে তুলতাম! কিন্তু এখন আমরা তাদের ধর্মের দোহাই দিয়েও উদ্বুদ্ধ করতে পারছি না। তারচেয়ে ভয়ের কথা হলো, তারা আমাদের যতটা ভয় পায়, মুহাম্মদকে ততটা ভয় পাচ্ছে না। তারা তার মধ্যে আদর্শ খুঁজে পাচ্ছে। ইনসাফ, ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্ব দেখতে পাচ্ছে। দেখছে, ইয়াসরিবে একটা জীবন্ত জাতি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। আর মুহাম্মদকে এখানের সাধারণ মানুষ কেনই-বা ভয় পাবে? তারা যুদ্ধ তো করবে আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। তোমাদের ব্যাপারটা অনুধাবন করা উচিত। এ ছাড়া তোমরা যা ভাবছ, সবই অনর্থক। হে প্রভু! চারদিক থেকে অন্ধকার ধেয়ে আসছে। কোথাও তো কোনো আলোর আভাস পাচ্ছি না।'

BanglaBook.org

আবু সুফিয়ানের ওপর নানা অপবাদ এসেছে। বিশেষ করে, বনু বকরের বিদ্রোহী আর ইকরামার অনুচররা তাকে প্রচুর হেনস্থা করেছে। কিন্তু আবু সুফিয়ান চোখ বুজে থেকেছে। সবকিছু মাথা পেতে সয়ে নিয়েছে। কিন্তু অবশেষে তার মনে হয়েছে, সে বোধ হয় তাদের কিছুতেই বোঝাতে পারবে না। সে বলল, 'হে কুরাইশ নেতারা, শোনো! কোনো অবস্থাতেই আমাদের তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না। মুহাম্মদ কখনোই গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করে না। আমি তাকে ভালো করেই চিনি। তোমরা কি ভাবছ সে এখনই মক্কায় আক্রমণ করবে? সেটা অসম্ভব। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এতে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। যুদ্ধ কোথায় গড়াবে, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মুহাম্মদের এখন মক্কা আক্রমণ করতে হলে আরও ভাবতে হবে। আরও দু-এক বছর প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই এখন আমাদের সামনে চিন্তা-ভাবনা করার ও প্রস্তুতি নেওয়ার বিরাট সময় আছে। তোমরা এখনই অস্থির হয়ে যেয়ো না। নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করে বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়ে তোলো না।'

আবু সুফিয়ানের কথায় উপস্থিত সবার মনে একটা প্রশান্তি নেমে এল। ভয়, শঙ্কা অনেকটাই কেটে গেল। নতুন করে আবার স্বপ্ন বোনার সুযোগ পেল তারা। স্বস্তির কয়েক ফালি নিশ্বাস ছেড়ে দুশ্চিন্তা থেকে নিজেদের হালকা করে নিল। ওয়াহশি বলল, 'এটাই বাস্তব কথা। এক বছর না যেতেই আমরা প্রস্তুত হয়ে যাব। আমাদের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তারপর আমরা মুহাম্মদের ভূমিতে আক্রমণ করব। পৃথিবীর বুক থেকে ইয়াসরিব নামের শহরটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেব।'

আবু সুফিয়ান বলল, 'যেমন ভাবছ, ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ নয়।'

ইকরামা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মুহাম্মদের পক্ষে অনেক গোত্রের সমাগম দেখে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। তারা গনিমতের আশায় তার দলে ভিড়েছে। আবু সুফিয়ানসহ কুরাইশ নেতারা যদি একবার তাদের এলাকায় যায় এবং আরও বেশি গনিমত দেওয়ার ওয়াদা করে, তাহলে তারা অবশ্যই মুহাম্মদের দল ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে লড়াই করবে।'

ওয়াহশি সে রাতে বাড়ি ফিরল অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে। মদের পেয়ালা তাকে তীব্রভাবে টানছে। নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। নেশা তার রক্তের শিরায় শিরায় মিশে গেছে। নেশার ঘোরে গোপন সব কথা বলে ফেলে। তা ছাড়া এখন নেশা করলেই সে হামজাকে দেখতে পায়। ভয় ও আতঙ্কে চিৎকার-চেঁচামেচি করে সবকিছু মাথায় তোলে। বাঁচাও বাঁচাও বলে

BanglaBook.org

মানুষের হাস্যরসের খোরাকে পরিণত হয়। তবু সে কাঁপা কাঁপা হাতে মদের পেয়ালাটা তুলে নিল। ঢকঢক করে গিলতে লাগল রঙিন পানীয়। আবারও তার চোখের সামনে হামজার চেহারা ফুটে উঠল। হাজার হাজার তরবারি তার দিকে ধেয়ে এল। সে ঘরের ভেতরেই বাঁচাও বাঁচাও বলে অনেকক্ষণ চেঁচাল। কিন্তু কেউ এল না। একসময় সে অচেতন হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

পঁচিশ

ইয়াসরিবের কেউ জানে না মক্কায় কী ঘটছে? নবী মুহাম্মদ এবার অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এগোচ্ছেন। তাঁর সার্বিক কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। এক হাজার মুসলিমকে একটি অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অভিযানটি কোথায় হবে, সেটা কেউ জানে না। যখন বাহিনী পুরোপুরি প্রস্তুত হলো, নবীজি মসজিদে নববির মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। হাজার বাহিনীর রণ কাফেলা মক্কার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। কোনো রক্তপাত ছাড়াই মক্কা জয় করতে হবে। বাহিনীটি মুহাজির, আনসার ও আসাদ, গতফান, ফাজারাহ ও সুলাইম গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এসব গোত্র আহজাব যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপক্ষে ছিল। আজ তারা মুসলিম বাহিনীর সহযোগী। ওদিকে গোটা মক্কা নগরী মতভেদ, বিবাদ আর সংশয়ে দোদুল্যমান।

কোনো এক রাতে আবু সুফিয়ান দুজন সঙ্গীসহ মক্কার বাইরে বের হয়েছে। উঁচু এক পাহাড়ে বসে তারা গল্প করছিল। হঠাৎ বেশ খানিক দূরে তাদের চোখে পড়ল প্রজ্জ্বলিত আগুন ও ধোঁয়া, যেন বিরাট কোনো কাফেলা তাঁবু গেড়েছে। আবু সুফিয়ানের গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেল। শঙ্কিত কণ্ঠে সাথিদের সে বলল, 'রাতে তো সাধারণত এই জায়গায় এমন আগুন আর এত বড় বাহিনী দেখা যায় না।'

'হয়তো বনু খুজায়া যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বনু বকরের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা অভীপ্সা তো তাদের আছে।'

আবু সুফিয়ান অসমর্থনসূচক মাথা নাড়ল। বলল, 'না, বনু খুজায়া এতটা শক্তিশালী নয় যে তাদের বাহিনীর আগুন এত বেশি আর এত দূর থেকে দেখা যাবে।'

আবু সুফিয়ান জানত না যে নবী মুহাম্মদের চাচা আব্বাস তার আগেই খবর যাচাই করার জন্য মক্কা থেকে বেরিয়ে গেছেন। আব্বাস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর বিরাট প্রস্তুতির চিত্র নিজ চোখে দেখলেন। তারপর মক্কাবাসীকে সতর্ক করার জন্য রওনা হলেন। ফেরার পথে আবু

BanglaBook.org

সুফিয়ান ও তার সাথিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি অন্ধকারের ভেতর উঁচু আওয়াজে ডাক দিলেন, 'হে আবু হানজালা!'

আবু সুফিয়ান দূর থেকে চেনার চেষ্টা করল। সঙ্গীদের বলল, 'এ তো দেখছি মুহাম্মদের চাচা আবুল ফজল আব্বাস। কিন্তু এ সময়ে তিনি এখানে কেন?'

আব্বাস আবু সুফিয়ানের কাছে এলেন। বললেন, 'আবু সুফিয়ান! দূরে যে আগুন দেখতে পাচ্ছ, তা আল্লাহর রাসুলের বাহিনীর তাঁবুর আগুন। এ বাহিনী যদি হঠাৎ মক্কায় আক্রমণ করে, তবে কুরাইশের কী দশা হবে বলো তো?'

আবু সুফিয়ানের মাথা ঘুরে উঠল। ফয়সালার দিন তবে এসে গেছে! মুহাম্মদ কীভাবে এ বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করল? কেউ তো টেরই পেল না। সে কি সত্যিই মক্কায় প্রবেশ করবে? কেউ তো এমনটা কল্পনাও করেনি। কুরাইশরা তো এখনো বেহুদা আর অনর্থক কাজে ব্যস্ত। নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ। আত্মপ্রবঞ্চনা তাদের অন্ধ করে দিয়েছে। মুহাম্মদ সেই প্রবঞ্চনা আর দুঃস্বপ্নের ঘোর দূর করতে এখন তাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে।

আবু সুফিয়ান আব্বাসের দিকে ঝুঁকে বলল, 'আবুল ফজল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোন। কী উপায় হবে এখন?'

আব্বাস আবু সুফিয়ানকে তার খচ্চরের পেছনে ওঠালেন। খচ্চরকে পথনির্দেশ করলেন মুসলিম বাহিনীর তাঁবুর দিকে। আবু সুফিয়ান এখনো ঘোরের মধ্যে আছে। এসব কী দেখছে সে? কী শুনছে? আগুন, সৈনিক, উট, ঘোড়া, তির, বল্লম! খচ্চর মুসলিম বাহিনীর সীমানার ভেতর ঢুকে গেছে। আবু সুফিয়ান শুনতে পেল, অনেকে বলাবলি করছে, 'এ যে দেখছি আল্লাহর শত্রু আবু সুফিয়ান। তার গর্দান উড়িয়ে দাও।' কিন্তু আব্বাস বাধা দিয়ে জানালেন, তিনি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তাই কারও জন্য তার ওপর আক্রমণ করা বৈধ হবে না।

আবু সুফিয়ান বসে আছে। বসে আছে নবী মুহাম্মদের সামনে। থরথর করে কাঁপছে সে। রাসুলের চেহারা উজ্জ্বল। মুখজুড়ে বিশ্বাস আর দৃঢ়তার ছাপ। আবু সুফিয়ান নিজের কথা ভাবল। তার ভেতরে দুঃখ, কষ্ট আর সিদ্ধান্তহীনতা। মক্কার কী হবে–চিন্তায় সে পাগলপ্রায়। এ তো এক ভয়ংকর সময়। সে তার চেহারা থেকে দুশ্চিন্তার ছাপ লুকানোর চেষ্টা করল।

নবীজি বললেন, 'হায় আবু সুফিয়ান! এখনো কি তুমি বুঝলে না যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?'

BanglaBook.org

'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন। আপনার সম্মান, মর্যাদা আর ক্ষমতা দেখে আমি অভিভূত। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শরিক যদি কোনো মাবুদ থাকত, তাহলে সে আমাদের এতক্ষণে সাহায্য করত।'

মুচকি হাসলেন নবীজি। নবুওয়াতের নুর-ঝলমল চেহারায় হাসির দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি এবার বললেন, 'হায় আবু সুফিয়ান! এখনো কি তুমি বুঝলে না যে আমি আল্লাহর রাসুল?'

আবু সুফিয়ানের চেহারা বিবর্ণ। শরীরের কাঁপুনি দ্বিগুণ হারে বেড়ে গেল। হৃৎকম্পন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ শত্রুতা, পালায় পালায় যুদ্ধ, নিজেদের আত্মমর্যাদার লড়াই, পুরোনো ধর্মবিশ্বাসের প্রতি টান–এসব কিছু ভুলে কি সে এখন মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনবে? এক প্রভুর প্রতি ঈমানের কথা না হয় মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনা তো আবু সুফিয়ানের জন্য কষ্টসাধ্য বিষয়। এখানেই তো সকল মতবিরোধ। এখানেই তো সকল আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। যে আবু সুফিয়ান মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজের সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছে, সে এখন....! আবু সুফিয়ানের কপাল ঘামে ভিজে উঠল। সে বলল, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন। আপনার সম্মান, মর্যাদা আর ক্ষমতা দেখে আমি অভিভূত। আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে মনের ভেতর এখনো কিছু সংশয় আছে।'

মজলিসে উপস্থিত মুহাজিরদের একজন ফিসফিসিয়ে তাঁর পাশের জনকে বললেন, 'লোকটা এখনো প্রিয় নবীর নবুওয়াতকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে!'

পাশের জন বললেন, 'গর্দান উড়িয়ে দেওয়াই তার উচিত শিক্ষা।'

আরেকজন বললেন, 'রাসুল তা করবেন না।'

চতুর্থ একজন জানালেন, 'আব্বাস তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।'

আব্বাস আবু সুফিয়ানকে চিন্তা করার জন্য কিছু সময় দিলেন। বাস্তবতা এখন আবু সুফিয়ানের সামনে অস্পষ্ট নয়। তবু আবু সুফিয়ান তার বিশ্বাসের ওপর অটল। তার মধ্যে এখনো তার সেই পুরোনো আত্মমর্যাদাবোধ। হয়তো এখন আবু সুফিয়ান সত্যকে গ্রহণ করে নেবে। নতুবা তার আত্মপ্রবঞ্চনার ডাকে সাড়া দেবে। যার পরিণামে মক্কার রক্তপাত ছাড়া আর কোনো উপকার হবে না। সামান্য সময় আবু সুফিয়ান তার পাশে প্রজ্বলিত আগুনগুলোর দিকে দৃষ্টি বোলাল। বিরাট বাহিনীর দিকে তাকাল। তাদের তাসবিহ-তাহলিলে রাতের পরিবেশ জীবন্ত হয়ে আছে। পেছনে মক্কা। সেখানকার মানুষগুলো এখনো ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। যারা জেগে আছে,

BanglaBook.org

তারা মদের পেয়ালায় বুঁদ হয়ে আছে। মাতলামি করে বেড়াচ্ছে। আবু সুফিয়ান এবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ভাবল। তাঁর ইতিহাস, জীবন, চরিত্র, তাঁর ওপর অবতীর্ণ আয়াতসমূহ, তার যুদ্ধাভিযানগুলো, তার দাওয়াতি মিশন–সব বিষয়েই খানিক চিন্তা করল। এবার তার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠল। সে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা দিল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আর আপনি তাঁর বান্দা ও রাসুল।'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হৃদয় জুড়িয়ে গেল অন্য রকম এক প্রশান্তিতে। আব্বাস আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। উপস্থিত সবার চোখও আনন্দে ভিজে উঠল। মক্কার সরদার আবু সুফিয়ান আজ থেকে মুসলমান। নবীজির সাহাবি। কিয়ামত অবধি পৃথিবীতে যত মুসলমান আসবে, এখন থেকে তাঁর নামের শেষে পরম ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করবে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু'।

আবু সুফিয়ানের কাঁধে এখন বিরাট দায়িত্ব। তাঁকে দ্রুত মক্কায় ফিরে যেতে হবে। সেখানকার লোকদের বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে হবে, যাতে অনর্থক কোনো রক্তপাত না ঘটে। আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীর অবস্থা দেখে বেশ প্রভাবিত হলেন। বললেন, 'আবুল ফজল! এই বাহিনীর মোকাবিলা করার সামর্থ্য কারও নেই। অচিরেই আপনার ভাতিজার রাজত্ব বিরাট আকার ধারণ করবে।'

মক্কার দিকে দ্রুত ছুটে চলেছেন আবু সুফিয়ান। বিতাড়িত দেশত্যাগী একজন মানুষ, যাঁর শক্তি বা সামর্থ্য বলতে কিছুই ছিল না, আজ তিনি হাজার হাজার যোদ্ধার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রত্যেক সৈনিকই তাঁর আদর্শের অনুসারী। এগুলো কি শুধু মেধা আর রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব? কখনোই নয়। নিঃসন্দেহে তাঁর সঙ্গে আল্লাহর অপার সাহায্য আছে।

মক্কায় পৌঁছে গেলেন আবু সুফিয়ান। আতঙ্ক আর অজানা ভয়ে শহরের বাসিন্দারা নিশ্চুপ হয়ে আছে। কখন কী ঘটবে কেউ জানে না। আবু সুফিয়ানের পাশে এসে একত্র হলো সবাই। আবু সুফিয়ান মাথা উঁচু করলেন। তারপর উঁচু আওয়াজে বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ এমন শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে এসে তাঁবু গেড়েছেন, যার মোকাবিলা করার সামর্থ্য তোমাদের নেই। তাই যে আবু সুফিয়ানের ঘরের ভেতর প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজের ঘরের দরজা আটকে ভেতরে থাকবে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।'

BanglaBook.org

ঘোষণা শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু নিশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। নিস্তব্ধতা ভেঙে একজন উপহাস করে বলে উঠল, 'আপনার ঘর আমাদের আর কী উপকার করবে?'

আরেকজন বলল, 'মুহাম্মদ সত্যিই আল্লাহর রাসুল; এখন কোনো ভয় ও সংশয় ছাড়া প্রকাশ্যে এ কথা বলার সময় এসেছে।'

আরেকজন বলল, 'এখন তাঁর মোকাবিলা করার দুঃস্বপ্ন দেখে লাভ নেই।'

ওয়াহশি ইবনে হারব শয়তানের মতো চিৎকার করে উঠল। সে জোর গলায় বলল, 'এখন তরবারি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তা নিয়েই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। হয়তো বিজয়, নয়তো বীরের মতো মৃত্যু।'

উপস্থিত কয়েকজন তাকে ঘাড় ধরে সজোরে দিল এক ধাক্কা, সামাল দিতে না পেরে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর উঠে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ইকরামার কাছে ছুটে গেল। ইকরামা মক্কার উত্তর দিকে বনু বকরের কয়েকজনের সঙ্গে বসে ছিল। ওয়াহশি হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের সামনে উপস্থিত হলো। 'সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। জগতের সবচেয়ে লাঞ্ছনার সংবাদ এটা। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব মুসলিম হয়ে গেছেন।'

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'কী?'

'মক্কার অধিকাংশ লোক তাঁর অনুসরণ করেছে।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, ওয়াহশি?'

কারও কোনো কথার উত্তর না দিয়ে ওয়াহশি একনাগাড়ে বলে যেতে লাগল, 'মুহাম্মদ মক্কা বিজয়ের জন্য বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে।'

ইকরামা বিস্মিত হয়ে ডানে-বামে তাকাল। জিঘাংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তার চোখে। হুংকার দিয়ে বলল, 'আমরা কোনো অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করব না। প্রয়োজনে রণাঙ্গনে মৃত্যু হবে। তবুও আত্মসমর্পণের লাঞ্ছনাকে মেনে নেব না।'

ইকরামা ও তার সাথিদের সঙ্গে ওয়াহশিও অস্ত্র হাতে তুলে নিল।

BanglaBook.org

***

আল্লাহর সৈনিকদের জন্য মক্কার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডাবাহীরা মক্কায় নির্বিঘ্নে প্রবেশ করলেন। কিন্তু উত্তর দিকের

দরজা উন্মুক্ত হলো না। সে দরজা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ইকরামা ও বনু বকরের লোকেরা। তারা আত্মসমর্পণ না করে ওত পেতে ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহিনীকে যতটুকু সম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে চলার আদেশ করলেন। একেবারে বাধ্য না হলে লড়াই করতে নিষেধ করলেন।

মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর সেনাপতি জুবাইর ইবনুল আওয়াম। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করবেন। আনসার বাহিনীর সেনাপতি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস। তিনি প্রবেশ করবেন জাবালে হিন্দার দিক থেকে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বাম বাহুর সেনাপতি। তিনি প্রবেশ করবেন দক্ষিণ দিক থেকে। আনসার বাহিনীর সেনাপতি সা'দ ভেতরের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি ঘোষণা দিয়ে বসলেন, 'আজ লড়াইয়ের দিন। আজ সকল অবৈধ কাজ বৈধ।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাৎক্ষণিক তাঁকে দায়িত্বচ্যুত করে তাঁর সন্তানকে দায়িত্ব দিলেন। কোনো বাধা ছাড়াই মক্কার সকল দ্বার খুলে গেল। শুধু একটি দ্বার খুলল না, যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। ইকরামাসহ বনু বকরের লোকেরা সেই দ্বার আবরুদ্ধ করে রেখেছে। ওয়াহশিও তাদের সঙ্গে ছিল।

ইকরামা বলল, 'আজ বড় বিস্মিত হচ্ছি। সেদিনের বন্ধু খালিদ, যে উহুদেও আমার সঙ্গী ছিল, সে আজ আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসছে। আল্লাহর শপথ বন্ধু আমার! তোমার মুখে তরবারি না ছুঁয়ে আজ আমি ছাড়ছি না।'

ওয়াহশি বলল, 'জীবন দেব, তবু মাথা নত করব না।'

সামান্য সময় লড়াই চলল। ইকরামা তার চারপাশে তাকিয়ে দেখল, মুসলিম বাহিনী গোটা মক্কায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা বাইতুল্লাহর চত্বরে ঢুকে গেছে। হুবলকে তার স্থান থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। ইকরামার বিদ্রোহী দেবতা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে। হায়! তার লড়াই করার স্বপ্ন তাহলে অতল সাগরে তলিয়ে গেল! এখন আর লড়াই করে কী লাভ? মুহাম্মদ তো তার মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করেছেন। পালানো ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। অবস্থা এমন, হয়তো ভাগো, নয়তো মরো।

সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল, 'আমাদের হাতে একেবারে সময় নেই। মুসলিমরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার আগে সবাইকে পালাতে হবে।'

BanglaBook.org

ওয়াহশি হতাশায় তার ঊরুতে চাপড় দিয়ে কান্নার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কোথায় যাব?'

'মহিলাদের মতো কেঁদো না তো! আমি ইয়েমেনে যাচ্ছি।'

কেউ কেউ বলল, 'আমরা তোমার সঙ্গে যাব, ইকরামা!'

একজন দুঃখভরা কণ্ঠে বলল, 'আমরা কেন এখনো ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিচ্ছি না? এ ঘোষণা দিলেই তো মুহাম্মদ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।' তার কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। ওয়াহশি নিজের বর্শাটি হাতে নিয়ে বলল, 'আমি তায়েফে যাচ্ছি। তারা এখনো মুহাম্মদ ও মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে। আমি তাদের কাছে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সবই পাব।'

বিদ্রোহী দলটি যে যার পথে ছুটল। ওদিকে মক্কাবাসী রাসুলের সামনে এসে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। রাসুল তাদের কোরআনের একটি আয়াত শুনিয়ে দিলেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীরূপে। আর তোমাদের বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভাজন করেছি পরস্পরের পরিচয়ের সুবিধার্থে। বস্তুত, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত, যে বেশি খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত।'

আবু সুফিয়ান নিজেকে সম্বোধন করে মনে মনে বললেন, 'আহ্! নতুন রাষ্ট্রের মান্যবর নির্ণয়ের মাপকাঠি নির্ধারণ হয়ে গেল। আমরা সবাই হয়তো পুরুষ, নয়তো নারী। মনিব আর দাসে কোনো তফাত নেই। বংশ আর সম্পদে এখন আর সম্মান বিবেচিত হবে না। এখন সম্মান আল্লাহভীরুতার ভিত্তিতে। আমাদের পূর্বের সবকিছু আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যেগুলো আমরা নিজেদের সংবিধান বানিয়ে নিয়েছিলাম। যেগুলোকে রক্ষা করার জন্য আমরা রক্ত আর প্রাণের চড়া মূল্য দিয়েছিলাম।'

রাসুলের আওয়াজে আবু সুফিয়ানের ধ্যান ভঙ্গ হলো। রাসুল বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের কী ধারণা? আমি তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করব?'

সবাই উত্তর দিল, 'উত্তম আচরণই করবেন। কারণ, আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই। আমাদের এক সম্মানিত ভাইয়ের সন্তান।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যাও। তোমরা সবাই মুক্ত।'

তাকবিরের ধ্বনিতে চারদিক কেঁপে উঠল। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে গেল মক্কার অলি-গলি, পথ-ঘাট—সবকিছু। নেই কোনো মাবুদ এক

BanglaBook.org

আল্লাহ ছাড়া। তিনি পূর্ণ করেছেন তাঁর ওয়াদাকে। সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাকে। সম্মানিত করেছেন তাঁর বাহিনীকে। পরাজিত করেছেন সম্মিলিত জোটকে।

কেউ একজন রাসুলের দিকে ঝুঁকে বলল, 'আপনি একটু আপনার ঘরে বিশ্রাম করুন।'

রাসুলের চেহারা মোবারকে কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'তারা আমার ঘর অবশিষ্ট রাখেনি।' তারপর তিনি জাবালে হিন্দার কাছে তাঁর জন্য নির্ধারিত তাঁবুতে চলে গেলেন। আনসারদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। তারা ভাবল, রাসুল হয়তো তাদের ছেড়ে মক্কায় থেকে যাবেন। রাসুল মুচকি হেসে তাদের সন্দেহ দূর করে দিলেন, বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় জীবন তো তোমাদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি, আমি চাই মরণও তোমাদের মাটিতে হোক।'

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এল। নবীজি হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ বিকৃত করার অপরাধে ইতিপূর্বে তার রক্তকে অশোধযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় তাকে স্বাগত জানালেন। হিন্দা তাঁর ব্যক্তিগত মূর্তিটির কাছে এসে সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। তারপর জুতাপেটা করে ঘরের বাইরে ছুড়ে ফেললেন। মূর্তিপূজা অনেক হয়েছে, আর নয়। এখন তিনি সাহাবিয়াহ। নবীজির স্নেহধন্য অনুসারী। রাদিয়াল্লাহু আনহা।

ইকরামার স্ত্রী এসে তাঁর স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নবীজি তাঁকেও ক্ষমার ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা পেয়ে স্ত্রী তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য ছুটলেন। ইয়েমেনে যাওয়ার পথে নৌকায় পেয়ে গেলেন তাঁকে। এভাবে গোটা মক্কাবাসী দীর্ঘদিন পর নবীজির ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়া গ্রহণ করে নিল।

ওদিকে ওয়াহশি তায়েফের পথে চলতে লাগল। হতাশা আর বেদনা নিয়ে মরুপ্রান্তর পাড়ি দিচ্ছিল সে। চারদিকে নিস্তব্ধ নির্জনতা। পথ চলতে চলতে নিজের মুক্তি নিয়ে ভাবছিল ওয়াহশি। কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় মৃত্যুর এ খড়্গ থেকে? বারবার সে পেছনে ফিরে মক্কার দিকে তাকায়। মুহাম্মদের বাহিনী সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। বিলাল কাবার ওপরে উঠে আজান দিচ্ছে। মক্কার নেতাদের আশার সর্বশেষ প্রদীপটা নিভে গেছে। জুলুম আর নির্যাতনের সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আবু সুফিয়ান, জুবাইর ইবনে মুতইম, হিন্দা–সবাই মুসলিম হয়ে গেছে। একত্ববাদের পতাকা পতপত করে উড়ছে

BanglaBook.org

মক্কার আকাশে। মুহাম্মদের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। হাজার হাজার মানুষ তাঁর পক্ষে তাকবির ধ্বনি তুলছে। হুবলের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে অন্য সকল প্রতিমা।

'হায়, কী বিপদ আমার। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। মৃত্যুর ভয়ে এভাবে একাকী পালিয়ে বেড়ানো–এটাই শেষ পর্যন্ত আমার কপালে ছিল! মুহাম্মদ কি তার সৈন্য দিয়ে আমাকে তাড়া করবে? মনে হয় না। কারণ, মুহাম্মদ এখন বিভিন্ন কাজে খুবই ব্যস্ত। আমার মতো একজন ওয়াহশির কথা তার মনে পড়ার কথা নয়। কিন্তু ভুলে তো সে থাকতে পারবে না। আমি যে অনেক বড় অপরাধী! তার প্রিয় চাচা যে নিহত হয়েছে আমারই বর্শার আঘাতে। আমি তো সেই বীর হামজার ঘাতক।'

ওয়াহশি ভয়ে বারবার পেছনে তাকাতে লাগল। হামজার ছায়া এই দিনের আলোতেও কি তাকে তাড়া করতে পারে? সে তো মদ পান করেনি। তার চেতনা তো সুস্থই আছে। সে আবারও পেছনে তাকাল। মনে হলো, তার পেছনে কোনো একটা ছায়া আসছে। সে যখনই পেছনে তাকায়, ছায়াটা তার সামনে চলে যায়। ডানে-বামে কয়েকবার ঘুরে তাকাল সে। তার মাথা ঘুরতে লাগল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, উটনি থেকে পড়ে যাবে বোধ হয় সে।

'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? না, আমি তো পাগল নই। নাহিলার কথা ঠিকই বাস্তবায়িত হয়ে গেল। রুমিয়াও নিরাপত্তা পেয়ে গেল। বিশ্বাসের স্থিরতা নিয়ে সে আজ বিভাসিত। মুসলিমরা নাকি বলে, সে নেককার নারী হয়ে গেছে। নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছে। কারও কারও মুখে শুনলাম, তার বিয়েও হয়েছে। এটাও কি সম্ভব? আমি এখন কোথায় যাব? সবখানেই কষ্ট আমাকে তাড়া করবে। আমি মক্কায়ও সুখী ছিলাম না। যদি ইয়াসরিবে চলে যেতাম, সেখানেও দুঃখ আমার পিছু ছাড়ত না। হাবশায় আমি যেতে চাই না। কারণ, সেখানকার কাউকে আমি চিনি না। ইয়েমেন! সেখানেও যাব না। আমি ভিনদেশি হয়ে থাকতে চাই না। তা ছাড়া সেখানে কেউ আমার পরিচয় জেনে ফেলতে পারে। আমি এখন বাস্তবতা থেকে দূরে থাকতে চাই। হায় বিপদ! আমার সব স্বপ্ন আজ মাটিতে মিশে গেল।'

ওয়াহশি দেখল, দূর থেকে পাঁচটি ঘোড়া ছুটে আসছে। ভয়ে তার শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অচল হয়ে গেল। সে তার উটনি নিয়ে কেটে পড়তে চাইল। আত্মগোপন করার মতো একটা পাথর বা গুহা খুঁজতে লাগল। কিন্তু অস্থিরতার কারণে এটা টের পেল না যে পেছন থেকে অশ্বারোহীরা তাকে

BanglaBook.org

দেখে ফেলেছে। সে বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেল। উটনিটাকেও বেঁধে ফেলল সেখানে। তারপর পথের দিকে কান লাগিয়ে বিপদের অপেক্ষা করতে লাগল।

'এরা যদি মুসলিম হয়, তাহলে বিরাট বিপদ হয়ে যাবে। তাদের কেউ না কেউ আমাকে চিনে ফেলবে। তখন আমি মুহাম্মদের ফয়সালার বাইরে যেতে পারব না। আমি কার কাছে মুক্তি চাইব? কাকে ডাকব?'

আকাশের দিকে তাকাল সে। 'আসমানে কি কোনো প্রভু আছেন, যাঁর কাছে আমি সাহায্য চাইব? তিনি কি আমাকে এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেবেন? মক্কার সব উপাস্যকে তো গুঁড়িয়ে দিয়েছে মুহাম্মদ। এখন তো শুধু তার উপাস্যই বাকি আছেন। আমি এখন তাঁর কাছে অনুনয় করব?'

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ যতটা কাছে আসছে, ওয়াহশির চেহারা ততটাই বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে একজনকে বলতে শুনল, 'লোকটা এখানেই পালিয়েছে। আমি নিশ্চিত।'

'যে করেই হোক, ওকে ধরতে হবে।'

ওয়াহশি থরথর করে কাঁপছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো তার। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। নিশ্বাসটা সে ধীরে ধীরে ফেলছে। একজনকে বলতে শুনল, 'লোকটা কেন পালাল, বুঝলাম না। সে কি আমাদের ডাকাত ভেবেছে?'

পায়ের আওয়াজগুলো ধীরে ধীরে কাছে আসছে। ওয়াহশি ভয়ে কুঁচকে যেতে লাগল। আওয়াজগুলো আরও কাছে আসছে। ওয়াহশি চোখ বন্ধ করে ফেলল। চোখ খুলে দেখল, লোকগুলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয়ে কেঁদে ফেলল। দলটির নেতা বলল, 'কী হলো? ভয় পাচ্ছ কেন?'

'আমি অসহায়। কপালপোড়া। আমি ক্ষমা চাচ্ছি।'

'এই বেটা! আমরা ডাকাত নই।'

অশ্রুভেজা চোখগুলো বড় বড় করে তাদের দেখল ওয়াহশি। 'তাহলে আপনারা কারা?'

'আমরা হাওয়াজেনের লোক। মুহাম্মদের খবর নিতে বেরিয়েছি।'

'মুহাম্মদের খবর!' বিস্ময়ে হাঁ করে আছে ওয়াহশি।

'হ্যাঁ।'

'আপনারা কি তার ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন?'

নেতা লোকটা হো হো করে হেসে উঠল। 'আমরা হাওয়াজেন গোত্রের লোক। আমাদের ধর্ম আছে। সম্মান আছে। আমরা কখনোই কুরাইশের মতো নই যে ধর্ম বদলে ফেলব বা কেউ আমাদের জীবনব্যবস্থা উল্টে দেবে।'

BanglaBook.org

আনন্দে হেসে উঠল ওয়াহশি। তার অন্তর খুশিতে ভরে উঠেছে। 'আপনারা কি সত্য বলছেন?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে আমাকে একটু পানি দিন। মুহাম্মদ আমাদের আচমকা আক্রমণ করে ভড়কে দিয়েছে।'

'কোনো পাথেয়-পানি ছাড়াই সফরে বের হয়েছ? তুমি মক্কা থেকেও তো খুব দূরে নও!'

তাদের কথায় কোনো কর্ণপাত না করে ওয়াহশি ঢকঢক করে পানি পান করছে। নেতা লোকটা বলল, 'তুমি যা বলছ, সে খবর আমরা জানি। কিন্তু মক্কাবাসী কি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে?'

ওয়াহশি দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, 'সে এত লোক নিয়ে মক্কায় এসেছে, যা আমি জীবনেও দেখিনি। তার বাহিনীতে আনসার-মুহাজিরসহ গতফান, ফাজারাহ, সুলাইম গোত্রের লোকেরা আছে। মক্কাবাসী খেল-তামাশায় ব্যস্ত ছিল। কেউ কোনো প্রতিরোধ করতে পারিনি। তারা বিনা লড়াইয়ে শহরের দ্বার খুলে দিয়েছে। বিলাল কাবার ওপর দাঁড়িয়ে আজান দিয়েছে। কুরাইশের নেতারা মুসলিম হয়ে গেছে। এমনকি আবু সুফিয়ানও ইসলাম গ্রহণ করেছে। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।'

সবাই চুপ হয়ে গেল। ওয়াহশি নেতা লোকটাকে উদ্দেশ করে বলল, 'কিন্তু আপনি কে?'

'আমি মালেক ইবনে আওফ আন-নাজরি।'

'আপনিই তাহলে হওয়াজেনের নেতা?'

'তুমি আমাকে চেনো নাকি, যুবক?'

'কে আপনাকে না চেনে? আপনি আরবের সেরা অশ্বারোহীদের একজন।'

'তুমি কোন গোত্রের লোক?'

'আমি? আমি ওয়াহশি ইবনে হারব। হামজার ঘাতক।'

মালেক ইবনে আওফ গালভরে হাসল। 'তুমিই সেই লোক?'

'আপনি চেনেন আমাকে?'

'চেনাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি এতটা ভীরু-বুজদিল হবে ভাবিনি।'

ওয়াহশি আফসোস করে মাথা নাড়াল। 'মুহাম্মদ আমার রক্তকে অশোধযোগ্য ঘোষণা করেছে। তবু আমি আত্মসমর্পণ করিনি। আমি, ইকরামা ও বনু বকরের কিছু লোক লড়াই করেছি। কিন্তু তা অনর্থক ছিল। আমরা কোনো মোকাবিলায়ই দাঁড়াতে পারিনি। মুহাম্মদের বাহিনী গোটা মক্কা

BanglaBook.org

ছেয়ে ফেলেছে। তাই বাধ্য হয়ে পালিয়েছি। আমি এখন জীবন নিয়ে শঙ্কিত। এটাই বাস্তবতা। একজন মানুষ তার লক্ষ্যে না পৌঁছে এত দ্রুত মরতে চায় না। আমি শুধু মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই বাঁচতে চাই। আমি কোনো মূল্য ছাড়া নিজেকে সমর্পণ করতে চাই না। সে বুঝুক যে আমার সঙ্গে শত্রুতা আর আমার রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করা অতটা সস্তা নয়।'

মালেক ইবনে আওফ মাথা দুলিয়ে বলল, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো, ওয়াহশি! আমার শক্তিশালী বাহিনী আছে। আমরা মুহাম্মদকে আক্রমণ করব। তার দাওয়াত আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছি তার নির্দেশকে। সে প্রস্তুত হওয়ার আগেই আমরা আক্রমণ করব। মক্কায়ই তাকে অবরুদ্ধ করব। সেখানেই তার শেষ ফয়সালা হবে।'

ওয়াহশি শিশুদের মতো আনন্দ প্রকাশ করে বলল, 'মক্কার অনেকেই আপনাদের সাহায্য করবে। তাদের অনেকেই লোক দেখানো মুসলিম। প্রাণের ভয়ে মুসলিম হয়েছে।'

মালেক ইবনে আওফ ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিল, 'যারা অপমান আর লাঞ্ছনাকে মেনে নেয়, তারা পুরুষই নয়।'

'ওভাবে বলবেন না মালেক!'

'ঠিক আছে। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'তায়েফে। সেখানকার মানুষজন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।'

'তোমার কিছু লাগবে, ওয়াহশি?'

'কিছু পাথেয় দরকার ছিল।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। সাকিফের সরদার উরওয়া ইবনে মাসউদকে আমার সালাম বোলো।'

ওয়াহশি আবারও পথ চলতে শুরু করল। তার আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। মনে অসামান্য আনন্দ। আনন্দিত হবে না কেন? হাওয়াজেনের মতো শক্তিশালী গোত্র মুহাম্মদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখনো দুনিয়ায় আত্মমর্যাদাবান লোক আছে। তারা জানে কীভাবে প্রতিরোধ করতে হয়।

'আবু সুফিয়ানের ওপর অভিশম্পাত। দুর্বল চিত্তের কাপুরুষ লোকটা। শুধুই হেকমতের বুলি আওড়ায়। কিছু সময় আগে লড়াই শুরু করলে আজ মক্কায় মুসলিমদের লাশের স্তূপ তৈরি হয়ে যেত।'

অনেক কষ্টে তায়েফে পৌঁছাল ওয়াহশি। রাত-দিন বিরতিহীন পথ চলেছে সে। নিজেকে একটুও বিশ্রাম দেয়নি। সে পৌঁছাতেই লোকেরা তাকে

BanglaBook.org

ঘিরে ধরল। সবার একই প্রশ্ন, 'মুহাম্মদের মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে যে খবর শুনলাম, তা কি সত্য?'

লোকেরা তার কথা কান লাগিয়ে শুনছিল। তাদের মনে পড়তে লাগল সেই দিনটির কথা, হিজরতের আগে যেদিন সে তাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে এসেছিল। সে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিচ্ছিল। তার রিসালাতের প্রতি ইমান আনার আহ্বান জানাচ্ছিল। তাকে কুরাইশের জুলুম থেকে রক্ষা করার কথা বলছিল। তাদের মনে পড়তে লাগল, সেদিন তারা তার সঙ্গে কী বাজে আচরণই না করেছিল। সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিল। গালি দিয়েছিল। পাথর ছুড়েছিল। তার চোখ সেদিন অশ্রুসিক্ত ছিল। সে আল্লাহর কাছে অনুযোগ করছিল। সবকিছু মনে পড়তে লাগল তাদের। সেই মুহাম্মদ কি তাহলে এখন তাদের শায়েস্তা করার জন্য আসছে?

ওয়াহশির কথা শেষ না হতেই সাকিফের এক লোক দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল, 'হে বানু সাকিফ! তোমাদের শহর সুরক্ষিত। প্রাচীরের দেয়ালগুলো দুর্ভেদ্য। দুর্গগুলো সৈনিকদের রক্ষা করতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ তোমাদের দিকেই আসবে। সুতরাং, তোমরা কঠিন পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাও। অস্ত্র আর খাবার জোগাড় করো। সামান্য অবহেলাও কোরো না। এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। বিরাট যুদ্ধ। তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। তোমাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরো। লাতের জন্য জীবন দিতে হবে। এ জন্য নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করো। তোমাদের শত্রুরা যেন শেষ হাসি হাসতে না পারে।'

উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা এখনই প্রস্তুতিতে লেগে পড়ছি।'

ওয়াহশি উপস্থিত একজনকে লক্ষ করে বলল, 'ইনিই কি উরওয়া ইবনে মাসউদ?'

ওয়াহশি না-সূচক জবাব পেল। সে জানতে পারল উরওয়া ইয়ামেনে আছে বর্তমানে।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

বহুদিন পর সুহাইলের দেখা পেল ওয়াহশি। দুই বন্ধু উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো। অতীতের কথা-কাটাকাটি, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির মতবিরোধের কথা ভুলে গেল। ওয়াহশি স্থির হয়ে বলল, 'আমি তায়েফে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার শঙ্কা ছিল তোমাকে পাব না। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বহু আগেই মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। বিশেষত, তুমি তো বহুদিন হলো নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন করে আসছিলে। যখন নিজ চোখে তোমাকে দেখলাম, তখন নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একজন একনিষ্ঠ বন্ধু এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিয়ামত, সুহাইল। এই ব্যাপারটা মানুষ বিপদে না পড়লে বুঝতে পারে না। আমি জানি, মক্কায় শেষ সাক্ষাতের সময় আমি তোমার সঙ্গে খুবই বাজে আচরণ করেছিলাম। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ছিল, আমি তায়েফে এলে তোমার হৃদয়ে বিশেষ একটা স্থান পাব। তোমার বাড়িতেও জায়গা পাব।'

'তুমি এখানে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারো। তোমার প্রতি আমার অনুভূতি এখনো সামান্য বদলায়নি। আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি অবশেষে মহাসত্যের সন্ধান পাবেই।'

'মুহাম্মদ ছাড়া অন্য কারও কাছে যদি মহাসত্য থাকত, তাহলে আমি সেটা গ্রহণ করতাম।'

'এভাবে বোলো না।'

ওয়াহশির চোখ বেদনায় নীল হয়ে গেল। সে বলল, 'আমি আমার ঘরবাড়ি, উট-বকরি, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই মক্কায় ফেলে এসেছি। একটা মানুষের জীবনের ভয়ে ছুটে বেড়ানো কতটা কষ্টের, সে তুমি বুঝবে না। মানুষ এ পরিস্থিতিতে যে অপমান আর লাঞ্ছনা বোধ করে, তা সহ্য করা যায় না।'

'তোমার এই অনুভূতিতে আমি খুবই আনন্দিত।'

'আমার কষ্টে খুশি হচ্ছ তুমি?'

'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদেরও হিজরতের সময় এমন অনুভূতি হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'তারা তো স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেছে।'

'আর তুমি?'

'আমি যদি মক্কায় থাকতাম, তাহলে মুহাম্মদ আমার গর্দান উড়িয়ে দিত।'

'তাহলে তুমি কেন দেশত্যাগ করলে?'

'নিজের জীবন রক্ষার জন্য।'

'তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবো। আসলেই তোমার চিন্তাশক্তি সীমিত।'

'তাহলে আমি এখন কী করতে পারি, বলো?'

'তোমার এখন চিন্তা করা উচিত, মুহাম্মদ সত্যের ওপর আছেন কি না।'

'নিজের জীবনকে হুমকির মুখে রেখে এমন চিন্তার কী মূল্য আছে?'

'সম্ভ্রান্ত মানুষেরা সত্যের অনুসারী হয়, যদিও তাতে তাদের জীবন চলে যায়।'

'আমার জীবন আমার কাছে জগতের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। তা ছাড়া মুহাম্মদ যে দাওয়াত দেয়, তা আমার অন্তরে প্রবেশ করে না।'

'তুমি তোমার মতো থাকো গিয়ে।'

সুহাইল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ভাবছিলাম। তিনি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিময় যুদ্ধে আছেন। পূর্বের যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণের গৌরব আমি হারিয়েছি। তাই মক্কা বিজয়ের সময় থাকা আমার একান্ত কর্তব্য ছিল। আমার মনে হয় না, আমি তায়েফে সাকিফের সঙ্গে বেশি দিন থাকব।'

'তুমি মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত হলে না কেন?'

'এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ওয়াহশি।'

সুহাইল নিজের গোপন কথা প্রকাশ করল না। সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি মিশনের এক বড় কাজে তায়েফে থেকে গেছে। দক্ষ ব্যবসায়ী সে। বিভিন্ন জায়গায় তার আসা-যাওয়া। এক দেশ থেকে আরেক দেশ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওঠাবসা হয় এ সুবাদে। সে তায়েফে যে দুর্গে বাস করে, তা নবীজির শত্রুপক্ষের দুর্গ। তার দায়িত্ব হলো এখান থেকে বিভিন্ন সংবাদ মদিনায় পৌঁছে দেওয়া। সে তাই সবকিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তার দায়িত্বটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণও বটে।

'কী ভাবছ, সুহাইল?'

'না, তেমন কিছুই নয়। আল্লাহর অনুগ্রহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিজয় লাভ করবেন। তিনি সত্যের ওপরই আছেন, ওয়াহশি। না

BanglaBook.org

হলে তোমার-আমার মতো গোলাম কাবার ওপর উঠতে পারে না। অথচ আমাদের মতো এক তুচ্ছ দাস হারামের সবচেয়ে সম্মানিত স্থানে আরোহণ করে। তার আজানের ধ্বনি শুনে লোকেরা নামাজের জন্য আসে। সেই বিলাল, ওয়াহশি! মনে পড়ে তার কথা?'

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তার চেহারায় প্রশান্তির ছাপ ছিল। কদমে ছিল আত্মবিশ্বাস। কিন্তু সে বুজদিল। গভীরভাবে ভাবতে জানে না। বাস্তবতা যাচাই করতে পারে না।'

'আসলে তুমি সবকিছুকে উল্টো চোখে দেখো। অন্যের বিশ্বাসকে নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করে দাও। নিজের অবাধ্যতার পেছনে অজুহাত খাড়া করতে চাও। বিলাল বুজদিল নয়। সে তোমার-আমার চেয়ে বেশি সাহসী। আল্লাহ তার হৃদয়ে খুব কঠিন সময়ে হেদায়েতের আলো জ্বালিয়েছেন। সে এমন সময় ঈমান এনেছে, যখন কুফরি শক্তির প্রচণ্ড প্রতাপ। সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও ঈমান ত্যাগ করেনি। পাহাড় টলে যাবে, তবু তার ঈমান টলবে না। বুকে পাথরচাপা অবস্থায়ও সে চিৎকার করে গেছে "আহাদ আহাদ" বলে।'

'আবু জাহেল যদি কবর থেকে উঠে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, তাহলেই আমি ঈমান আনব। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর এমন অনেকেই ঈমান এনেছে, যাদের অন্তর কুফরে ঠাসা। তারা মুহাম্মদের বিপর্যয়ের অপেক্ষায় আছে। হাওয়াজেন গোত্র এখন মুহাম্মদের ওপর প্রবল আক্রমণ করবে। তারা যদি সফল হয়, তাহলে মুহাম্মদ আর ইয়াসরিবে ফিরে যেতে পারবে না।'

'যদি তুমি শুধু যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকটাই লক্ষ করো, তাহলেই দেখবে মুহাম্মদের সঙ্গে ১২ হাজার লোক আছে। মুসলিমদের বিজয় নিশ্চিত।'

***

সকালবেলা। তায়েফে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। অধিকাংশ গুজবই ছিল হাওয়াজেন সাকিফ ও তাদের মিত্রদের ব্যাপারে। তারা ভোরেই মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেছে। তাদের দুই পাহাড়ের মধ্যখানে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। আক্রমণ করা হয়েছে পাহাড়ের ওপর দিক থেকে। মুসলিমরা তখনো ফজরের নামাজে ব্যস্ত ছিল। আচমকা আক্রমণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে ভুলক্রমে নিজেদের মধ্যেই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। ময়দান থেকে অনেকেই পালিয়ে যায়।

BanglaBook.org

ওয়াহশি আনন্দে তালি বাজাতে লাগল। সুহাইলের চেহারায় দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে মুখে কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ পরই তায়েফবাসী লক্ষ করল, তাদের বাহিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছনের দিকে ফিরে আসছে। তারা নিজেদের দুই চোখকে বিশ্বাস করাতে পারল না। এ কী হচ্ছে?

ওয়াহশির চেহারা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সে বলল, 'এসব কী হচ্ছে আমাকে বুঝিয়ে বলো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পালিয়ে আসা এক অশ্বারোহীকে তায়েফবাসী ঘিরে ধরল। ওয়াহশি এগিয়ে দেখল, এ তো সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে হাওয়াজেনের সরদার মালেক ইবনে আওফ বলে পরিচয় দিয়েছিল। লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'আমি যা দেখলাম, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারছি না। শুরুতে তো আমরা তাদের প্রায় পরাস্তই করে ফেলেছিলাম। তারা ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে আবু সুফিয়ান বলে উঠল, একমাত্র সমুদ্র ছাড়া কেউই মুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে না। হঠাৎ মুহাম্মদ অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে রণাঙ্গনে ফিরল। মুহাজির ও আনসারদের বাইয়াত ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে ডাকতে লাগল। তার কথাগুলো জাদুর মতো প্রভাব ফেলল। তারা আবারও মুহাম্মদের পাশে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। দৃশ্যপট বদলে গেল। আমাদের সঙ্গে আমাদের নারী-শিশুরাও ছিল। তারপর আর কী বলব? মুহাম্মদ সবকিছু দখল করে নিল। নারী-শিশুদের বন্দী করে ফেলল। বহু সৈনিকও বন্দী হলো। উট, ঘোড়া, বকরি খোয়া গেল অসংখ্য। সহায়-সম্পত্তি, মানসম্মান সব হারিয়ে আমাদের এখন বেঁচে থেকে আর কী লাভ?'

তারপর উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে তায়েফবাসী! মুহাম্মদ তোমাদের দুয়ারে চলে এসেছে। এখন তোমরা হয়তো আত্মসমর্পণ করবে, নয়তো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। তোমাদের যেটা খুশি বেছে নাও।'

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'যুদ্ধ করব। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকবে লড়াই করে যাব।'

'স্মরণ রেখো, মুহাম্মদ কিন্তু তোমাদের সেই অতীতের ব্যবহার ভুলে যায়নি।'

সুহাইল এবার সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমরা ভুল করছ। মুহাম্মদের কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি তো মক্কাবাসীকে বলেছেন, "যাও তোমরা মুক্ত।"'

সুহাইলের কথা শুনে লোকেরা চিৎকার করে উঠল। তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে লাগল। পাশ থেকে একজন তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'ধ্বংস হ নিকৃষ্ট গোলাম কোথাকার।'

BanglaBook.org

তায়েফবাসী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তারা লাতের শরীরে হাত রেখে শপথ নিল–যেকোনো মূল্যে তারা বিজয় ছিনিয়ে আনবে। কোনোভাবেই মুহাম্মদের হাতে তারা পরাজিত হতে চায় না।'

পরদিন সকালে সুহাইলকে আর তায়েফে খুঁজে পাওয়া গেল না। ওয়াহশি তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও পেল না।

BanglaBook.org

সাতাশ

উহুদের পর থেকে আজ পর্যন্ত ওয়াহশি নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে এমন কোনো খবর শোনেনি, যাতে তার হৃদয় শীতল হয়। যখনই মুসলিমরা কোথাও আক্রান্ত হয়েছে কিংবা সাময়িক কোনো পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে, তখনই সে আনন্দবোধ করেছে। কিন্তু তার সেই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। ওয়াহশি তাই কামনা করছিল, মুসলিম বাহিনী তায়েফ অবরোধ করলে এবার যেন তাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে।

বনু সাকিফ নিজেদের কেল্লা ও দুর্গে সতর্ক অবস্থান নিয়ে মুসলিমদের সামনে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তাদের কাছে খাবার, সম্পদ, লোকবল, অস্ত্র সবই ছিল। তাদের শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য। মুসলিম বাহিনী কেল্লা ও দুর্গগুলো দখলের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করল। বিভিন্ন অস্ত্র ও পদ্ধতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তায়েফের লোকেরা তির দিয়েই সবকিছুর মোকাবিলা করছে। তাই দীর্ঘ অবরোধ ছাড়া মুসলিমদের বিজয়ের কোনো রাস্তা ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, তিনি হারাম মাসগুলোতে অবরোধ ছেড়ে চলে যাবেন। হারাম মাস শেষ হলে আবারও অবরোধ করবেন।

ওয়াহশির মন আনন্দে নেচে উঠল। সে তায়েফের অবরোধে বনু সাকিফের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিল। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। ফলে মুসলিম বাহিনী তায়েফ দখলে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তারা মক্কা দখল করেছিল নিতান্ত অল্প সময়ে। হাওয়াজেন গোত্রকেও পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিল। তাই ওয়াহশির মনে হলো, এই সাকিফ গোত্রই মুসলিমদের স্বপ্নভঙ্গের চূড়ান্ত আঘাতটি হানবে।

এ সময় একদিন সুহাইল আচমকা নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে এল। ওয়াহশি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ছিলে তুমি?'

'আমি সাকিফের পক্ষে যুদ্ধে জড়াতে চাইনি, তাই তায়েফ ত্যাগ করেছিলাম।'

ওয়াহশির কাছ থেকে সে আসল সত্যটা এড়িয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে তায়েফে ফিরেছে, তার কথা গোপনই রাখল। সে

BanglaBook.org

তায়েফের মানুষের মানসিক অবস্থা ও সামরিক প্রস্তুতির খবর নিতে এসেছে। ওয়াহশি বলল, 'দেখলে তো ওয়াহশির দিন কীভাবে বদলায়? দেখলে তো মুহাম্মদের বাহিনী কেমন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়? তুমি যে সহজ বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিলে, তা নিতান্ত এক দুঃস্বপ্ন বৈ কিছু নয়। এর কোনো বাস্তবতা নেই।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমার আরেকটা মত আছে।'

'কী?'

'এক বছর যেতে না যেতেই গোটা তায়েফ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবে এবং নবী মুহাম্মদের বাহিনীতে গিয়ে মিলিত হবে। কারণ, আশপাশের সব গোত্র মুসলিম হয়ে গেছে। সাকিফ ইসলাম গ্রহণ না করলে তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে। সাকিফের পক্ষে এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তারা গোটা আরবের সঙ্গে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, ওয়াহশি।'

তাদের কথার মধ্যখানেই কেউ একজন দরজায় মৃদু করাঘাত করল। সুহাইল দরজা খুলে আগন্তুককে বলল, 'কী খবর নিয়ে এসেছ?'

'তুমি জানো না?'

ওয়াহশি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। খবর শোনার জন্য আগন্তুকের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কী হয়েছে, বলো।'

'হাওয়াজেনের সরদার মালেক ইবনে আওফ পালিয়েছে।'

'মালেক পালিয়েছেন? কীভাবে? আর কেনই-বা তিনি পালাবেন?'

'হাওয়াজেনের লোকেরা আল্লাহর রাসুলের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা তাদের নারী-শিশুদের মুক্তি চেয়েছে। আল্লাহর রাসুল খুশি হয়ে তাদের আবেদন মঞ্জুর করে নিয়েছেন। এখন সবাই মুক্ত। তারা আল্লাহর রাসুলের কাছ থেকে লিখিয়ে এনেছে যে মালেক তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের ফিরিয়ে দেবেন এবং সঙ্গে এক শ উটও দেবেন। এ খবর শুনে মালেক সাকিফের অজান্তেই তার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

সুহাইল আনন্দে হেসে উঠল। 'এ তো মাত্র শুরু। বাকিটা আসছে।'

আগন্তুক এবার মুখ কালো করে বলল, 'এ তো গেল সুসংবাদ। এবার দুঃসংবাদটাও নাও, সাকিফের সরদার উরওয়া ইবনে মাসউদের কী হয়েছে শুনলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। তিনি যুদ্ধের সময় ইয়ামেনে ছিলেন। যুদ্ধ

BanglaBook.org

চলাকালেই ফিরে এসেছেন। এসে সাকিফের নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন অবাধ্যতা না দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। তারপর তাদের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে নামাজের জন্য আজান দেন। আজানে থাকা অবস্থায়ই সাকিফের নেতারা তাঁকে হত্যা করে ফেলে।'

সুহাইল উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তাকে হত্যা করে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ, সুহাইল! তিনি হাসছিলেন আর বলছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে তাঁর রাস্তায় শাহাদাত দান করেছেন।'

'আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আমি জানতাম, তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উপযুক্ত সময়ের আগে সেটা প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তো সাহসী মানুষ। কোনো নিন্দুকের নিন্দা তিনি পরোয়া করেন না। নিঃসন্দেহে তাঁর রক্ত বৃথা যাবে না। নবীজি তার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবেন, যদি বনু সাকিফ ইসলাম গ্রহণ না করে।'

ওয়াহশির চেহারায় সংকীর্ণতা ফুটে উঠল। সে বলল, 'বনু সাকিফ উচিত কাজ করেছে। হত্যাই বিশ্বাসঘাতক নেতার উপযুক্ত প্রতিদান। উরওয়া তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিদান পেয়ে গেছে।'

একটি উত্তাল দিন কেটে গেল। বনু সাকিফ প্রচণ্ড শঙ্কায় ছিল। চারদিক থেকে তারা বিপদের ভয় করছিল। কোনো রকম স্থিরতা ছিল না তাদের। নেতারা ঘুমাতে পারছিল না। তারা নিশ্চিত, মুহাম্মদ তাদের পরাস্ত করবেই। হয়তো দ্রুতই। নতুবা কিছুদিন পর। তাদের জুলুমের প্রতিদান পাওয়ার সময় বোধ হয় ঘনিয়ে এসেছে। তায়েফের বিজ্ঞ লোকেরা বলল, 'মুহাম্মদ সত্যের ওপর আছেন। আমরা কোনো কারণ ছাড়াই অহমিকা করছি। নিজেদের ও সন্তানদের প্রাণ হুমকির মুখে ফেলছি।'

ওয়াহশি তাদের কথার মধ্যখানে বলে উঠল, 'কিন্তু আমাদের সম্মান?'

'সত্যই সবার চেয়ে ঊর্ধ্বে। আমাদের বিরোধিতা এখন শুধুই নির্বুদ্ধিতার কারণে। তা ছাড়া নির্দোষ উরওয়ার রক্তের দায় এখন আমাদের কাঁধে। আমরা এই লজ্জা কিছুতেই মুছতে পারব না।'

ওয়াহশি বলল, 'আসল কথা হলো, তোমরা মুহাম্মদের মোকাবিলা করার শক্তি রাখো না।'

'চুপ করো।'

কিছুক্ষণ পরই সাকিফের নেতারা ইসলাম গ্রহণের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পূর্বের ভুলের জন্য

BanglaBook.org

তারা লজ্জিত হলো। সাকিফের প্রতিনিধিদলের আগমনে নবীজি খুশি হলেন। যথাযথ সম্মান করলেন সবাইকে এবং সফলতার সুসংবাদ দিলেন। প্রতিনিধিদল নবীজির দোয়া ও নির্দেশনা নিয়ে তারা তায়েফে ফিরল। নবীজি তাদের সঙ্গে আবু সুফিয়ান ও মুগিরা ইবনে শুবাকে পাঠালেন। তায়েফবাসীর মূর্তি লাতকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ওয়াহশি তার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখছিল। এ কি সেই আবু সুফিয়ান? এসব কী দেখছে সে! সে কি পাগল হয়ে গেছে? নাকি চোখে ভুল দেখছে? মক্কায় কুফরের মাথা, মুহাম্মদের সবচেয়ে বড় শত্রু যে আজ মুহাম্মদের মিশনের কর্মী হয়ে তায়েফের মূর্তি ভাঙতে এসেছে! হায়রে কপালপোড়া ওয়াহশি! তোর সব আশা শেষ। তোর সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ। এখন মৃত্যু চতুর্দিক থেকে তোকে ঘিরে ধরেছে। গোটা হেজাজ আজ মুসলিম। তুই ছাড়া আর কেউ অমুসলিম নেই। সবাই পথভ্রষ্ট হবে আর তুই একাই সঠিক পথে যাবি, এটা কী করে সম্ভব? জীবনভর তুই মরীচিকার পিছু ছুটেছিস। বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করিসনি। এখন তো আবু সুফিয়ানও মুসলিম হয়ে একজন দাঈ হয়ে গেল। তোর কী হবে এখন? হিন্দা, ইকারামা, জুবাইর–সবাই মুসলিম। সাকিফ, হাওয়াজেনও ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। মালেক ইবনে আওফের মুখেও কালেমায়ে শাহাদাত। সব শেষ। যেটা অসম্ভব ছিল, সেটাই এখন বাস্তব। জাজিরাতুল আরবে এ বাস্তবতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এখন কোথায় যাব আমি? আমি কি মুহাম্মদের তরবারি আমার গলার ওপর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব? তারপর তো সব শেষই হয়ে যাবে। ওয়াহশি চিৎকার দিল। তার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। 'না...না...! আমি নিজের হাতে নিজেকে শাস্তি দেব। কোথায় আমার বর্শা? আমি আমার বুকে গেঁথে ফেলব।'

ওয়াহশি বর্শা হতে নিল। বুকের মধ্যখানে বিদ্ধ করার জন্য আঘাত করতে যাবে, এমন সময়ই একটা হাত আচমকা বর্শাটা ধরে ফেলল। ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওয়াহশির কাছ থেকে। 'এ কী করছ তুমি, ওয়াহশি?'

'এখানে কেন এলে তুমি, সুহাইল?'

'ওয়াহশি! আল্লাহর দুয়ার এখনো খোলা। তাঁর দরজায় কোনো প্রহরী নেই। কোনো দারোয়ান নেই। যেকোনো মানুষের জন্যই তা উন্মুক্ত। তুমি যদি সে দরজায় প্রবেশ করো, তবে আলোর সন্ধান পাবে। কল্যাণের বারিধারা নেমে আসবে তোমরা জীবন-বসুধায়। নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা পাবে। তিনি তোমাকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেবেন।'

BanglaBook.org

ওয়াহশি সন্দিগ্ধ চোখে সুহাইলের দিকে তাকাল। বলল, 'এসব কী বলছ তুমি? নিশ্চয় আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ। তুমি আমাকে তোমার রাসুলের কাছে বলির পাঁঠা হিসেবে পেশ করতে চাও।'

'ওয়াহশি, আমি যা বলছি সত্য বলছি।'

'সুহাইল, আমি হামজাকে হত্যা করেছি, তিনি রাসুলের চাচা, তুমি কি এটা ভুলে গেছ?'

'তুমি বিষয়টা এভাবে ভেবো না।'

'তাহলে কীভাবে ভাবব?'

'তুমি আল্লাহর দাওয়াতের দিকে লক্ষ করো। সেটা সত্য কি না। তারপর যা হওয়ার হবে।'

'তারপর আমার মৃত্যু হবে।'

'না, ইসলাম তোমাকে রক্ষা করবে।'

'কারও প্রতি আমার বিশ্বাস নেই।'

'না থাকারই কথা। কারণ, তুমি আল্লাহকে চেনো না। নবুওয়াতের বটবৃক্ষের নিচে বসবাসের প্রশান্তির কথা জানো না।'

'আমি হাবশা কিংবা ইয়েমেনে চলে যাব। জানি, সেখানেও দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়বে না। কিন্তু আমি মুসলিমদের তরবারির সামনে মাথা পেতে দিতে রাজি নই।'

সুহাইল তাকে টেনে ধরল। তারপর জোর গলায় বলল, 'আমি তোমাকে এভাবে শেষ হয়ে যেতে দেব না। এটাই শেষ সুযোগ। তোমাকে এবার সত্যের দিকে টেনে নিয়ে যাব। সম্মানিত জীবনের পথে জোর করে নিয়ে যাব।'

ওয়াহশি কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নার আতিশয্যে সে ফোঁপাতে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'হায়, আমি জানি তিনি সত্য। আমি অনুভব করি, আল্লাহ আমার হৃদয়ে একটা আলো জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে গেছে। মুহাম্মদই সত্যের ওপর আছেন, সুহাইল! আমি বহু আগেই একা একা চিন্তা করে সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। নির্বুদ্ধিতা আর একঘেয়েমির আড়ালে আমি বাস্তবতাকে লুকাচ্ছিলাম। মুহাম্মদ যে সত্যের ওপরে আছেন, তা বোঝার জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি মুসলিমদের যুদ্ধের ময়দানে দেখেছি। বিলালকে আজান দিতে দেখেছি। আমি নাহিলাকে দেখেছি। ভয়ে জমে যাওয়ার মানুষ ছিল সে। কিন্তু ভিতু এ মেয়েটিই কীভাবে আগুন আর

BanglaBook.org

লোহাকেও পরোয়া না করে ইমানের কথা প্রকাশ করল, আমি দেখেছি। দেখেছি পতিতা রুমিয়াকেও। সে তার পতিতার পেশা ত্যাগ করেছে। পাপাচারের পথ ছেড়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়েছে। মুহাম্মদ সকল মানুষকে তাঁর বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন। কাউকে ফিরিয়ে দেননি। আমি যে সত্যিকারের স্বাধীনতা তালাশ করছিলাম, যে প্রকৃত সম্মানের পিছু ছুটছিলাম, তা শুধু তাঁর কাছেই আছে। কিন্তু...! কিন্তু তাঁর মধ্যে আর আমার মধ্যে একমাত্র প্রতিবন্ধক হলো হামজার রক্ত। অথচ যারা হামজাকে হত্যা করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তারাও আজ ইসলাম গ্রহণ করেছে।'

সুহাইলের চোখও অশ্রুতে ভিজে উঠল। সে বলল, 'তিনি যদি কুফরের হোতাদের মাফ করে দিয়ে থাকেন, যারা কিনা তাঁর চাচাকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাহলে তোমাকে কেন মাফ করবেন না? আল্লাহর কসম! কোনো ব্যক্তি মুসলিম হতে চাইলে নবীজি এতটাই খুশি হন যে তাকে দুনিয়াভর্তি সোনা দিলেও অতটা হবেন না।'

ওয়াহশি চোখ তুলে তাকাল সুহাইলের দিকে। তার অশ্রুসিক্ত চেহারায় এবার প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। সে বলল, 'তুমি যা বলছ এ ব্যাপারে কি তুমি নিশ্চিত?'

'আমি পরিপূর্ণ নিশ্চিত। তুমি তাঁর কাছে যাও। গিয়ে সাক্ষ্য দাও যে এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। তাহলেই তোমার রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, তুমি তোমার ভেতর সেই প্রশান্তি লাভ করবে, যা জীবনভর খুঁজে বেড়িয়েছ। তোমার ভেতর থেকে বিদ্বেষের আগুন নিভে যাবে। অহমিকা দূর হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহের চাদরে জড়িয়ে যাবে তুমি। যিনি আসমান-জমিনের স্রষ্টা। সকল মানুষের প্রতিপালক।'

ওয়াহশি মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। সুহাইলের চেহারা আনন্দের আতিশয্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওয়াহশি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি।'

'কাকে?'

'হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে। আমি তাঁকে জাগ্রত-ঘুমন্ত সব অবস্থায় দেখতে পাই। তিনি আমার দিকে এখন তাকিয়ে আছেন। মুচকি মুচকি হাসছেন। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? আমি তাঁর গভীর মুচকি হাসির রহস্য বুঝতে পারি না, সুহাইল। আমাকে বাঁচাও, আমার হাতটা ধরো। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি।'

BanglaBook.org

সুহাইল তাকে বুকে জড়িয়ে নিল। মমতার সঙ্গে জড়িয়ে রাখল কিছুক্ষণ। সান্ত্বনার সুরে বলল, 'ভাই আমার! ভয় পেয়ো না। আল্লাহর কিতাবে আছে, আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বের সব পাপ মোচন হয়ে যায়, ওয়াহশি! তুমি যখন নবীজির সামনে দাঁড়িয়ে ঈমানের সাক্ষ্য দেবে, তখন যেন তুমি নতুন করে জন্মলাভ করবে। তোমার কোনো পাপ থাকবে না। কোনো অপরাধ থাকবে না। কোনো দুঃখও থাকবে না।'

ওয়াহশির অশ্রু শুকিয়ে গেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে সে বলল, 'তোমার কথাগুলো সত্যিই আমার রোগের ওষুধ, যা আমার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমার চোখ দুটো খুলে দিয়েছে। আমি এখন আলো দেখতে পাচ্ছি। ভালোবাসা আর স্বপ্ন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আটাশ

মদিনার দিকে ছুটে চলেছে ওয়াহশি। সূর্যের আলো তার কালো কুচকুচে চেহারায় পড়ে চিকচিক করছে। সে এখন আগের চেয়ে শান্ত ও স্থির। এখন আর মৃত্যুর ভয়ে পালাচ্ছে না সে। তার হৃদয়ে এখন রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সে কীভাবে রাসুলের চোখের দিকে তাকাবে? শহিদ হামজার রক্তমাখা চেহারা তার আর রাসুলের মধ্যে কী বেদনার্ত পরিবেশই না সৃষ্টি করবে। রাসুলের পাশের লোকগুলো ক্রোধ নিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকবে। তারা সেই বেদনাময় দাস্তান শুনবে, যা নবীজিকে উহুদের দিন বেদনার্ত করেছিল। তাদের চোখে ভেসে উঠবে হামজার লাশ। তাঁর বিকৃত করা চেহারার ছবি।

'হ্যাঁ, আমি তাঁকে গুপ্তহত্যা করেছি। খোলা ময়দানে তাঁর মোকাবিলা করার মতো সাহস আমার ছিল না। তখন আমার বিবেক মোটেও সুস্থ ছিল না। আমি স্বাধীনতা লাভ করার জন্য যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি উপায় তালাশ করছিলাম। কিন্তু উদ্দেশ্য আর অছিলার মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা উপলব্ধি করার মতো বিবেক আমার ছিল না। আমি ভাবতাম, স্বাধীনতা আমার সবকিছু বদলে দেবে। আমার দুর্দশা দূর করে দেবে। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পর আমি তার চেয়েও সংকটময় অবস্থায় পড়লাম। আমার বন্দিত্ব আর কষ্ট আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমি ক্ষীণবুদ্ধির মানুষ ছিলাম। আমার কোনো আদর্শ ছিল না।

'আমার মনে এমন সব বিদ্‌ঘুটে ভাবনা ভিড় করত, যা নিয়ে কখনো ভাবা উচিত নয়। আমি ভাবতাম, সব মানুষ পশুর মতো। প্রত্যেকে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে। খাবারের জন্য তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। তারপর আরেকজনের থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের পেট পুরে। আমি নিজেই আসলে পশুর মতো ছিলাম। এটাই তিক্ত বাস্তবতা। আমি কখনো বুঝতে চাইনি, এখানে এখনো কিছু মানুষ স্বপ্নের মতো বেঁচে আছে। কী নিকৃষ্ট ছিল আমার ভাবনাগুলো। হায়! সেই দিনগুলো যদি আবারও ফিরে আসত, যদি আবারও নতুন করে শুরু করতে পারতাম নিজের জিন্দেগি, তাহলে অনেক নির্বুদ্ধিতাই আমি এড়িয়ে যেতাম।

BanglaBook.org

'আমি অন্ধ ছিলাম। একরোখা ছিলাম। স্বার্থপরতা আর বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতাম না। আমি বুঝতাম না যে এই স্বার্থপরতা আর বিদ্বেষ কষ্ট ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। এতে কিছুতেই স্বাধীনতা আর সুখময় জীবনের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এই নির্বুদ্ধিতা নিয়েই আমি জীবনের অধিক সময় কাটিয়েছি। একসময় হামজাকে হত্যা করে সবচেয়ে বড় অপরাধটা করে ফেলেছি। হায় লজ্জা আমার! আমি এটা নিয়ে একসময় গর্ব করতাম। নাক উঁচু করে চলতাম। জানতাম না যে এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের কারণ। আজ আমি মদিনায় যাচ্ছি। লজ্জায় আমার মস্তক অবনত। দৃষ্টি নিম্নমুখী। আমার সঙ্গে যাচ্ছে আমার লাঞ্ছনা। আমার কালো অতীত। নিকৃষ্ট ইতিহাস। মুহাম্মদ যদি আমাকে হত্যা করে ফেলতেন, তাহলে উপযুক্ত কাজই করতেন। এখন যা হওয়ার হবে। আমি সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছি, আমার হৃদয়ে হেদায়েতের আলো প্রবেশ করেছে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি–এটাই সবচেয়ে বড় কথা।'

কয়েক দিন পর ওয়াহশি মদিনায় পৌঁছাল। সে গোপনে শহরে প্রবেশ করল, যেন কেউ টের না পায়। তারপর রাসুলের খবরাখবর নিতে লাগল। তাঁর অবস্থান সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর নিল। একদিন ত্রস্ত পায়ে গিয়ে সে হাজির হলো রাসুলের দরবারে। রাসুল বিনয়ের সঙ্গে বসে আছেন। তাঁর চোখে বিশ্বাসের আভা, যেন ভালোবাসা ঠিকরে বেরোচ্ছে। কপালে যেন বিশ্বাসের আলো জ্বলজ্বল করছে। ওয়াহশি হঠাৎ তাঁর সামনে এসে বসে পড়ল। তারপর বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ! আমি সাক্ষ্য দিতে এসেছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আর আপনি তাঁর বান্দা ও রাসুল।'

নবীজি খুশি হয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর তাঁর সামনে বসে থাকা লোকটার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। এবার তাঁর হাসি নিমেষেই হারিয়ে গেল। বেদনার রেখা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'তুমি ওয়াহশি?'

'জি, আল্লাহর রাসুল।'

নবীজি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। চেহারায় তাঁর সীমাহীন বেদনার ছাপ। খানিক পর তিনি মুখ খুললেন, 'বসো, কীভাবে হামজাকে হত্যা করেছিলে তার বর্ণনা দাও তো।'

ওয়াহশির চোখ অশ্রুতে ভিজে উঠল। সে সবকিছু বলতে লাগল। রাসুল সবচেয়ে বেদনাময় কথাটি শোনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর চোখে ভাসছে বীর শহিদদের চেহারা। বিশেষ করে, হামজার অবয়ব। যাঁরা তাঁদের প্রাণের

BanglaBook.org

বিনিময়ে ইসলাম নামের এই সুরম্য প্রাসাদ গড়ে গেছেন। যার পরিণতিতে আজ গোটা আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। দূরদূরান্তে পৌঁছে গেছে একত্ববাদের নিগূঢ় আহ্বান। এ বিজয় আর সফলতার পেছনে যাঁদের অবদান, নবীজি তাঁদের কীভাবে ভুলে যাবেন? ওয়াহশি কথা শেষ করতেই তিনি বললেন, 'হায় কপালপোড়া ওয়াহশি! তোমার এই চেহারা আমার থেকে গোপন করে রেখো।'

মূর্খ, গোঁয়ার ওয়াহশি এখন ইসলামের বিভায় উদ্ভাসিত। তিনি এখন রাসুলে আরাবির সাহাবি। একজন স্বাধীন মুসলিম। কিন্তু আফসোস! রাসুলের কথাগুলো তাঁর করোটিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বারবার, 'হায় কপালপোড়া ওয়াহশি! তোমার এই চেহারা আমার থেকে গোপন করো।' এ কথাগুলোতে যে কত কষ্ট আর লজ্জা লুকিয়ে আছে, তা ওয়াহশি ছাড়া আর কে বুঝবে? এর চেয়ে যে মরে যাওয়াই ভালো ছিল।

'আহ্ সুহাইল, তিনি যদি আমাকে হত্যা করে ফেলতেন, তবু আমি শান্তি পেতাম। নবীজি আমাকে বললেন, "হায় কপালপোড়া ওয়াহশি! তোমার এই চেহারা আমার থেকে গোপন করো।" এ কয়েকটা শব্দের ওজন গোটা আরব উপদ্বীপের চেয়েও ভারী। ইতিহাস এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে ফেলবে। পরবর্তী প্রজন্মও এটা জানবে। এই কয়েকটা শব্দ আমার মাথা, আমার দেহ, আমার সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি এখন কিছুতেই সুখ পাচ্ছি না। কিন্তু আল্লাহর দাওয়াত গ্রহণ করতে পেরে আমি সুখবোধ করছি। বিশ্বাস করো সুহাইল, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ এ কথাগুলো বলত, আমার অনুভূতিতেও আসত না কথাগুলো। মনে কোনো প্রভাবই পড়ত না। তিনি বলেছেন, যিনি দুই জাহানের সরদার!

'মানুষের কত সুখ। তারা রাসুলের কাছে যায়। তাঁর কথা শোনে। তাঁর মূল্যবান উপদেশগুলো গ্রহণ করতে পারে। তাঁর পবিত্র হাতটা ছুঁয়ে দিতে পারে। বলতে পারে নিজের কষ্টের কথাগুলো। আমি একাই দুঃখী। আমি তাঁকে দূর থেকে দেখি। চেষ্টা করি, যাতে তিনি আমাকে দেখতে না পান। তবে আমি দুই চোখ ভরে নবুওয়াতের সুধা পান করি। তারপরও আমার ভেতরে তার নৈকট্যলাভের পিপাসা তীব্র থেকে তীব্র হতে থাকে। আমি কি সারাটা জীবন এমন পিপাসার্তই থেকে যাব, সুহাইল? আমি মসজিদে গিয়ে এমন একটি খুঁটি তালাশ করি, যেটার আড়ালে দাঁড়ালে তিনি আমাকে দেখতে পাবেন না। তিনি মিম্বরে ওঠেন। কথা বলেন। আহ্! তিনিই তো আমাকে বলেছেন, "তোমার এই চেহারা আমার থেকে গোপন করো।" যেন

BanglaBook.org

আমার চেহারায় এখনো শহিদ হামজার রক্ত লেগে আছে। হয়তো তিনি আমার ভেতরের সেই জিঘাংসার কথাও জেনে ফেলেছেন। হামজাকে হত্যা করাই আমার জীবনে সব দুঃখ-দুর্দশা টেনে আনল! এ কাজটাই আমাকে মুক্তি থেকে বঞ্চিত করল। আমার জীবনটাতে হতাশার রং লেপে দিল। আমাকে অবাধ্য আর গোঁয়ার বানিয়ে দিল। আমি এই একটা কারণেই জীবনের সব বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিলাম। হামজার মৃত্যু যেন একটা অভিশাপ আমার জন্য, যা আমাকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়াবে। আমার ভালোবাসা, স্বপ্ন সব ধূলিসাৎ করে দেবে। "তোমার এই চেহারা আমার থেকে গোপন করো," আহ্, এর চেয়ে কঠিন কথা আর কী হতে পারে? এটা যেন জাহান্নামের চেয়েও ভয়াবহ কিছু। আল্লাহ, রহম করুন। কিন্তু সুহাইল, আমি হতাশ হচ্ছি না। এ পিপাসা হয়তো আমাকে আল্লাহর জন্য কোরবান হতে সাহায্য করবে। আমি নবীজিকে অন্য মুসলিমদের চেয়েও বেশি ভালোবাসব। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হব। যেকোনো মূল্যে আমি শাহাদাত লাভ করব। সেদিন হয়তো নবীজি আমাকে দেখে হাসবেন। আমি জান্নাতে নবী, সিদ্দিক, শহিদদের সঙ্গে বসবাস করব। নবীজির সঙ্গে থাকব। আল্লাহর কাছে শুধু এ কামনাই করি, যেন তিনি আমাকে বড় কোনো কাজের জন্য কবুল করেন। আমি আশাহত হব না। যত দিন বেঁচে আছি, আশা হারাব না।'

ওয়াহশির ইসলাম গ্রহণের সংবাদ গোটা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ল। উহুদের সেই দিনের কথা মনে পড়তে লাগল সবার। সবাই একনজর দেখে গেল ওয়াহশিকে।

নাহিলার স্বামী ঘরে ফিরে নাহিলাকে বলল, 'খবর শুনেছ? হামজার ঘাতক মুসলিম হয়ে গেছে।'

'ওয়াহশি ইবনে হারব?'

'হ্যাঁ।'

'এটা তো খুশির সংবাদ। আল্লাহর দিকে যে ধাবিত হতে পারল, তার কতই না সৌভাগ্য। এই বেচারা অনেক কষ্ট করেছে। তার সারা জীবন অস্থিরতায় কেটেছে। মানুষ অনেক রকম হয়, প্রিয়তম স্বামী! কেউ সত্য গ্রহণের সংক্ষিপ্ত পথ পেয়ে যায়। কেউবা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। অন্ধ হয়ে চলতে থাকে। অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়। তারপর সে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায়। ওয়াহশি তেমনই একজন মানুষ।'

***

BanglaBook.org

রুমিয়া তার স্বামীকে বলল, 'মহিলাদের শুনলাম হামজার ঘাতকের কথা আলোচনা করতে। গতকাল নাকি সে ইসলাম গ্রহণ করেছে?'

'লোকটার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাসুল তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। শুধু বলে দিয়েছেন, "তোমার এই চেহারা আমার থেকে গোপন করো।" এ কথা একজন মানুষের জন্য মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর।'

'তাকে কিছু কষ্ট পেতে দিন। সে বড় উদ্ধত ছিল। নিজেকে খুব কিছু ভাবত। হায় আল্লাহ! গোটা আরব ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। এমনকি ওয়াহশি ইবনুল হারবও। আল্লাহ সত্য করেছেন তাঁর ওয়াদাকে। সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাকে। সম্মানিত করেছেন তাঁর বাহিনীকে। আর পরাজিত করেছেন সম্মিলিত জোটকে।'

***

ওয়াহশির দেখা হলো তাঁর পুরোনো মনিব জুবাইর ইবনে মুতইমের সঙ্গে। জুবাইরের মুখের কথা শুনে ওয়াহশির মন আনন্দে ভরে উঠল। জুবাইর তাঁকে বললেন, 'শুভ সম্ভাষণ, ভাই আমার!'

ওয়াহশি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কোনো কথা তাঁর মুখে সরল না। জুবাইরের উচ্চারিত 'ভাই আমার' শব্দজোড়া তাঁর কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কী সুন্দর তার সুর। কত মধুর তার আবেদন। মনে হলো, জুবাইর যেন তাঁর কানে মধু বর্ষণ করেছেন। এই 'ভাই আমার' শব্দজোড়া তাঁর কাছে স্বাধীনতার চেয়েও বেশি সুন্দর মনে হলো। মনে হলো, সম্পদ আর দুনিয়ার সব নারী মিলেও এর সমান হবে না। জুবাইর বললেন, 'তোমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি, ওয়াহশি! আমি রাসুলের কাছেই ছিলাম।'

'তিনি কি আমার ব্যাপারে কিছু বলেছেন?'

'আমি আসলে তোমার সংবাদ রাসুলের অন্য সঙ্গীদের থেকে শুনেছি। নবীজির নৈকট্য পেয়ে সত্যিই আমি বড় ভাগ্যবান। আমি তাঁর কথাগুলো শুনতে পারি। যা শুনি হৃদয়ে গেঁথে ফেলি। তারপর যাকে উপযুক্ত মনে করি, তাকে শোনাই সেগুলো।'

ওয়াহশির দুই চোখ ভিজে উঠল। তিনি বললেন, 'নবীজি তো আমাকে বলেছেন, আমার এ চেহারা তাঁর থেকে লুকিয়ে রাখতে।'

BanglaBook.org

'তুমি তো জানো, তিনি হামজাকে কতটা ভালোবাসতেন। তিনি তোমাকে এ কথা বলেছেন, যাতে তাঁর কষ্ট কম হয়। সেই বেদনার কথা তাঁর বারবার মনে না পড়ে।'

'আপনিই তো হামজাকে হত্যা করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।'

'তা ঠিক। আল্লাহ আমাদের উভয়কে ক্ষমা করে দিন। তিনিই তো বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ শির্‌ক ছাড়া সবকিছুই ক্ষমা করে দেন, যদি তিনি ইচ্ছে করেন।"'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ। এটা আল্লাহর কিতাবে উল্লেখ আছে। আর ইসলাম তো পূর্বের সব পাপ দূর করে দেয়। তুমি আজ যেন নতুন করে জন্মলাভ করেছ।'

'কিন্তু আমার এ জন্মও যে কলঙ্কিত হয়ে থাকল রাসুলের এ কথার কারণে! মানবতার ইতিহাসে যুগ যুগ এ কথা লিপিবদ্ধ থাকবে।'

ওয়াহশির চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। জুবাইর বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'হায়! এ দিনও দেখতে হলো। তোমার সঙ্গে যা হয়েছে, তার জন্য লজ্জিত ওয়াহশি! কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন, আমরা কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে তাঁর দিকে আসি, যাতে আমরা সারা জীবন অশ্রু ঝরাই। আর তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।'

'হয়তো তা-ই হবে। আমরা তো আলোর সন্ধান পেয়েছি। এখন আমাদের সামনে সবকিছু স্বচ্ছ। আমাদের পৃথিবী এখন আলোকিত। স্বপ্ন আর ভালোবাসায় সমৃদ্ধ।'

BanglaBook.org

উপসংহার

যত দিন যাচ্ছে ওয়াহশির চিন্তা-চেতনায় তত পরিবর্তন ঘটছে। তাঁর ভেতরে এখন আর কোনো কষ্ট নেই। হৃদয়টা ভালোবাসা আর স্বপ্নে পরিপূর্ণ। তাঁর চিন্তা এখন দারুণ প্রশস্ত। জীবনে এখন মিথ্যা উপাস্য, ধোঁকা আর অজ্ঞতার কোনো স্থান নেই। এমনই একদিন হঠাৎ সবকিছু উলট-পালট হয়ে গেল। মানুষ পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল। কেউই বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারছিল না। নবীজি ইন্তেকাল করেছেন—এ খবর শুনে তাদের চেতনা লোপ পেতে লাগল। অনেকে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। উমর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'কিছু মুনাফিক লোক দাবি করছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন। আল্লাহর কসম, তিনি মারা যাননি। তিনি মুসা ইবনে ইমরান আলায়হি সালামের মতো আত্মগোপনে গেছেন। মুসা ৪০ দিন তাঁর জাতি থেকে নিরুদ্দেশ ছিলেন। তাঁর জাতি ভেবেছিল, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু তিনি ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহর কসম! মুসার মতো আমাদের নবীজিও ফিরে আসবেন। তারপর যারা বলছে তিনি মারা গেছেন, তাদের হাত-পা উল্টো করে কেটে দেব।'

বেচারা উমর ইবনে খাত্তাব! রাসুলের ভালোবাসা হৃদয়ের কত গভীর গেঁথে নিয়েছেন। জীবনের বড় একটা অংশ রাসুলের সাহচর্যে কাটিয়েছেন। তাঁর দেওয়া আলোতে নিজের জীবনকে আলোকিত করেছেন। সেই আলো একেবারে নিভে যাবে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু বেদনাদায়ক বাস্তবতা এটাই। রাসুল ইন্তেকাল করেছেন।

আবু বকর সিদ্দিক দুঃখিত হৃদয়ে স্থিরচিত্তে দাঁড়ালেন। তারপর কান্নাজড়িত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করতে, তারা শুনে রাখো, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করো, তারা মনে রেখো, তিনি চিরঞ্জীব। তিনি কখনো মারা যাবেন না।'

BanglaBook.org

তারপর তিনি কোরআন থেকে আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'মুহাম্মদ তো শুধু একজন রাসুল। তাঁর পূর্বে বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পিছু হটবে? যে ব্যক্তি পিছু হটবে, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।'

উমর আর দুই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। মাটিতে পড়ে গেলেন। রাসুল তাহলে নিশ্চিত ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর চোখের অশ্রু শুকিয়ে গেল। উপস্থিত সকলের অশ্রুও শুকিয়ে গেল। নবীজি ইন্তেকাল করেছেন; তাঁদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় যে নবীজি। কিন্তু তিনি ইন্তেকাল করলেও তাঁর মিশনের মহত্ত্বে ও আদর্শের কারণে অমর হয়ে আছেন। যে আদর্শ দিয়ে তিনি অজ্ঞতা, শির্‌ক, জুলুম আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চলে গেছেন। কিন্তু রেখে গেছেন আল্লাহর কিতাব। মানুষ মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছেন। রাসুল মুহাম্মদ মানুষের হৃদয়ে জিন্দা আছেন। থাকবেন অনন্তকাল। তিনি আল্লাহর সর্বশেষ কথাটুকু মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়ে শারীরিক বিদায় গ্রহণ করেছেন, 'আজ আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে। পরিপূর্ণ করে দিলাম আমার নিয়ামত। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে একমাত্র ধর্ম হিসেবে মনোনয়ন করলাম।'

শোকের এ সংবাদ শুনে ওয়াহশি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের দিকে ছুটে গেলেন। 'আমার মরুভূমির মতো জীবনে পানির সঞ্চারক হে মহান ব্যক্তিত্ব! আপনি মারা যাবেন? এ কী করে সম্ভব? হে দুঃখী আর দুর্ভাগা হৃদয়ের আশার প্রদীপ! আপনিই কি মারা গেছেন? হে দুর্বলের রক্ষাকর্তা! গোলামদের মুক্তিদাতা! হে তাগুত আর জালেমের আতঙ্ক! আপনি চলে গেলেন? এই যে আমি ওয়াহশি ইবনুল হারব। আমি এখন কেন বেঁচে থাকব? কী নিয়ে বেঁচে থাকব? দুনিয়াতে আমি আমার চেহারা আপনার থেকে আড়াল করেছি। আখেরাতে কি আপনি আমাকে আপনার পবিত্র নজর থেকে বঞ্চিত করবেন? হে সকল বঞ্চিত আর অসহায়দের শাফায়াতকারী! বলুন আমাকে। আমি আমার জীবনকে আমার হাতের মুঠোয় নিতে প্রস্তুত আছি। যেখানেই কোনো বাতিল উপাস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, আমি সেখানেই ছুটে যাব। হয়তো সেটাকে গুঁড়িয়ে দেব নতুবা নিজের জীবন দিয়ে বিলিয়ে দেব। আমি শহিদ হয়ে আপনার সঙ্গে মোলাকাত করব, প্রিয়তম আমার! আমি আপনার থেকে নিজের চেহারা আড়াল রাখতাম। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে হতো আপনার মুখোমুখি হতে। যখন

আপনার থেকে লুকিয়ে বেড়াতাম, তখন আমার ভেতরে এমন দহন শুরু হতো, তা সহ্য করার মতো ছিল না। আমার অসুস্থ হৃদয়টা আপনার ভালোবাসায় সুস্থ হয়ে উঠত। সবাই বলছে আপনি ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে আছেন। প্রিয়তম রাসুল! আপনার দৃষ্টি, আপনার মুচকি হাসি সবই আমার জন্য আদর্শ। আপনার পবিত্র কথাগুলোর সঙ্গেই আমি সারা জীবন বসবাস করতে চাই। সেগুলোর মর্ম দিয়ে আত্মাটাকে সিঞ্চিত করতে চাই। আমি আপনার জন্য আমার ভেতরে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছি। যেখানে আমি ঘুরে বেড়াই। আমি সত্যিই সুখী। সৌভাগ্যবান। হে আমার সুখের ঠিকানা! আমার সৌভাগ্যের পরশ পাথর! হে আমার হৃদয়ে আলোর প্রদীপ! প্রিয়তম আমার! আপনি কি সত্যিই চলে গেছেন? কিন্তু আপনি তো সারা জীবন আমার সঙ্গেই থাকবেন। আমি আপনাকে দেখব। আপনাকে অনুভব করব। আপনার কথাগুলো আমার কানে বাজতে থাকবে। আপনার উপদেশগুলো আমার ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়বে। পৃথিবীর কোনো শক্তি আমার আর আপনার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। হে আমার হৃদয়ের শাহেনশাহ, আমার আত্মার সুলতান, তারা ভাবতে থাকুক, আপনি চলে গেছেন। কিন্তু আপনি আছেন আমার চোখের মণিতে। আমার হৃদয়ের মণিকোটায়। আমার কলিজায় প্রতিধ্বনিত হয় আপনার নাম। মুসল্লিরা আপনার নাম জপে। অজ্ঞতা, দাসত্ব আর দুর্দশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্তরা আপনার প্রতি দুরুদ পাঠ করে। আমিও তাদেরই একজন, ইয়া হাবিবি!'

কথাগুলো বলছেন আর অঝোরে কাঁদছেন ওয়াহশি। সুহাইল এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি নিজেই তো একই বেদনায় ব্যথিত, একই শোকে কাতর, নিশ্চল। কে কাকে সান্ত্বনা দেবেন? তারপরও সুহাইল বলতে লাগলেন ওয়াহশিকে, 'তিনি তাঁর আমানত পৌঁছে দিয়েছেন। রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের এক উজ্জ্বল পথের ওপর রেখে গেছেন। এখন আমাদের সামনে চলতে হবে। এ সফরের কোনো শেষ নেই। এটা দীর্ঘস্থায়ী জিহাদ। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সবদিকেই। আমরা সবদিকেই ছুটে যাব। হেদায়েতের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দেব। অন্ধকার এখনো কত জায়গায় রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। আল্লাহর জমিন যে বড় প্রশস্ত, ওয়াহশি!'

***

BanglaBook.org

রাসুলের ওফাতের পর আবু বকর মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হলেন। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই খবর এল, বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ত্যাগ করেছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। ওয়াহশির ভাগ্যে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সঙ্গে ইয়ামামায় অভিযানের দায়িত্ব পড়ল। সেখানে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব রিসালাতের ক্ষেত্রে নবীজির অংশীদার বলে দাবি করেছে। বড় এক ফিতনা হয়ে আবির্ভূত হয়েছে সে। তার বিরুদ্ধে অভিযানে হাজার হাজার মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছেন। ওয়াহশি সেই জিহাদে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি ছুটছিলেন আর বলছিলেন, 'হ্যাঁ, এ সফরের কোনো শেষ নেই। আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায় এমন একটা লোককেও আমরা ছাড়ব না। মানবতার মুক্তি আমরা ছিনিয়ে আনবই।'

ইয়ামামার ময়দানে তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। ওয়াহশি বর্শা হাতে এদিক-সেদিক নজর বুলাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি চুল এলোমেলো এক লোককে উঁচু পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন। লোকটা যুদ্ধের মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছে। ওয়াহশি চিৎকার দিয়ে বললেন, 'ওই দেখো মুসায়লামাতুল কাজ্জাব।'

চোখের পলকেই তিনি তাকে বর্শার নিশানা বানালেন। এটা তাঁর সেই বর্শা, যেটা দিয়ে তিনি হামজাকে হত্যা করেছিলেন। তিনি মুসায়লামার বুক বরাবর নিশানা ঠিক করলেন। তার হাত থেকে শাঁ করে বেরিয়ে গেল বর্শা। অব্যর্থ নিশানা। মিথ্যুক জালিমটাকে একদম এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল ওয়াহশির বর্শা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। তারপর একজন মুসলিম সৈনিক তার মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেললেন।

রণাঙ্গনে মহাসত্যের বিজয় হলো। ওয়াহশি বসে বসে তাঁর বর্শাটা দেখছিলেন আর বলছিলেন, 'এ বর্শা দিয়েই আমি আল্লাহর রাসুলের পর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে হত্যা করেছিলাম। আজ এটা দিয়েই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ মুসাইলামাকে খতম করলাম।'

যুদ্ধের ধকলে ক্লান্ত ওয়াহশির চোখ তন্দ্রায় বুজে এল। ঘুম থেকে উঠেই তিনি সীমাহীন আনন্দবোধ করলেন। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা। তিনি চিৎকার করতে শুরু করলেন, 'আল্লাহু আকবার...আল্লাহু আকবার...।'

একজন মুজাহিদ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওয়াহশি! কী হলো আপনার?'

তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। চোখে-মুখে অনাবিল আনন্দের দ্যুতি। 'আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি একটা সাদা ঘোড়ায় বসে আছেন। আমাকে

BanglaBook.org

দেখে মুচকি হাসছেন। আমি তাঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। চুমু খেলেন আমার কপালে। তারপর বললেন, আমি আর তিনি একসঙ্গে অবস্থান করব জান্নাতে।'

'তিনি কে, ওয়াহশি?'

'হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আমার প্রিয়তম রাসুলের চাচা। আমি তাঁকে দেখেছি একটা সবুজ উদ্যানে। চারদিকে মেশকের সুবাস। কবুতর উড়ছে। পাখিরা গান করছে। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত আলো ছিল সেখানে। সেই আলোই বোধ হয় মানুষের ভেতর নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।'

***

এভাবে ওয়াহশি তাঁর পরবর্তী জীবন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে কাটিয়ে দেন। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে তিনি ইয়ারমুক অভিযানে অংশ নিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী, পঁচিশ হিজরিতে সিরিয়ার হিমস নগরীতে নিজ বিছানায় তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর ওপর চিরসন্তুষ্ট হোন।

(সমাপ্ত)

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org